কমল-মঞ্জরী।

উপাখ্যান।

জেলা বর্দ্ধমান, জাহান্নগর
গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত
এম, ভি, বিদ্যালয়ের সম্পাদক
শ্রীশশিভূষণ পাল
প্রণীত ও প্রকাশিত।

"প্রমাদাদথ বোধাদ্বা যদ্বিরুদ্ধমিহোদিতং।
দোষহীনাঃ দয়াধীনাঃ সুধিয়ঃ শোধয়ন্তু তৎ॥"

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীনীরদ বরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।
আর্টিষ্ট প্রেশ।
নং ৩৬৯ আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো,
কলিকাতা।
সন ১২৯১ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

অশেষ গুণশালী ভক্তিভাজন বর

চুপী নিবাসী

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের করকমলে এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অতীব ভক্তিযোগ ও বিনয় সহকারে সমর্পিত হইল।

কবিরাজ মহাশয়।

আপনি সুপণ্ডিত, বিজ্ঞ ও মহৎ স্বভাব সম্পন্ন; সুতরাং আপনাতে মহদীয় গুণ সকল প্রদীপ্ত রহিয়াছে। আপনার স্বভাবসিদ্ধ গুণেই হউক বা বাৎসল্য প্রযুক্তই হউক, আপনি আমাকে সাতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন; স্নেহের স্বভাব এই, যিনি যাহাকে ভাল বাসেন, সেই ভালবাসার পাত্র যদি তাঁহার নিকটে গুরুতর অপরাধীও হয়, তথাপি স্নেহকর্ত্তা তাহার সে দোষকে দোষ বলিয়া মনে করেন না।

সলিল গো-রসে পতিত হইলে দুগ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং লৌহ ধাতু মধ্যে নিকৃষ্ট হইলেও যদি কোন প্রকারে একবার স্পর্শমণিতে সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে লৌহত্ব ত্যাগ করিয়া স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমিও অদ্য সেই আশায় আশ্বাসিত হইয়া আমার এই নিকৃষ্ট গ্রন্থখানি আপনার করকমলে উপহার প্রদান করিতে সাহসী হইলাম। ইহাতে যদিও আমি আপনার শুভ্র যশঃরাশিকে চির কালিমাযুক্ত করিয়া গুরুতর অপরাধী হইলাম, তথাপি ভরসা আছে যে, আপনি পূর্ব্বোক্ত স্নেহগুণের বশবর্ত্তী হইয়া কৃপাবারি বর্ষণে মদীয় অসীম দোষ প্রক্ষালনপূর্ব্বক আমার স্নেহের পাত্রী কমল-মঞ্জরীর প্রতি প্রীতিনেত্রে অবলোকন করিয়া মনো-বাসনা পূর্ণ করিবেন।

এক্ষণে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ আপনিই উৎসাহবারি সেচন পূর্ব্বক অস্মদের আশালতাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; অধুনা ইহাতে যে ফল ফলিত হইয়াছে, তাহা বিস্বাদু, কি সুস্বাদু, আপনিই তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

জাহান্নগর
সন ১২৯০ সাল

ভবদীয়
স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশশিভূষণ পাল

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ জনগণ সমীপে কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন ;---আমার রচিত এই নিকৃষ্ট গ্রন্থখানি প্রথমতঃ জন সমাজে প্রচার করিতে সাহস না হওয়ায় তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলাম। অধুনা বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষার্থ এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত অর্থাৎ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহা যে পাঠক গণের লক্ষ্যোপযোগী হইবে, সে আশা আশাতিরিক্ত এবং ভেকের ভুজঙ্গ শিরোমণি গ্রহণ, মক্ষিকার মেরুচালন ও পিপীলিকার সাগর লঙ্ঘনের ন্যায় অলীক। সুতরাং এই বিরক্তিকর কাব্য প্রকাশে সহৃদয় পাঠকবৃন্দের বিরাগভাজন হইয়া যাবজ্জীবন যে, মনকষ্টে কালহরণ করিতে হইবেক, ইহা অপরিহার্য্য।

হে সদাশয় পাঠক মণ্ডলি! আপনারা স্ব স্ব মহদীয় গুণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রোগীর নিম্ব ভোজনের ন্যায় এই জ্ঞান বিহীন মূর্খ-জন-রচিত গ্রন্থ খানির প্রতি এক একবার নেত্রপাত করিলেও সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন পরিসমাপ্ত হইলে জাহান্নগর এম্, ভি, বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র বিশেষ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ইহার আদ্যন্ত অবলোকন করতঃ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ; এজন্য তৎকর্ত্তৃক বিশেষ উপকৃত হইলাম।

জাহান্নগর
১২৯০

শ্রীশশিভূষণ পাল

কমল-মঞ্জরী।

উপাখ্যান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদা অপরাহ্নে কোন দুর্গম কানন মধ্যে একজন সশস্ত্র যোদ্ধৃবেশী যুবাপুরুষ বিষণ্ণ বদনে এক সুদীর্ঘ তরুমূলে উপবেশন করিয়া শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার সেই ভাব অবলোকন করিলে সহসাই বোধ হয়, যেন বলদর্পিত কেশরী কোন বলীয়ান্ কর্ত্তৃক কঠোর পীড়নে নিপীড়িত ও আশ্রয়-গুহা-চ্যুত হইয়া এই নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে আগমন করতঃ স্বীয় পূর্ব্বতন অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছে। তিনি এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পরে স্বীয় উত্তরীয় বসনে নয়নাম্বু মোচন করিলেন এবং ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, দিননাথ অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। সন্ধ্যাসতী তিমিরাম্বর পরিধান করিয়া রজনীর আগমনাপেক্ষায় সোৎসুক চিত্তে অবস্থান করিতেছেন। কুমুদিনী প্রফুল্লা; সরোজিনী মলিনা; বিহগকুল কলকণ্ঠ

ধ্বনিতে বন আকুল করিয়া তুলিল; তারকামণ্ডলি স্বীয় প্রিয়তম শশধরের আগমনে আনন্দিত হইয়া যেন হাস্যচ্ছলে বিকশিত হইতে লাগিল। তখন যুবক ব্যাকুল মনে ব্যোমপথ অবলোকনপূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান অচিন্তনীয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে অতি দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, “হে জগৎপাতা জগদীশ্বর! আপনার অসীম মহিমার অন্ত কেহই অবগত নয়; আপনি অনন্তরূপ অন্তর্যামি; অখণ্ড ভূমণ্ডলের একমাত্র অধীশ্বর ও অবিনশ্বর ঈশ্বর। যাহার প্রতি আপনার কোমল নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি পতিত হয়, সে কি জলে, কি স্থলে, কি অন্তরীক্ষে সকল স্থানেই সকলের অজেয় হইয়া নিরাপদে মনানন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। আমি এরূপ নরাধম ও পামর যে, ধন-মদে মত্ত, বিলাসাসক্ত ও মিথ্যা বাহুবলে গর্ব্বিত হইয়া আপনার অসীম প্রভাবের বিষয় কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত হইতে পারি নাই। হায়! এখন আমার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য কোথায়! সেই পরম হিতৈষী সচিবগণ, বন্ধুবর্গ, সৈন্য সেনাপতি সমূহ ও প্রাণসম দারাপুত্রাদিই বা কোথায়, এবং সেই সুরম্য-হর্ম্ম্য, সুকোমল শয্যাশোভিত অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্ক, রাজভোগ্য আহারীয় ও সুবাসিত পানীয়, এ সকলই বা কোথায়! এক্ষণে সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আমাকে এই জনশূন্য অরণ্য মধ্যে পর্ণশয্যায় শয়ন, কটুতিক্ত কষায় ফল ভক্ষণ ও কলুষিত জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। অতএব বুঝিলাম যে, দৈবের বল অতিক্রম করে এরূপ কাহারও সাধ্য নাই!

হে জগন্নাথ অনাথ বান্ধব! আপনি এ অধমের ভার বহনে কাতর হইয়াই কি এককালে দুস্তর দুঃখসিন্ধুজলে নিমগ্ন করিলেন? হে দুঃখার্ণব ত্রাণকারিণ্! এ পাপাত্মাকে কি দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিবেন না?

হায়! আর আমার এ মিথ্যা পাপদেহ ধারণের ফল কি! ভুজঙ্গ শিরোমণিচ্যুত হইয়া ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারে; আমি প্রাণাধিক স্ত্রী পুত্রাদির অদর্শনে মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না; কিন্তু দৈবের কি প্রভাব! এই দীর্ঘকাল তাহাদিগের অদর্শনেও জীবন ধারণে সক্ষম হইতেছি; বুঝিলাম এ পাপ দেহের অসহনীয় কিছুই নাই।”

যুবক এবম্বিধ আর্ত্তনাদ করতঃ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর মৃদু মৃদু গমন করিয়া এক সরসীতীরে উপনীত হইলেন। সেই পুষ্করিণীর সুনির্ম্মল সলিলে হস্তপদ ধৌত ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধানপূর্ব্বক তরুতলে সমাগত হইয়া বৃক্ষভ্রষ্ট ফল গ্রহণানন্তর ইষ্টদেবোদ্দেশে অর্পণকরতঃ প্রসাদস্বরূপ ফল ভক্ষণ ও জলপান করিলেন। তদনন্তর প্রদোষ-বায়ু-প্রভাবে সরোবরের হিল্লোলবতী স্বচ্ছসলিলে তরুণোদিত হিমাংশুর প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায নয়ন-তৃপ্তিকর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে অকস্মাৎ সলিলাভ্যন্তর হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সমুদ্ভুত হইল। যোদ্ধৃবর তদবলোকনে সবিস্ময় চিত্তে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। পরক্ষণে বিদ্যুৎবরণা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না পূর্ণযৌবনী কমলনয়নী একটী ষোড়শী

রমণীকে জলাশয়ের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া কূলে উঠিতে অবলোকন করিলেন। ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর অনুপম দেহ-প্রভা-প্রভাবেই যে সেই জলাশয় ভাস্বর হইয়াছিল, ইহা তাঁহার সম্যকরূপ প্রতীত হওয়ায় বিস্ময় দূরীকৃত হইল। সেই ললনা দ্রুতপদে যুবকের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া ভয়-ব্যাকুলিত স্বরে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, "মহাত্মন্! আপনি কে? আমার বিবেচনা হইতেছে, আপনি কোন বীর পুরুষ হইবেন। যাহাহউক, মহাশয়! আপনার বিশেষ বিবরণ পরে শ্রবণ করিব; এক্ষণে আমি শরণাগতা, আমাকে দুরন্ত দানব হস্ত হইতে রক্ষা করুন। সেই পাপাত্মা আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে, অবিলম্বেই এইস্থানে উপস্থিত হইবেক; আমি স্ত্রীলোক, আত্মরক্ষায় অনন্যোপায় হইয়া ভবদীয় শরণাপন্না হইলাম।"

যুবক সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত, বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া মনোমধ্যে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন।

যুবককে নিরুত্তর দেখিয়া ললনা ব্যাস্ততা সহকারে কাতর স্বরে কহিলেন, "যদি আপনা হইতে আমার কোন উপায় না হয়, তবে বলুন, আমি অন্যত্র গমন করি; কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক শরণাগত ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

বীরবর যুবতীর এবম্বিধ বচন শ্রবণে কহিলেন, "সুন্দরি! ভয় নাই; আমি প্রাণপণে তোমাকে রক্ষা করিব; এক্ষণে

নিশ্চিন্ত হও। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; ক্ষত্রিয়েরা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি যে কেহ হউক না কেন, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহেন; যুদ্ধে জীবন পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের একমাত্র অক্ষয় ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি নিঃসংশয় চিত্তে আমার নিকট অবস্থান কর।”

এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে ভয়ঙ্কর গম্ভীর শব্দে জলাশয়ের জলরাশি ভেদ করিয়া অচলাকৃতি অসিতবর্ণ এক দৈত্য গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার মস্তকের কেশ তাম্রবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত, দশন মূলক সদৃশ ও কর্ণ শূর্পবৎ। তাহাকে দেখিলে প্রেত-পতি-কিঙ্কর ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভব হয় না। কুদর্শন দানব কোপ-বিস্ফারিত-নেত্রে কামিনীর প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করায় বোধ হইতে লাগিল, যেন রাহুগ্রহ গগণস্থ পূর্ণ-শশধরকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তদনন্তর মেঘ-নিনাদ-স্বরে কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, “রে পাপীয়সি! আমার সহিত প্রতারণা করিয়া পলাইয়া আসিয়া এই ভীরু নরের আশ্রয় গ্রহণে রক্ষা পাইবি মনে করিয়াছিস্? এক্ষণে সে আশা অন্তর হইতে অন্তরিত কর। এই দেখ্, অগ্রে ঐ দুর্ম্মতি নরপশু নরাধমকে যমালয়ে প্রেরণ করি, তৎপরে তোর পাপ মস্তক বজ্রনখে ছিন্ন করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিব।”

দৈত্যবর ক্রোধ-গম্ভীরস্বরে এই কথা বলিয়া, দিগ্দহনকারী প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় মহাশব্দে চীৎকার করতঃ দীর্ঘাকার বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক যুবকের প্রতি ধাবিত হইল। বীরবর তদবলোকনে মহারোষে তর্জ্জন পূর্ব্বক আপন কটিবন্ধ হইতে সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণ অসি নিষ্কাশিত করিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলেন।

তৎপরে উভয়ে ঘোরতর সমরে ব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যুবকের বীরনাদে এবং দৈত্যের ভৈরব রবে সেই বনভূমি পরিপূর্ণ হইল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে ভয় ব্যাকুল হইয়া অরণ্যস্থ শ্বাপদগণ ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। এই রূপে বহুক্ষণ সংগ্রামের পর বীরবর অসিদ্বারা প্রথমে দুরাত্মার বিশাল বাহুদ্বয় এবং পরিশেষে তাহার দারুণ মস্তক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে উল্লিখিত ললনা হর্ষসাগরে নিমগ্না হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করতঃ যুবকের বাহুবলের অশেষবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বীরবর দুরাত্মার পতনে অপার আনন্দে অখিল-ভুবন-পালক যমযন্ত্রণানাশক জগন্নাথের উদ্দেশে বারম্বার প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে দীনবন্ধো! আপনার কৃপাবলে এই দুর্জ্জন দৈত্যের বধ সাধনে কৃতকার্য্য হইলাম। হে বিভো! সকলই আপনার ইচ্ছা।"

এই বলিয়া সহর্ষে যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ধীর বচনে কহিতে লাগিলেন, "হে চারুনিতম্বিনি! তুমি কে? জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছ? কি জন্যই বা

দৈত্য-হস্তগতা হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণানুভব করিতেছিলে? হে শুভে! তোমার ভূলোক দুর্লভ রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া বোধ হইতেছে, তুমি মানবী নও; হয় গন্ধর্ব্বকুমারী বা যক্ষ কন্যা কি জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবে। যেই হও, এক্ষণে আত্ম বিবরণ সবিস্তার বর্ণন করিয়া মদীয় সংশয়ারূঢ় চিত্তকে সুস্থ কর।"

যুবতী নম্র বদনে যুবা সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া পিক-বিনিন্দিত মৃদু-মধুর-স্বরে কহিতে লাগিলেন। "মহাত্মন্! শ্রবণ করুন; শুনিয়া থাকিবেন অবন্তীদেশে অতি প্রসিদ্ধ সুবর্ণপুর নামক এক নগর আছে। তথায় অশেষ গুণসম্পন্ন বিক্রমশালী জীমূতবাহন নামে এক নরপতি অবস্থান করেন। আমি তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা; আমার নাম শশিকলা। পিতা মাতার অন্য কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় তাঁহারা আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষ স্নেহে লালন পালনে পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় সাধ্য সত্ত্বে বিরত হইতাম না; এজন্য তাঁহাদিগের অতিশয় স্নেহের পাত্রী হইলাম। তাঁহারা আমাকে এক দণ্ড নয়নের অন্তরাল করিয়া সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। এবম্প্রকারে বাল্য সীমা গত হইল এবং বর্ষাকালের নদীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে পূর্ণ যৌবনত্ব লাভ করিলাম। একদা গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে স্বীয় সখাগণ সহিত পিতার হৃদয়তোষণ নামক উদ্যান পরিভ্রমণে নির্গত হইলাম

এবং উদ্যানস্থ নানাবিধ বনরাজি ও কুসুম সমূহের শোভা সন্দর্শনে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, ভুবন প্রকাশক ভগবান্ বিকর্ত্তন অস্তাচল শিখরে আরোহণ করতঃ যেন অসিত-বরণী-রমণী হৃদ্দগত করিয়া তাহার অধরপিযূষ পানে বিহ্বল চিত্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া দিক্ ললনাগণ ঈর্ষান্বিতা হইলেন এবং স্বীয় বদন কমল লজ্জাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে যাত্রা করিতে লাগিলেন। গন্ধবহ পুষ্প সকলের সুগন্ধবহন করতঃ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইয়া জনগণের মনানন্দ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। নভঃস্থিত পক্ষীগণ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সুমধুর ধ্বনি করিতে করিতে আপনাপন কুলায়ে আগমন করিল। সুধাকর তপন-ত্রাসে গোপন হইয়াছিলেন, এক্ষণে অল্পে অল্পে বদনোত্তলন করিতে লাগিলেন এবং কুঙ্কুম বর্ণে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া যেন দিক্ রমণীগণের লজ্জাচ্ছাদন উত্তোলন করিলেন ও স্বীয় বদনে রক্তচন্দন আলেপন করিয়া অখণ্ড মণ্ডল রূপে প্রকাশ হইয়া দিগঙ্গনাগণের সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালে রজনী আগতা জানিয়া, স্বীয় সহচরীগণ সহিত দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলাম। এই কালে ভয়ঙ্কর শব্দে সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া ধূলিজালে আচ্ছন্ন করিলে সহসা চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইল এবং একটী বিকট লোম-হর্ষণ স্বর শ্রবণ গোচর করিয়া ভয় ব্যাকুলিত মনে

সংজ্ঞা বিহীন ও ভূতলে পতিতা হইলাম। সেই অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম এবং সহচরীগণেরই বা কি দশা ঘটিল, তাহা কিছুমাত্র বলিতে পারি না। যখন মূর্চ্ছা অপনোদন হইল, তখন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, এক সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে নীত হইয়াছি; সন্নিকটে এক বিকটাকার দৈত্য উপবেশন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছে। সম্মুখে এরূপ কৃতান্ত উপবিষ্ট দৃষ্টি করিয়া কোন্ ললনা নির্ভয় চিত্তে স্থির থাকিতে পারে! সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিবামাত্রেই শঙ্কায় নয়ন মুদ্রিত করিলাম এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই অলক্ষ্যভাবে মূর্চ্ছা আসিয়া আমাকে সুকোমল ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে চৈতন্য লাভ করিয়া অর্দ্ধ মুকুলিত নেত্রে সেই পাপ-পিশাচের ভীম মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে জড় প্রায় হইয়া রহিলাম; তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল; ভাবিলাম, এইবার জন্মের মত এই বিশ্বসংসার হইতে অপসৃতা হইতে হইল। হায়! আর এ জন্মে পিতা মাতার চরণ যুগল দর্শন, তাঁহাদিগের স্নেহময় বাক্য শ্রবণ এবং সঙ্গিনীগণ সহ ক্রীড়া কৌতুক সকলই অস্তমিত হইল। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্ট বৃক্ষে কেন এরূপ বিষময় ফলোৎপন্ন হইল। এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছি, এই কালে ঐ দানব হাস্য করিয়া কহিল, "সুন্দরি! চিন্তা কি? আমি তোমার একান্ত আজ্ঞাবহ দাস; আমার নিকট তোমার কোন আশঙ্কা নাই। আমি দৈত্য বংশসম্ভূত; আমার নাম চণ্ডবিক্রম। এই পাতালপুরী আমার আবাস স্থান। আমি স্বীয় বাহুবল ও মায়াবল প্রভাবে জনপদ

বাসী ধনাঢ্যগণের বহুতর রজত, হেম ও রত্নাদি অপহরণ করিয়া এই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক অতুল সম্পদের অধীশ্বর হইয়াছি; এক্ষণে মদীয় সম্পত্তি তোমারই বিবেচনা করিবে। হে সুধাংশু বদনে! আমি নভঃপথে বিচরণ করিতে করিতে তোমার অতুল সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, মায়া জাল প্রভাবে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া স্ব ভবনে আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে সদয় হইয়া বাক্য সুধা বর্ষণপূর্ব্বক মদীয় শ্রবণ যুগলের তৃপ্তি সাধন ও মনোরথ পরিপূর্ণ কর।"

পাপাত্মার এই রূপ ঘৃণিত বচন শ্রবণ করিয়া একান্ত ভীতা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, হায়! দুরাত্মার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি এক্ষণে কি করি; যদি এই নরঘাতী পিশাচের কথায় অনুমোদন না করি, তাহা হইলে আমাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে পারে। অতএব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আশ্বাস প্রদানে আপাততঃ নিরস্ত করা কর্ত্তব্য হইতেছে; পরে জগদীশ্বরের মনে যাহা আছে, তাহাই হইবেক। এই রূপ চিন্তা করিয়া রোদন করিতে করিতে তাহার পদযুগল ধারণপূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিলাম, "হে দৈত্যবর! আমি একটী ব্রতারম্ভ করিয়া সেই ব্রতে দীক্ষিতা আছি; অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রত সমাধা হইবেক। ইতি মধ্যে যদি তুমি আমার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইবেক; অতএব ব্রত সমাধা হইলে তোমাকে বরণ করিব।"

দুর্ম্মতি আমার বচনে ত্রাসিত হইয়া তাহাই স্বীকার করতঃ সতর্কতা পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করিতে লাগিল, এবং কহিল, "অয়ি পূর্ণেন্দুবদনে! তোমার যখন যাহা অভিলাষ হইবেক, আমার নিকট ব্যক্ত করিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিব।"

হে বীর! এই রূপে একাদশ মাস গত হইল। আমি উদ্ধারের কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া, ভবিষ্যৎ দশার দুশ্চিন্তায় ভয়ে ও শোকে এককালে অধীরা হইলাম; কিন্তু মনোগত ভাব গোপন করিয়া, সেই নরকান্তকারী নিত্য-নিরঞ্জন, বিশ্বরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর বিপদ ভঞ্জনের পবিত্র নাম স্মরণ, তদীয় অভয়পদ মনোমন্দিরে স্থাপন ও তাহাতে মন প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত কাতর ভাবে তদুদ্দেশে কহিতে লাগিলাম, হে করুণানিধান! এই নিঃসহায় অবলার প্রতি কৃপাবলোকনে অপার দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করুন। এবম্প্রকারে ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

অনন্তর একদা প্রভাত কালে দুরাত্মা আমাকে কহিল, "বিধুমুখি! অদ্য আমার জন্ম দিন; আমি সমস্ত দিবস আমোদ-প্রমোদে ও পান-ভোজনে অতিবাহিত করিব; তোমাকে আমার নিকট উপবিষ্ট থাকিতে হইবেক।" আমি তাহার বাক্যে স্বীকৃতা হইলে, দুরাশয় সানন্দ চিত্তে "আমি আসিতেছি" এই মাত্র বলিয়া অন্তর্হিত হইল; পরক্ষণেই মদ্যপূর্ণ কুম্ভ ও আমমাংস প্রভৃতি নানাবিধ কুৎসিত ভক্ষ্য

দ্রব্য আনয়ন করিয়া পান পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক মদ্য পান ও মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে সুরাপানে মত্ততা-প্রযুক্ত এক একবার উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া বিকটস্বরে গান করিতে করিতে করতালি প্রদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি তাহার সন্নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া আত্ম দুরদৃষ্টের ভবিষ্যৎ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে ছিলাম, তাহার ঐ সকল প্রমোদ-জনক কার্য্যে কিছুমাত্র মনোনিবেশ বা হর্ষপ্রকাশ করি নাই, ইহাতে দুর্ম্মতি দানব সবিস্ময়ে কহিল, "সুন্দরি! এরূপ ম্লান বদনে অবস্থান করিতেছ, ইহার কারণ কি? হে দ্বিজরাজাননে! তোমার ঈদৃশ বিরস ভাব অবলোকন করিয়া মনোমধ্যে অতীব যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতেছি। হে শুভে! তুমিত আর এক মাস অন্তেই এই গৃহের ও আমার অধীশ্বরী হইয়া পরম সুখ সম্ভোগে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিবে; তবে এক্ষণে ম্রিয়মানা হইতেছ কেন?" আমি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্ম উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনার্থ কপট ভাবে বিষণ্ণ বদনে কহিলাম, হে দানবেন্দ্র! আমি পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা ফলে আপনাকে যে, পতি রূপে লাভ করিব, ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই; তবে আমার মনোবেদনার কারণ এই যে, আপনি আমাকে প্রত্যহ নিশাযোগে এই নির্জ্জন স্থানে একাকিনী রাখিয়া অন্যত্র গমন করেন; কিন্তু শরীর কখনই নিত্য নহে; ক্ষণভঙ্গুর দেহ যে কোন্ মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইবে, তাহা জীব মাত্রেরই অগোচর; তাহাতেই বলিতেছি, যদি

দৈব বশতঃ আপনার দেহান্তর হয়, তাহা হইলে আমাকে চিরজীবন এই জনবিহীন রসাতলে বাস করিতে হইবেক; কখনও উদ্ধার হইতে পারিব না; ইহা স্মরণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছি।

দুরাত্মা অতীব সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিল; আমার বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, "অয়ি সুন্দরি! তুমি সে চিন্তা দূর কর।" এই বলিয়া আপন কটিবসন হইতে একটী লৌহচাবী বহিষ্কৃত করিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "প্রিয়ে! আমার সমভিব্যাহারে আইস।" এই বলিয়া অগ্রগামী হইলে আমি তাহার পশ্চাদ্গামিনী হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিলে একটী লৌহময় দ্বার দৃষ্টিগোচর হইল। দানব উল্লিখিত কূর্চ্চিকাদ্বারা তালা খুলিয়া দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানোপরি আরোহণ করিলে আমিও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া সোপান শ্রেণী অতিক্রম করতঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিলাম। তদনন্তর এই সরসীর জলরাশি ভেদ করিয়া কূলে উঠিয়া আমাকে কহিল, "প্রাণেশ্বরি! এই দেখ, সম্মুখে অরণ্য;" আমি তাহার কথায় বিস্ময় চিত্তে ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম যে, রসাতল হইতে ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হইয়াছি। তখন দৈত্য কহিল, "দেখ, এই তোমার উদ্ধার হইবার পথ; এক্ষণে আইস, যথাস্থানে গমন করি।" আমার পুনর্গমনে ইচ্ছা না থাকিলেও শঙ্কা প্রযুক্ত তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া

সরসী-সলিলে অবগাহন ও তৎপরে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করতঃ দৈত্যাবাসে পুনর্গমন করিলাম। দৈত্য পূর্ব্বোক্ত লৌহদ্বার বদ্ধ করিয়া কুঞ্চিকা স্বীয় কটিবসনে রাখিল। আমি কি প্রকারে ঐ চাবিটী হস্তগত করিতে পারিব, এই অভি-সন্ধিতে চেষ্টিতা রহিলাম।

হে সুররাজকল্প! অদ্য সম্বৎসর পূর্ণ দিবস উপস্থিত। দুর্ম্মতি আমার নিকটে আসিয়া হাস্য করিয়া কহিল, "হে প্রাণাধিকে! অদ্য রজনী অবসানে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া আত্মা মনের চরিতার্থতা সম্পাদন ও উভয়ে পরম সুখে কাল যাপন করিয়া নব নব আনন্দানুভব করিব।" আমি তাহার বাক্যে কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ ও ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলাম, হে দনুজেশ্বর! অদ্য স্নানান্তে পরিধেয় মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া শুচি হইয়া অবস্থান করুন; কল্য আমাদিগের চির মনোরথ সফল হইবেক। দুরাত্মা মদীয় বচনে আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইয়া অবগাহনার্থ গমন করিল এবং স্নানান্তে গৃহে আসিয়া আর্দ্র বসন পরিত্যাগ ও শুষ্ক বস্ত্র পরিধান কালে পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ মধ্যে যে তল্লিকা বন্ধন ছিল, তাহা বিস্মৃত হইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিল। আমি ঐ লৌহ চাবী গ্রহণ করিয়া সাবধানে রক্ষা করতঃ ত্রিযামার আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষণে ক্ষণে গগন মার্গে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে, দৈত্য পূর্ব্বমত অভিপ্রেত স্থানে গমন করিল। আমি অবসর বুঝিয়া অস্কুট গ্রহণ ও

তদ্দ্বারা লৌহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক দ্রুতগতি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিলাম। এই কালে পশ্চাদ্ভাগে পাপাত্মার কঠোর তিরস্কার বাক্য সকল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন একান্ত ভীতান্তঃকরণে জীবন আশা পরিত্যাগ ও অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া মহাবেগে সোপানাবলি অতিক্রম করতঃ পলায়ন করিতে লাগিলাম। তৎপরে এই সরসী কূলে উত্থিত হইয়া শঙ্কাবিহ্বল চিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভবদীয় দর্শন লাভ করণানন্তর জীবন রক্ষার মানসে আপনারই শরণাপন্না হইয়াছিলাম। অতঃপর যে যে ঘটনা হইয়াছে, সকলই বিদিত আছেন।”

নৃপকুমারী এই পর্য্যন্ত আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, যুবক নিস্তব্ধ হইয়া সেই সমস্ত ব্যাপার মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবতী স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করণানন্তর করযোড়ে কহিলেন, হে বীরেন্দ্র! এক্ষণে অনুগ্রহ প্রকাশে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।” বীরবর তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পপূর্ণ নেত্রে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে স্বীয় বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন; কহিলেন, “সুন্দরি! তবে শ্রবণ কর।”

সিন্ধু প্রদেশান্তর্গত ফুল্লারবিন্দু নগরে বীরেন্দ্রশেখর নামে মহাবল পরাক্রান্ত অতীব ধর্ম্মশীল বদান্যাগ্রগণ্য এক মহীপাল ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র; আমার নাম শশাঙ্ক-শেখর। পিতৃদেবের মৃত্যু সময়ে আমার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। জননী বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। শৈশবকালে পিতৃমাতৃবিহীন হওয়া সম্পূর্ণ দুরদৃষ্টের কারণ সন্দেহ নাই; সুতরাং শোক ও দুশ্চিন্তায় একান্ত অধীর হইয়া ধূলায় পড়িয়া বিলাপ ও

পরিতাপ করিতে লাগিলাম। হায়! আমি কি কঠিন প্রাণ; যে জননী দশমাস দশদিন অশেষ কষ্টে উদরে ধারণ করতঃ বিবিধ যত্নে লালনপালন করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, আমি শৈশবে একদিন শিশুগণ সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে গ্রামান্তরে গমন করিলে যিনি আমার অদর্শনে ব্যাকুলিতা হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণার্থ লোক সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা আমাকে দেখিতে না পাইয়া নিরাশ মনে প্রত্যাগত হইলে, যিনি হতাশ হইয়া আত্মঘাতিনী হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তৎকালে সহচরীগণ অনেক যত্নে তাঁহাকে সেই মরণাধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেও যিনি ভূপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আমি সন্ধ্যাকালে সহচরগণের সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইলে, মদীয় আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যিনি অন্তঃপুর হইতে উন্মাদিনীর ন্যায় আলুলায়িত কুন্তলে দ্রুত গমনে আসিয়া আমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নয়নজলে আমার দেহাভিষিক্ত হইয়াছিল, হায়! আমি এরূপ কৃতঘ্ন চণ্ডাল যে, সেই স্নেহময়ী জননীর চির অদর্শনেও প্রাণ ধারণ করিতেছি। আর সেই স্বর্গগত পিতৃদেবেরই বা স্নেহের কথা কি কহিব; বাল-স্বভাব-বশতঃ ধূলি-ধূসরিত দেহে ক্রীড়া করিতে করিতে সভামণ্ডপে গমন করিলে সিংহাসন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক আমাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করতঃ স্বীয় উত্তরীয় বসনে গাত্রধূলি মার্জ্জনা করিয়া স্নেহ-বিকশিত-নেত্রে বারম্বার অবলোকন করিতেন।

এক্ষণে সেই সকল স্মরণ করিয়া ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; বাসনা হইতেছে, এই দণ্ডেই পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সকল দুঃখের শান্তি লাভ করি।

ভূতলে পতিত হইয়া শোক-বিহ্বল-চিত্তে এই রূপ ও অন্যান্য নানাপ্রকার সকরুণ বাক্যে রোদন করিলে, প্রধান মন্ত্রী ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী অশেষবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক ধূলি হইতে উত্তোলন করিয়া উপদেশপূর্ণ বচনে আমাকে কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! এই সংসার অনিত্য; মানবগণ বৃথা সুখে আপনাদিগকে সুখী বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহার পর আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে যে, তাহারা এই মিথ্যাময় সংসারে মোহিত হইয়া মায়াপ্রভাবে অসত্যকে সত্য জ্ঞান করিতেছে; এই রূপ ভ্রমান্ধতা যে কি কারণে হয়, তাহা অবগত হওয়া দুষ্কর। যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান বিহীন, তাহার কোন কার্য্য জন্য ফল হয় না; সকলই মিথ্যা। যেমন দুর্ভাগ্য ব্যক্তি নিদ্রা-কালে স্বপ্নযোগে সৌভাগ্যশালী হইয়া হৃষ্টচিত্তে সুখ ভোগ করে, স্বীয় প্রকৃতাবস্থা তাহার কিছুই স্মরণ থাকে না; সেই রূপ জীবগণ চৈতন্যাবস্থায় থাকিয়াও ভ্রমবশতঃ আত্মদশা বিস্মরণ হইয়া উন্মত্তবৎ অলীক সুখের দিকে ধাবমান হয়। এই জগৎকাণ্ড যদি সত্য হইত, তবে দেহান্তর হইলেও মিলনের সম্ভাবনা থাকিত। দেখুন, সুধাংশু ও রবি প্রভৃতি গ্রহগণ, নক্ষত্র সকল ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণও যদি লয় পায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিগণের প্রতি

আস্থা কি? অতএব, হে রাজবংশধর! একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নিত্য নহে; তিনিই নিত্য, অক্ষয় ও অবিনশ্বর; তাঁহার প্রভাবই সত্য, আর যাবতীয় বস্তু ভ্রমমূলক মাত্র। এক্ষণে ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া ও সত্য জানিয়া মিথ্যাকে বিসর্জ্জন করতঃ শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ চিত্ত হউন।”

অমাত্যের এবম্প্রকার প্রবোধ বচনে আমার কথঞ্চিৎ শোকান্তর হইল। তখন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বেই পিতৃদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে শাস্ত্রবিৎ শিক্ষকগণের নিকট বিদ্যা শিক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিলাম; এক্ষণে যত্ন সহকারে সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শস্ত্র বিদ্যা, ব্যায়াম কৌশল, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যায় উত্তম রূপ সুশিক্ষিত হইলাম। তৎকালে আমি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলাম; সুতরাং মন্ত্রীবর সভাসদ্ ও আত্মীয়গণের সহিত যুক্তিস্থির করিয়া হেমপুর নিবাসী রাজা রুদ্র সেনের প্রভাবতী নাম্নী কন্যার সহিত মদীয় পরিণয়সম্বন্ধ স্থির করিলেন। নিয়মিত দিবসে মহা সমারোহে উদ্বাহ কার্য্য সমাধা হইলে স্ত্রী ও স্বগণ সহিত রাজধানী প্রত্যাগত হইলাম। পৌর ও জনপদবাসী সকলে নববধূ দর্শনে আনন্দিত হইয়া বিবিধ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক অশেষ প্রকার আমোদ আহ্লাদে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সম্বৎসর অতিবাহিত হইলে, মন্ত্রী মহাশয় আত্মীয় ও প্রজাবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া শুভদিন ও শুভলগ্নে আমাকে পৈতৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আমি অমাত্যের

উপদেশ মতে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের রক্ষণাবেক্ষণ ও ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। প্রভাবতী অশেষ গুণের গুণবতী ছিলেন; তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় এবং দেবভক্তি, গুরুজনের সম্মান ও আত্মীয়গণের পালন বিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ফলতঃ প্রভাবতী স্ত্রীরত্ন ও গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন; তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকেই এই সংসারের সার বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিতাম। কিয়দ্দিবসান্তে মহিষী গর্ব্ভবতী হইয়া যথাকালে সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র মুখ সন্দর্শন করিয়া আমি এককালে সুখ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। সুবর্ণ-রজত প্রভৃতি অর্থ, বিবিধ পট্টবস্ত্র ও ভূম্যাদি প্রদানে যাচকগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলাম। নগরের স্থানে স্থানে নৃত্য-গীত হইতে লাগিল। প্রজাবর্গের হর্ষধ্বনিতে ও রাজপুরুষগণের ঘোর জয়শব্দে রাজধানী পরিপূর্ণ হইল। নগরবাসীগণ স্ব স্ব গৃহদ্বারে রম্ভাতরু রোপণ ও বারিপূর্ণ কলস সংস্থাপন করতঃ বিচিত্র কুসুমমালায় প্রাসাদ সকল সুসজ্জিত করিল। ক্রমে ষণ্মাসাভ্যন্তরে শুভ দিন ও শুভ লগ্নে পুত্রের মুখে অন্ন প্রদান করিয়া তাহার চন্দ্রশেখর নাম রক্ষা করা হইল। এই রূপে পুত্র, কলত্র, অমাত্য, বন্ধু, বান্ধব ও প্রজাবর্গের সহিত নিরুদ্বেগে পরমানন্দে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু অদৃষ্টের ফলাফল ও সুখ দুঃখ নিয়তই কুলাল চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; এই

হতভাগ্যই তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল।” এই বলিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে নৃপ-নন্দিনীর বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন; তৎকালে শোকের আধিক্য প্রযুক্ত বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোকাবেগ সংবরণ ও করদ্বারা নয়নাম্বু মোচন করিয়া পুনরায় কহিলেন,—

“ভূপাল তনয়ে! শ্রবণ কর,

একদা পূর্ব্বাহ্নে সিংহাসনাসীন হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছি, এমত সময়ে অত্যুচ্চ-তূর্য্য-নিনাদ ও ঘোর রণ-ঢক্কা-ধ্বনি শ্রবণযুগলে প্রবিষ্ট হইল। অকস্মাৎ এবম্বিধ রণবাদ্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থগণসহ বিস্মিত হইয়া নিকটবর্ত্তী প্রহরীকে তাহার কারণ জানিবার আদেশ করিতেছি, এই কালে ঐ বাদ্যধ্বনির সহিত অসীম সৈন্যের কোলাহল, হস্তীর বৃংহিত ও অশ্বের হেষারব একত্রে মিলিত হওয়ায় ঘোরশব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই সেনাপতি জয়সিংহ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দ্রুতপদে সভাস্থলে উপনীত হইয়া ব্যাকুল বচনে কহিল, “মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! বৈজয়ন্ত নগরাধিপতি রণ-প্রতাপ বহুসংখ্যক সৈন্যসহিত অতর্কিত রূপে আসিয়া হঠাৎ আমাদিগের দুর্গ আক্রমণ করতঃ দুর্গস্থ অধিকাংশ সৈন্যের জীবন বিনষ্ট করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করায় শত্রুগণ নিরাপদে দুর্গাধিকার করিয়াছে। আমি কিম্বা অস্মদ্ পক্ষীয় সৈন্য সকল আমরা কেহই রণসজ্জায় সুসজ্জিত ছিলামনা; আর হঠাৎ যে এরূপ বিপদ ঘটিবেক,

তাহারও সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং অসতর্কেই অবস্থান করিতেছিলাম। আমি পরিশেষে কতিপয় সৈন্যের সাহায্যে বিপক্ষ পক্ষীয়ের সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া রিপু পক্ষের আনুমানিক পঞ্চাশৎ যোদ্ধার জীবন বিনাশ করিয়াছি। কিন্তু সেই অগণনীয় শত্রুসৈন্য জয় করা একের দ্বারা কোন রূপেই সম্ভব নহে; এ সংগ্রামে আত্ম জীবন বিসর্জ্জন করা ব্যতীত তিলার্দ্ধ জয়ের আশা নাই; অতএব আর যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র, মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দিয়া কৌশলে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি; এক্ষণে আপনি আর কিঞ্চিম্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া আত্ম রক্ষায় যত্নবান হউন। ঐ শুনুন, বিধর্ম্মী বিপক্ষগণ ঘোর শব্দে জয়ধ্বনি করিতে করিতে চতুরঙ্গিনী সেনাসহ নগর প্রবেশ করিতেছে; অবিলম্বেই রাজপুরী আক্রমণ করিবেক; এক্ষণে আর রক্ষা হইবার উপায় নাই; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া আমার সমভিব্যাহারে আগমন করুন। আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষী ও কুমারকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি।" এই বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইল।

অকস্মাৎ অশনি তুল্য বিপদের কথা শ্রবণ গোচর করিয়া এককালে সংজ্ঞাশূন্য জড়ের ন্যায় হইলাম। তদবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। মোহ মোচন হইলে, চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম যে, নিকটে জনপ্রাণী কেহই নাই; তৎকালে শত্রুবল বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতেছে। বিপক্ষ পক্ষের জয়ধ্বনি ও

নগরবাসীগণের ঘোর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া শোক দুঃখে বিমোহিত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তথায় পরিচারিকাগণ, কি মহিষী, কি কুমার, কি অন্যান্য পুরবাসিণীগণ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন সাতিশয় ব্যাকুল মনে বারম্বার আহ্বান ও প্রত্যেক কক্ষ অন্বেষণ করিয়াও জন প্রাণীর অবস্থানের চিহ্ন মাত্র না পাইয়া মনোমধ্যে স্থির করিলাম যে, শত্রুদল এখন পর্য্যন্ত এ স্থানে আইসে নাই; অতএব তৎকর্ত্তৃক তাহাদিগের কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; বোধ করি, মহিষী পুত্রের সহিত সেনাপতি জয় সিংহের অনুগামিনী হইয়া থাকিবেন; অতএব নগর প্রান্তে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই দর্শন প্রাপ্ত হইব। এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম; কিন্তু তৎকালের হৃদয়ের গতি যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা অবশ্যই অনুভব করিতেছ। এবম্প্রকার নানা-বিধ চিন্তা করিতেছি; এই কালে বিপক্ষগণ ভীমনাদে গর্জ্জন করতঃ অন্তঃপুরের দ্বার সকল ভগ্ন করিতে লাগিল; দেখিয়া ত্রাসিত চিত্তে সশস্ত্র গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক অরণ্যা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। অনন্তর বহুস্থানে প্রাণাধিক পুত্র এবং মহিষীর অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কোন স্থানেই তাহাদের আরপুনর্দ্দর্শন পাইলাম না। হে ভূপাল-তনয়ে! সেই হইতেই এই হতভাগ্য কেবল স্ত্রী পুত্রের চির-বিচ্ছেদ হুতাশনে অহরহঃ দগ্ধ হইয়া ঘৃণিত দেহভার বহন করিতেছে; আর অধিক কি বলিব, আমার তুল্য হতভাগ্য আর অবনী

মধ্যে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই মন্দভাগ্যের ভাগ্যমূলে বিধাতা যে কত কষ্ট লিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু বিধাতারই বা দোষ কি? জীবগণ আত্মকৃত কর্ম্ম সকলের শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে; আমিও সেই আত্মকৃত দুষ্কার্য্যের ফল ভোগ করিতেছি।” এই বলিতে বলিতে শোকাবেগে অধৈর্য্য হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথঞ্চিৎ দুঃখাবেগ সংবরণ এবং নয়নবারি বিমোচন করতঃ শোক-বিকম্পিত স্বরে কহিলেন, “হে রাজাত্মজে! আমি সেই হইতেই সমস্ত আশা ভরসায় বিসর্জ্জন দিয়া, জনশূন্য অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি; একদিন এক স্থানে থাকিতে পারি না; সর্ব্বদা ব্যাকুল মনে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া থাকি এবং নিখিল ভুবন পালক ভূত-ভাবন ভগবান ত্রৈলোক্য-নাথের চরণ চিন্তা করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর যন্ত্রণা সহিষ্ণু পাপ জীবন ধারণ করিতেছি। এই শত্রু বিপ্লব সময়ে চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র।”

মহীপতি এই রূপ আত্ম বিবরণ বর্ণন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে নৃপকুমারী শশিকলা দুঃখিত মনে বিবিধ প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া সরসী হইতে স্বীয় বসনাঞ্চল ভিজাইয়া বারি আনয়ন করতঃ তাঁহার মুখ মণ্ডলে প্রদান করিলে, মহীশ্বর কিঞ্চিৎ সুস্থ চিত্ত হইলেন। তৎপরে রাজনন্দিনী বিনীত ও মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, “রাজন! শোক পরিত্যাগ করুন।

শুভাশুভ এই দুইটীর বশবর্ত্তী হইয়া জীবগণ এই বিশাল বিশ্বসংসারে অবস্থান করিতেছেন; সুখান্তে দুঃখ, দুঃখান্তে সুখ, অবশ্যই ঘটিয়া থাকে; ইহাই বিধাতার বিধি; জ্ঞানীগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হন না। কালের বিচিত্র গতি; তদ্দারা কখন শুভ, কখন বা অশুভ ফল ফলিয়া থাকে; ইহাতে সন্তাপিত হওয়া বিধেয় নহে। আপনার শুভ কাল উদয় হইলে অবশ্যই তদনুযায়ী ফল লাভ করিবেন; অতএব এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।” এবম্প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রায় দশ দণ্ড। মহীরুহগণ পরস্পর সংলগ্ন; তমাল কপিত্থ প্রভৃতি আরণ্য বিটপী সকলের পত্রাচ্ছাদনে বনস্থল ঘনজালের ন্যায় বোধ হইতেছে। বর্ত্ম সকল নয়নের অদৃশ্য। হিংস্র জন্তুগণ আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতাদি দলিত হইতেছে। মত্তগজ সকল বারুণিগণের সহিত বিলাস আশয়ে উন্মত্তবৎ হইয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে ও মৃণালিনীর মৃণাল সকল অঙ্গে জড়িত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতেছে। পক্ষিগণ নিশাপ্রভাবে দর্শনশক্তিশূন্য হইয়া স্ব স্ব রমণীর সহিত চঞ্চুপুটে চঞ্চু প্রদান করতঃ আপনাপন কুলায়ে যামিনী যাপন করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে অনিল সঞ্চালনে বৃক্ষ সকলের শুষ্ক পত্রাদি পতন হেতু এক এক বার অতি ক্ষীণ শব্দ সমুদ্ভূত হইতেছে। ঐ সময়ে খদ্যোত মালায় (নক্ষত্র মালায় সুশোভিত আকাশ মার্গের ন্যায়) বনস্থল প্রদীপ্ত হইতেছিল।

ক্ষণে ক্ষণে বায়ু-বিভিন্ন দ্রুমকর-পল্লবাভ্যন্তর হইতে হিমাংশু কিরণ দর্শনে কাদম্বিনী বিনিঃসৃত বিদ্যুদ্বৎ ভ্রান্তি হইতেছে। কোন কোন তরু জ্যোতির্জ্জালে মণ্ডিত ও হীরক তরুসম সুশোভিত; কোন কোন তরুশিরস্থ সুকোমল নবীন পত্রচয়ে সুধাকরের করস্পর্শ হওয়ায় হৃদানন্দ প্রদায়িণী শোভা দৃষ্টি পথের পথিক হইতেছে। ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত নিস্পন্দ জটিল তাপসদিগের প্রেমাশ্রু বর্ষণের ন্যায় মুকুলিত বৃক্ষ সকল অবনত মস্তকে শিশির বিন্দু বর্ষণ করিতেছে। নক্ষত্রগণও শশধর প্রতিবিম্বিত সরসী যেন দ্বিতীয় আকাশ মণ্ডল বোধ হইতেছে। বনরাজি মধ্যে শুভ্র কাঞ্চন পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন কৃষ্ণ সাগর হইতে রৌপ্য শিখর উত্থিত হইয়াছে।

এই রূপ প্রকৃতি শোভা অবলোকন করিয়া রাজকুমারী বিনয় বাক্যে কহিলেন, "মহাত্মন্! যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রিতার একটী কথা রক্ষা করেন, তাহা হইলে পরম সৌভাগ্য স্বীকার করি। এই ভয়াবহ নিশীথে শ্বাপদ-সঙ্কুল নির্জ্জন অরণ্যে অবস্থান করিলে সম্পূর্ণই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; অতএব, কৃপা করিয়া অধিনীর আবাস দৈত্য নির্দ্দিষ্ট পুরীতে শুভাগমন পূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করুন।" অবনীপাল নৃপবালার বাক্যাবসানে হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও তোমার নিকট আত্ম বিবরণ সকল বর্ণনাবধি মদীয় মনোবেদনার অনেক লাঘব হইয়াছে এবং তোমার সুধামাখা বচন সকল শ্রবণ করিয়া

পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। হে সুশীলে! তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ করিব; চল, তোমার অনুগমন করিতেছি।" ভূপালনন্দিনী এবম্প্রকার বচন শ্রবণে পরমাহ্লাদিতা হইয়া মহীপালকে সমভিব্যাহারে লইয়া সলিলাভ্যন্তরীয় সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নরপতি সবিস্ময় মনে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, সোপান শ্রেণীর উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে ফণি-মণি সংস্থাপন থাকায় তৎপ্রভায় অন্ধকার অন্তর্হিত এবং মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যোদয়ের ন্যায় আলোকময় হইয়াছে। ক্রমে উভয়ে সোপান হইতে অবতীর্ণ হইয়া লৌহদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর একটী সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে নৃপতির উপবেশন জন্য আসন প্রদান করিয়া পার্থিব সুতা অন্য কক্ষ হইতে সুবর্ণ ভৃঙ্গারে সুশীতল বারি আনয়ন করিলে, ভুস্বামী হস্ত পদ ধৌত ও মুখ প্রক্ষালন করণানন্তর কটিবন্ধ হইতে কোষাবদ্ধ অসি ও বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজবালা প্রদত্ত বসন পরিধান করিয়া আসনোপরি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর রাজনন্দিনীর আনীত নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য ইচ্ছামত ভোজন ও জল পান করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিলেন। অপিচ তন্নির্দ্দিষ্ট হেমপর্য্যঙ্কোপরি ধবল শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার ক্রোড়গত হইলেন; মহীশ্বর দুহিতাও অন্য কক্ষে স্বীয় শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখে ত্রিযামা অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে উভয়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যথা বিহিত

প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করতঃ নৃপাল শশিকলাকে কহিলেন, "অয়ি বরবর্ণিনি! তোমার সরলতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে ত্বদীয় কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব বল? যদি ইচ্ছা হয়, আমার সমভিব্যাহারে আইস, আমি তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে রাখিয়া অভিপ্রেত স্থানে গমন করিব। হে সধর্ম্ম-প্রতিপালিকে! তোমার উপকারার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত নহি; এক্ষণে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত কর।"

অবনীনাথের অমৃতময় বচন শ্রবণে অবনীনাথ-নন্দিনী করযোড়ে সজল-লোচনে কহিতে লাগিলেন, "ধরণীপতে! আপনি স্বভাবসিদ্ধ মহদ্‌গুণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মদীয় অভিলাষানুরূপ বর প্রদানে কৃতার্থ করুন। হে পার্থিব! আমি অনূঢ়া; আমার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই; এখন যদি এই অবস্থাতেই পিত্রালয় গমন করি, তাহা হইলে জন সমাজে আমার চরিত্র বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান হইয়া অশেষবিধ দোষারোপ ও কলঙ্ক রটনা করিবেক, সন্দেহ নাই; সুতরাং পিতাকেও সমূহ লজ্জিত হইতে হইবেক। আমার চরিত্র বিশুদ্ধ কি না, তাহা ঈশ্বরই জানেন; আর আপনিও আমার মনোগত ভাব সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছেন। যদি আমাকে শুদ্ধাচারিণী বোধ করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় পাণিগ্রহণ করুন; পরিণীতা হইয়া আপনার সহিত গমন করিলে কেহই কোন কথা বলিতে পারিবেক না। হে নরেন্দ্র! অধিনীর এই মনোরথ সফল করুন। আমি দাসী হইয়া ভবদীয় যুগল চরণ বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষায়

কাল যাপন করিব ; পিতাও আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইবেন এবং আপনার মহিষী ও তনয়ের অন্বেষণে দূত সকল প্রেরণ করিবেন ; তাহা হইলে আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবেক ; এক্ষণে সম্যক্ বিবেচনা করিয়া আশ্রিতার প্রতি বিহিতাদেশ প্রদান করুন।”

রাজকন্যার এবম্বিধ * বিনীত বচন শ্রবণ করিয়া, রাজা শশাঙ্কশেখর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, বিপদকালে নিরাশ্রয় থাকা কর্ত্তব্য নয়। পূর্ব্বে নিষধরাজ্যেশ্বর বীরসেন-কুমার মহাত্মা নল-রাজা দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ রাজ্যচ্যুত হইয়া মহিষীসহ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক গ্রহচক্রে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও শোক দুঃখে বিমোহিত হইয়া নিবিড় কান্তার মধ্যে কান্তারে পরিত্যাগ করিয়া কোশলাধিপতি ঋতুপর্ণের, প্রয়াগ দেশাধিপতি শ্রীবৎস মহীপতি গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ সস্ত্রীক বনগামী হইয়া কাষ্ঠ-জীবীগণের, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন জন্য জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনগামী হইয়া পঞ্চবটী কাননে অবস্থান কালে দুর্ব্বৃত্ত রক্ষোরাজ দশানন কর্ত্তৃক সীতাপহৃত হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন জন্য ঋক্ষ-রাজের ও ইন্দ্রপ্রস্থাধিশ্বর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনগমন করতঃ বিরাট রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার ভূপতিগণ বিপদে পড়িয়াও সহায় গুণে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ; অতএব বিপদগ্রস্ত হইয়া আমারও এক্ষণে নিরাশ্রয়ে থাকা

উচিত নহে। মনোমধ্যে এই রূপ স্থির করিয়া নৃপতনয়াকে কহিলেন, “অয়ি গুণশীলে! আমি তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। হে প্রেয়সি! তোমার ন্যায় সাধুশীলা ও গুণবতী স্ত্রীরত্নকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হওয়া পরম সৌভাগ্যকর, তাহাতে সন্দেহ নাই; অতএব তোমার পাণিগ্রহণে আমার আর কিছুমাত্র আপত্তি নাই।”

শশিকলা শশাঙ্কশেখরের বচন শ্রবণে আনন্দাম্বুধিনীরে ভাসমানা হইয়া কহিলেন, “জীবিতেশ্বর! আমি কি আপনার প্রেয়সী? বিধাতা কি এমন দিন প্রদান করিবেন যে, আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইব? বামন শশীধারণ করিতে ও পঙ্গু সাগর লঙ্ঘন করিতে যেরূপ আশা করে, আমার আশাও তদ্রূপ হইতেছে।” এই বলিয়া স্বীয় গলদেশ হইতে একাবলীমালা উন্মোচন করিয়া নরপতির গলদেশে প্রদান করিলেন; রাজাও স্বীয় অঙ্গুলি হইতে মাণিক্য-অঙ্গুরীয় মোচন করিয়া রাজবালার কোমলকরাঙ্গুলিতে যুক্ত করিয়া দিলেন। এই প্রকারে উভয়ে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণীত হইয়া পরম সুখে পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত করিলেন।

একদা পৃথ্বিপতি রাজবালাকে কহিলেন, “প্রিয়ে! আর এই জন শূন্য দুর্গম স্থানে অবস্থান করিবার আবশ্যক নাই; চল, আমরা তোমার পিত্রালয়ে গমন করি।” রাজ্ঞী কহিলেন, “নাথ! আপনার যাহা অভিরুচি, আমি তাহাতে সম্মত আছি; কিন্তু এই স্থানে দানব-সঞ্চিত বহু রত্ন ও সুবর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল আছে; সেই সমস্ত

কি প্রকারে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন তাহার উপায় বিধান করুন।”

নৃপাল কহিলেন, “প্রিয়ে! এক্ষণে ঐ সকল অর্থ এই স্থানেই থাক; কেবল আমাদিগের পাথেয় উপযুক্ত সুবর্ণ লইয়া গমন করিব।” এই বলিয়া অল্প পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করণানন্তর কটি-বন্ধে অসি ধারণ করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করতঃ সস্ত্রীক পুরী হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর লৌহচাবী দ্বারা বহির্ভাগ আবদ্ধ করিয়া সোপান শ্রেণী অতিবাহিত পূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিলেন। তৎপরে সরসীর অগাধ জল উত্তীর্ণ হইয়া তটস্থ কাননে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহারা সানন্দ মনে পদব্রজে গমন করিতে করিতে ঘোরারণ্য, আকাশভেদী ভূধর ও নির্ঝরিণী সকল অতিক্রম করিয়া প্রদোষকালে এক জন-পদে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে সঞ্চিতার্থ দ্বারা দুই খানি শিবিকা ও বাহক সকল এবং একজন দাস ও একটী দাসী সংগ্রহ করণানন্তর শিবিকা আরোহণে সুবর্ণপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকার ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া সপ্তদশ দিবসের মধ্যাহ্নে রাজধানী প্রবেশ পূর্ব্বক সেই দিবস পান্থ নিবাসে অবস্থান করিয়া প্রত্যূষে রাজপুরী উদ্দেশে চলিলেন।

বেলা ছয় দণ্ড। রাজপথ জনতায় পরিপূর্ণ। শত শত ব্যক্তি স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ কার্য্য সমাধার্থ অভিপ্রেত স্থানে গমনাগমন করিতেছে। বিক্রেতাগণ নানাবিধ দ্রব্যের

ভার সকল বহন করিয়া বিক্রয়ার্থ পণ্যবীথিকায় যাইতেছে। নগর বাসী এবং রাজধানী প্রবাসী ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ও প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী সকলে বিবিধ বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া কেহ দ্ব্যশ্ব, কেহ একাশ্ব, কেহ চতুশ্চক্র, কেহ দ্বিচক্র যানে, কেহ বা অত্যুত্তম সুসজ্জিত অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেছে। তুরঙ্গমগণ বক্রগ্রীব হইয়া সতেজে প্রোথরব এবং কেহ বা হ্রেষারব ও ক্ষিপ্তপাদ বিক্ষেপে রক্ষককে ঘর্ম্মাক্ত করিতেছে। নগর বাসিনী ললনাগণ কেহ মৃন্ময়, কেহবা ধাতুময় কুম্ভ কক্ষে লইয়া স্নানার্থ সরোবরাভিমুখে গমন করায়, তাহাদিগের অপূর্ব্ব ভূষণ ধ্বনি শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট হইতেছে। রাজবাটীর প্রাসাদোপরি প্রহরীগণের অসি ও বর্যাফলকে নির্ম্মল সূর্য্য রশ্মি পতিত হওয়ায় ঐ সকল যেন সহস্র সহস্র হীরকে খচিত বোধ হইতেছে। সভ্যগণে রাজসভা পরিপূর্ণ; শান্তিরক্ষক প্রহরীরা বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া সতর্কতাপূর্ব্বক সভার রক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। রাজা জীমূতবাহন সিংহাসনাসীন হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। এই কালে দূরাগত বাহকদিগের অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে ঐ শব্দটী রাজ সভার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তৎপরেই একখানি শিবিকা সভাসম্মুখে নামাইয়া বাহকগণ কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মান হইল। তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী শিবিকাখানি অন্তঃপুরাভিমুখে লইয়া গমন করিল। এতদবলোকনে নরপতি সভ্যমণ্ডলী

সহ বিস্ময়চিত্ত হইয়া সভাতলস্থ শিবিকার প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। অনন্তর শিবিকা হইতে একজন সশস্ত্র যুবাপুরুষ সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক সভ্যগণকে সংবর্দ্ধনা করিয়া মহীপালকে প্রণাম করতঃ দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা প্রতিনমস্কার ও সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ করিলে, আগন্তুক যথোপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহারাজের ইঙ্গিতক্রমে রাজমন্ত্রী বিনয়পূর্ণ বচনে আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনার নাম, ধাম এবং আগমনের কারণ সবিস্তারে বর্ণন করিয়া আমাদিগের চিত্ত-সংশয় দূর করুন।"

আগন্তুক অমাত্যের বাক্য শ্রবন করিয়া স্বীয় নাম, ধাম এবং দৈবদুর্ব্বিপাকে কানন বাস প্রভৃতি দুর্ঘটনা আদ্যন্ত বর্ণন করিয়া রাজকুমারী শশিকলা সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ যথাযথ জ্ঞাপন করিলেন। এতচ্ছ্রবণে সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইলেন; নৃপতি অসীম আনন্দিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু-পূর্ণ-লোচনে তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। রাজা শশাঙ্কশেখরও ভক্তিপূর্ব্বক অবনী-নাথের পাদ-স্পর্শ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন। অপর শিবিকাখানি অন্তঃপুর দ্বারে সংস্থাপিত হইল; তদ্দর্শনে পরিচারিকাগণ বিস্ময়মনে দ্রুতপদে শিবিকার নিকটস্থ হইলে, শশিকলা যান হইতে অবতরণ করিলেন। সখীগণ রাজকুমারীকে নয়ন গোচর করিয়া অপার আনন্দ সাগরে

নিমগ্না হইল এবং একজন দ্রুতগতি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ্ঞীকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিল। মহিষী এই অসম্ভবনীয় আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া উন্মত্তা-প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে তনয়ার নিকট গমন করিলেন। সংবৎসরান্তে গিরিরাজমোহিনী জগজ্জননী কাত্যায়নীকে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিতেন, এক্ষণে নৃপমোহিনীও এক বৎসর পরে হারান কন্যা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ততোধিক হর্ষান্বিতা হইলেন। তিনি অবিরলধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দুহিতার বদনাম্বুজ চুম্বন করিয়া তাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন; শশিকলাও পূর্ব্ব দুঃখ স্মরণ করিয়া নয়ন জলে জননীর দেহাভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করণানন্তর উভয়ে উভয়ের নয়নজল উন্মোচন করিলেন। অনন্তর নৃপজায়া কন্যার করধারণ পূর্ব্বক পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্ব সহচরীগণ রাজবালার নিকট আগমন করিলে, নৃপসুতা সখীগণের গলদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সখিগণ নৃপকুমারীর নয়নাম্বু মোচন করতঃ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পুরন্ধ্রিগণ সানন্দমনে রাজনন্দিনীর সমীপে সমাগত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণপুরাধিশ্বরী কন্যাকে আপন উৎসঙ্গোপরি বসাইয়া মধুর বচনে কহিলেন, "বৎসে! বল, এতদিন এই দুর্ভাগিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় ছিলে; আমি তোমাকে হারাইয়া সংবৎসর কাল নিয়ত নয়নাম্বু বিসর্জ্জন করিয়া

অন্ধপ্রায় হইয়াছি। মহারাজও শোক-দুঃখে অধীর হইয়া তোমার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দূত সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহারা কোন স্থানেই তোমার অনুসন্ধান না পাইয়া প্রত্যাগত হওনাবধি নিরাশমনে নিরন্তর রোদন করিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন। বৎসে! ঐ শুন সভাভঙ্গ সূচক ভেরীধ্বনি হইল; বোধ করি মহারাজ সম্বাদ পাইয়া তোমাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে আসিতেছেন।” এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে ভূপাল জামাতাসহ তথায় উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে শশিকলা রোদন করিতে করিতে পিতার চরণতলে পতিত হইয়া নেত্রনীরে পাদ-যুগলাভিষিক্ত করিলেন। মহীপতি অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় দুহিতার করকমল ধারণ করিয়া ভূতল হইতে উত্তোলন করতঃ সস্নেহ-বাক্যে সান্ত্বনা করণানন্তর আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহিষীকে কহিলেন, “প্রিয়ে! যাঁহার প্রভাবে অদ্য আমরা অতুলানন্দানুভব করিতেছি এবং যাঁহার ভুজবলে প্রাণাধিকা শশিকলার জীবন রক্ষা ও উদ্ধার-সাধন হইয়াছে, তোমার জামাতা সেই সর্ব্ব গুণাকর সম্রাট শশাঙ্কশেখর সম্মুখে দণ্ডায়মান; একবার অবলোকন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন কর।” এই বলিয়া শশিকলা সম্বন্ধীয় শ্রুত বৃত্তান্ত আদ্যন্ত মহিষীর কর্ণগোচর করিলেন। অপিচ রাজা শশাঙ্কশেখর শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর পদে প্রণত হইলে, রাজ্ঞী তাঁহাকে অশেষবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া আনন্দ সিন্ধু সলিলে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

আহা! অদ্য কি শুভ দিন! রাজা, রাণী ও অন্যান্য বান্ধব সকলে হৃষ্টান্তঃকরণে মহা মহোৎসবে দিবসাতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাতে রাজা জীমূতবাহন জামাতা ও কন্যার মঙ্গলার্থ অনাথদিগকে অকাতরে অপরিমিত অর্থদান করিলেন। নগরের স্থানে স্থানে নৃত্য-গীতাদি হইতে লাগিল। বাদ্য শব্দে ও আনন্দ কোলাহলে রাজপুরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এবম্প্রকার আনন্দোৎসবে একমাস অতিবাহিত হইল।

সচ্ছন্দ বিহারী বনচারী বিহগকে হেমপিঞ্জরে রক্ষা করিয়া রাজ ভোজ্য আহার করাইলেও যেমন তাহার মনে শান্তি সঞ্চার হয় না, দুর্গম অরণ্যই তাহার সুখের নিদান বলিয়া বোধ হয়; তদ্রূপ রাজা শশাঙ্কশেখর এই একমাস কাল রাজ ভবনে পরম সুখে অবস্থান করিয়াও স্ত্রী পুত্রের নিরুদ্দেশ জনিত শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া নিয়ত নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক অশান্ত চিত্তে রোদন করিতেন। এক দিন মহারাজের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, রাজা জীমূতবাহন শোকার্ত্তচিত্তে তাঁহার স্ত্রী পুত্রের অন্বেষণার্থ অশ্বারোহী দূত সকল প্রেরণ করিয়া অশেষবিধ আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি দুর্ব্বিসহ মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিয়া এককালে বিষাদ সলিলে সন্তরণপূর্ব্বক সর্ব্বদা মনোবেদনায় কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে সপ্তম বর্ষ অতীত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্য কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী ; ত্রিযামার্দ্ধ সময়ে এক ভয়াবহ দুর্গম বিপিনাভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতেছিলাম। তৎকালে গগণমার্গে ঘনশ্রেণী প্রাদুর্ভূত হইয়া ঘোররবে নিনাদ করতঃ অল্প অল্প বারি বর্ষণ করিতেছিল। তৎসঙ্গে প্রবলবেগে অনিল সঞ্চালনে বৃক্ষাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সকল চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত জন্য একপ্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছিল। ঐ সময়ে বন্য জন্তুগণের বিকট রবে অরণ্যানীপূর্ণ হইয়া উঠিল। পাদপ মণ্ডলী তিমির-জালে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় ভীষণাকার ধারণ করিয়া দর্শকের মনে ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে কাননস্থল করাল কৃতান্তের ক্রীড়া ভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এমন সময়ে হঠাৎ মনুষ্যের সুস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ গোচর হইল। পাঠক মহাশয়! এই ভয়ঙ্কর নিশীথ সময়ে বন-মধ্যে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিলে অবশ্যই বিস্মিত হইতে পারেন। তাইত! এ কি দস্যুদিগের কণ্ঠধ্বনি! না ; দস্যু হইলে এরূপ নির্জ্জন বন প্রদেশে অবস্থান করিবার কারণ

কি? তাহারাত নিশাকালে সাধারণের গমনাগমন পথের নিকটবর্ত্তী গুপ্তস্থলে থাকিয়া পথিকগণের আগমনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করে; তবে উঁহারা কি পথিক? ভ্রমক্রমে পথ ভুলিয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশাকালে এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছে; না; সামান্য পথিক হইলে এ সময়ে কখনই ওরূপ নির্ভয় চিত্তে কথা কহিতে পারিত না। তবে বোধ করি উঁহারা উদাসীন কি সন্ন্যাসী হইবেন; না, তাহা হইলে অবশ্যই সন্নিকটে অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতেন। তবে কি উঁহারা বীর পুরুষ? কোন অভিপ্রেত কার্য্য সাধনোদ্দেশে স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া অদ্য এই স্থানে যামিনী যাপন করিতেছেন? এই বার নিশ্চয় অনুভব হইয়াছে, উঁহারা বীরপুরুষই বটেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে জলধর অন্তর্হিত হইয়াছে; নক্ষত্রগণ গগণপথে উদিত হওয়ায় কাননের অন্ধকার হ্রাস হইয়াছে; সমীরণ বন্যকুসুম সকলের সুগন্ধ বহন করিয়া মৃদু মৃদু সঞ্চালনে বনবাসী তপস্বীগণের হৃদয়ানন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এই কালে একপ্রকার শুভ্র রশ্মি বিনির্গত হওয়াতে প্রকৃতি সতী অন্ধকারাদি সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে গিরিগহ্বরে ধাবিত হইলেন। এদিকে ভগবান কুমুদিনী-কান্ত স্বীয় নায়িকাকে মুকুলিত নেত্রে রোদন করিতে দেখিয়া স্নেহবিকসিত লোচনে প্রকাশমান হইয়া উঠিলেন; তদ্দর্শনে কুমুদিনী সতী পতিপ্রেম-সুধারস-পানাশয়ে আনন্দে বিকসিত হইলেন।

এক সুদীর্ঘ মহীরুহ-শাখোপরি দুইটী অল্প বয়স্ক যুবা-পুরুষ বিষণ্ন মনে অবস্থান করিতেছেন। পাদপ মূলে দুইটী সুসজ্জিত অশ্ব বদ্ধ আছে। পাঠক! যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; ঐ দেখুন, উহাঁরা বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত; উহাঁদিগের কটিবন্ধে নির্ম্মল অস্ত্রকোষ, তন্মধ্যে দীর্ঘ অসি লম্বমান হইয়া ঝুলিতেছে; মস্তকোপরি উষ্ণীষ; তাহা হীরকখণ্ডে খচিত থাকায় যেন জ্যোতির্জ্জালে সমাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে। যুবকদ্বয় পরস্পর যে সকল কথোপকথন করিতেছিলেন, পাঠক মহাশয়কে তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করিতে হইবেক।

প্রথম যুবক কহিলেন, "সখে! তবে কি রাজকুমারী কমল-মঞ্জরী যথার্থই আপনার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছেন?"

দ্বিতীয় যুবক। "ইহা সম্পূর্ণই অনুভব হয় বটে।"

প্র, যু। "কি প্রকারে অনুভব করিলেন?"

দ্বি, যু। "মহারাজ আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করায় অন্তঃপুর প্রভৃতি কোন স্থানে আমার যাইতে নিষেধ নাই; এজন্য কার্য্য বশতঃ কখন কখন অন্তঃপুরে গমন করিলে রাজবালা ঈষৎ কটাক্ষনেত্রে আমার প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করেন এবং হাস্যাদি বিবিধপ্রকার প্রণয়সূচক অনঙ্গবিলাস প্রকাশ ও প্রেম পরিপূর্ণ সুধাময় বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, এই সকল কারণেই বুঝিতে পারিয়াছি।"

প্র, যু। সখে! আপনিও কি রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন?"

দ্বি, যু। "হাঁ, আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসি।"

প্র, যু। "তবে কেন স্ব স্ব অভিপ্রায় মহারাজ ও মহিষীর নিকট প্রকাশ করিয়া পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করেন নাই?"

দ্বি. যু। "পরিণয় বিষয়ে মহারাজেরও সম্পূর্ণ মত আছে।"

প্র, যু। "কি প্রকারে জানিলেন?"

দ্বি, যু। "আমি এক দিবস কার্য্যোপলক্ষে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া দেখিলাম যে, মহারাজ ভোজনে বসিয়াছেন; অগত্যা পার্শ্বগৃহে তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সময় আমার নাম সম্বলিত কথাবার্ত্তা হইতেছে শুনিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলাম। মহারাণী কহিলেন, 'আমি চন্দ্রশেখরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ সে পরম রূপবান, গুণবান ও মহাবাহুবলশালী; তাহার সহিত যে কমল-মঞ্জরীর বিবাহ দিব, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে; এ কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। আরও দেখুন, কমল-মঞ্জরী বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে; আমি বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, চন্দ্রশেখরের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগও জন্মিয়াছে; চন্দ্রশেখর কোন কার্য্য বশতঃ অন্তঃপুরে আগমন করিলে, উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রীতি-নেত্রে বারম্বার দৃষ্টিপাত এবং প্রণয়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে; ইহা যে উভয়েরই বিশেষ অনুরাগের চিহ্ন,

তাহাতে আর সন্দেহ কি। তাই বল্‌'ছি এক্ষণে শীঘ্র যাহাতে উঁহাদের পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহার উদ্যোগ করুন।' মহীপতি কহিলেন, 'আমি পূর্ব্ব হইতেই ঐ রূপ স্থির করিয়াছি; এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় অবগত হইলাম; অতএব সত্বরেই মনোগত শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন করিব।"

প্র, যু। "তবে এতদিন সে কার্য্য সমাধান না হইবার কারণ কি?"

দ্বি, যু। "মহারাজ এ কথা আমাকে দুই তিন বার বলিয়াছিলেন; আমি মানসিক অসুখী থাকা নিবন্ধন সম্মত হই নাই বলিয়াই সম্পন্ন হয় নাই।"

প্র, যু। "মিত্র! কল্য আমাকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, সেই সকল গুপ্ত কথা কাহার প্রমুখাৎ শুনিলেন?"

দ্বি, যু। "আপনার পিতা, মহাত্মা মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।"

প্র, যু। "তিনি ঐ সকল গুহ্য কথা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?"

দ্বি, যু। "তিনি সেই সমস্ত বিবরণ একজন সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছিলেন।"

এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সজললোচন ও গদ্‌গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কি নরাধম; সেই হৃদয়বিদারক কথা শ্রবণ করিয়া এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত

ভাবে কাল হরণ করিতেছি। সখে! বলিব কি, যে অবধি সেই সকল কথা শ্রবণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই অবধি যে কত মনোকষ্টে কাল হরণ করিতেছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন।”

প্র, যু। “সখে! সেই সকল হৃদয়বিদারক কথা শ্রবণ করিয়া এতদিন আমাকে বলেন নাই কেন?”

দ্বি, যু। “দাক্ষিণাত্যে শত্রুবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সসৈন্যে গমন করিয়া বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ পূর্ব্বক রাজধানী প্রত্যাগমন করণানন্তর বহুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আপনার নিকট বলিতে সাবকাশ পাই নাই।”

প্র, যু। “মিত্র! আপনি মহারাজের নিকট কি বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন?”

দ্বি, যু। “আমি আপনারই যুক্তিমতে মহারাজকে কহিলাম, প্রভো! এ দাস কোন অভীষ্ট কার্য্য সাধনার্থ সহচর বন্ধুর সহিত দেশ ভ্রমণে গমন করিবেক ও সংবৎসর মধ্যেই প্রত্যাগত হইয়া ভবদীয় শ্রীচরণ সন্দর্শনে কৃতার্থ হইবেক; এক্ষণে প্রসন্ন মনে অনুমতি প্রদান করুন।” মহীপতি আমার প্রার্থনায় বিনা আপত্তিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার আদেশ লাভে আনন্দিত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে গমন পূর্ব্বক বিবিধ প্রবোধ বাক্যে রাজনন্দিনীকে সান্ত্বনা করিয়া ও তন্নিকটে বিদায় লইয়া, আপনার সহিত একত্রে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রাজধানী হইতে নির্গত হইয়াছি।”

প্র, যু। "আমিও পিতার নিকট ঐ রূপ বলিয়া বিদায় লইয়া আপনার অনুগামী হইয়াছি।"

অনন্তর কথোপকথনে বিরত হইয়া দুঃখিত চিত্তে উভয়েই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

পাঠক মহাশয়! ইহাঁরা কে, বোধ করি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; অতএব শ্রবণ করুন। প্রথম যুবকটী হিরণ্য-নগরাধিপতি রাজা কমলাকরের মন্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রীর পুত্র; নাম গুণাধার শাস্ত্রী। দ্বিতীয় যুবক আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত সম্রাট শশাঙ্কশেখরের পুত্র যুবরাজ চন্দ্রশেখর; অধুনা হিরণ্য নগরাধীশ্বরের প্রতিপালিত ও সেনাপতি।

রাজকুমার চন্দ্রশেখর কিরূপ রূপবান ছিলেন, বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তিনি রাজকুমার, লাবণ্য যুক্ত সুকুমার ও রূপের আকর, তাহার আর সংশয় কি; পাছে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে পতিত হইয়া সৌন্দর্য্য-বিহীন হন, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইতেছি; অতএব কৃপা পরতন্ত্র হইয়া সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

রাজকুমারের অনুপম অঙ্গাভায় কোবিদার* লজ্জিত হইয়া অভিমানে বদনাবনত করিয়াছে। নয়নযুগল নীল-নলিনী তুল্য আকর্ণবিস্তৃত; তন্মধ্যে এক একটী কৃষ্ণতারা থাকায় বোধ হইতেছে যেন, ষট্‌পদদ্বয় মধুপানে মত্ত হইয়া উপ-বেশন করতঃ হিল্লোলে ভাসমান হইতেছে। তদূর্দ্ধে কুসুমা-য়ুধের শরাসন-বিজয়ী ভ্রূযুগল শোভা পাইতেছে। বদন-

*শোণ পুষ্প

মণ্ডলে যেন অসংখ্য সুধাকর পরিবেষ্টিত হইয়া বাক্যচ্ছলে সুধাবর্ষণ করিতেছেন। সুপ্রশস্ত ললাটের মধ্যদেশ রাজদণ্ড নামক শিরায় শোভিত। মস্তকোপরি সুচিক্কণ চাঁচরকেশ সুশোভিত থাকায় বোধ হইতেছে যেন হেমগিরিশিরে কৃষ্ণশৈবাল জড়িত আছে। কুঞ্জরগ্রীবাসম গলদেশ; খগচঞ্চুবিনিন্দিত নাসিকা; আজানুলম্বিত বাহুযুগল দৃষ্টে মৃণালিনী অভিমানিনী হইয়া জীবনে বাস করিয়াছে। বীরত্ব-ব্যঞ্জক সুপ্রশস্ত বক্ষঃস্থল। গজশুণ্ড সদৃশ জানুদ্বয়ের গতি লক্ষ্য করিয়া যূথপতি লজ্জিত মনে কানন মধ্যে বাস করিতেছে। বয়ঃক্রম অনুমান ত্রয়োবিংশতি বর্ষ হইবেক। গুণাধারের সৌন্দর্য্য রাজকুমার হইতে কম নহে, প্রায়ই তুল্যানুতুল্য; তবে মন্ত্রী নন্দন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রাজকুমার তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ; তাঁহার ললাট-মধ্যভাগ রাজদণ্ড নামক শিরায় শোভিত, মন্ত্রীকুমারের তাহা নাই, এই মাত্র প্রভেদ; উভয়েরই তুল্য বয়ঃক্রম হইবেক।

ক্রমে রজনীর অবসান হইল। ভগবান্ কুমুদিনীবল্লভ অস্তগিরি শিখরাসীন হইলে বোধ হইল যেন রাত্রি জাগরণ-অলসে অবসন্ন হইয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। কোন নায়ক রমণীসহ ক্রীড়াকৌতুকে যামিনী যাপনানন্তর প্রভাতে প্রস্থান করিলে ঐ নায়িকা নায়কের বিচ্ছেদ-বেদনায় যেরূপ মলিনা হয়, কুমুদিনীও শশধরের বিরহে সেই রূপ মলিনা হইলেন। প্রভাতে নায়কগণ যেরূপ প্রিয়া-সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার প্রিয়ার বদন-কমল দেখিতে

দেখিতে অনিচ্ছায় গৃহে গমন করেন, সুধাকরও সেই রূপ কুমুদিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অস্তাচলোপরি গমন করিলেন। কোকিল, শারী-শুক ও ময়ূরাদি বিহগ-গণের কলকণ্ঠধ্বনিতে বিপিন পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিমিরারি তিমির নাশ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া উদয়াচলে উদিত হইলে তৎপ্রভায় আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। তদবলোকনে ভয়-ব্যাকুল চিত্তে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ স্ব স্ব স্থানে প্রবেশ করিল। সাধ্বী কামিনীগণ পতি সমাগম-সুখ স্মরণ করিয়া মলিনা হইতে লাগিলেন। তপস্বী ঋষিগণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পুষ্প চয়নে পুষ্পপাত্র পরিপূর্ণ করতঃ সন্ধ্যা উপাসনায় জাহ্নবী তীরে উপনীত হইলেন।

রজনী প্রভাতে এই রূপ আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিয়া যুবকদ্বয় ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইষ্টনাম স্মরণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। তৎকালে তাঁহারা কোথায় কি মানসে যাইতেছেন, তাহা পরে বলিব। এই প্রকার ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া, মধ্যাহ্ন কালে এক তরঙ্গিনী তীরে উপনীত হইয়া, ঘোটক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর অশ্বদ্বয়কে স্নাত করাইয়া, বৃক্ষমূলে বন্ধন করতঃ মৃণাল ভক্ষণ ও জলপানে ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিলেন। তৎপরে তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া তুরঙ্গমাসীন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দিবাবসান সময়ে জনপদে প্রবিষ্ট

হইয়া এক ব্রাহ্মণাবাসে আতিথ্য স্বীকার করিয়া সেই স্থানে যামিনী যাপন করিলেন। এই রূপে বন্ধুদ্বয় ক্রমে ক্রমে নানা জনপদ, নগর, উপনগর, গ্রাম, পল্লি, কানন, সিদ্ধাশ্রম, পূর্ণাশ্রম, ধর্ম্মারণ্য, ভূধর, উপত্যকা, অধিত্যকা ও মরুভূমি প্রভৃতি সর্ব্বত্র সতর্কতা পূর্ব্বক অনুসন্ধান করতঃ মনোভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে না পারিয়া, এক নগর প্রান্তে সরসী-তীরে পাদপচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া বিষণ্ণ বদনে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার শোকে একান্ত অধৈর্য্য হইয়া গদ্‌গদ বচনে অমাত্য কুমারকে কহিলেন, "সখে! এতদিন যে আশায় জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার মূলচ্ছেদ হইল; আর ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইতেছি না; শরীর অবশ ও মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্ন হইতেছি। এই বলিয়া স্বীয় জীবনোদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, রে দুরাচার পাপপ্রাণ! অবিলম্বে এই পাষাণ কলেবর হইতে বহির্গত হ; যদি আমার কথা না শুনিস তবে তোকে বলপূর্ব্বক নির্গত করিব। হা দুরদৃষ্ট! তোর অদৃষ্টে কি বিধাতা এতই কষ্ট লিখিয়াছিলেন যে, সেই বজ্রময় কষ্ট তরুর ধ্বংস নাই। হায়! মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছি, সে সকল কথা মনে হইলে দুঃখের ইয়ত্তা থাকে না; তিনি বলিয়াছেন, আমার পিতা রাজ্যেশ্বর, মাতা রাজরাণী, আমি রাজকুমার, আমাদিগের বাসস্থান ফুল্লারবিন্দুনগর; বিদ্রোহী কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত পিতা মাতার বিপন্ন দশা এবং তাঁহাদিগের নিরুদ্দেশ, এই সকল বৃত্তান্ত কর্ণগোচর হওনাবধি এককালে

অকুল-শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া দুর্ব্বিসহ মনোকষ্টে কালাতি-পাত করিতেছি। তৎকালে আমিও শত্রুহস্তে পতিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক ঘোর অরণ্য মধ্যে পরিত্যক্ত হইলে হিরণ্যনগরাধি-পতি মৃগয়ার্থ ঐ বনে গমন করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। তৎকালে আমি অতি শিশু, চতুর্থ বৎসরের বালক মাত্র; সুতরাং সেই আত্ম দুর্ঘটনার বিষয় আমার কিছুমাত্র স্মরণ নাই; অমাত্য মহাশয়ের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি সেই মত বলিতেছি। তৎপরে হিরণ্যনগরাধীশ্বর স্নেহ রসে পরিপূরিত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সদয় চিত্তে পুত্রবৎ লালন পালনে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন; অধুনা তাঁহারই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী রূপে কালক্ষেপ করিতেছি। ঐ সকল বৃত্তান্ত একে একে চিন্তা করিলে কোন্ পাষণ্ডের হৃদয় আহত না হয়; কোন্ মূঢ়ের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত না হইয়া থাকে; এমন নিষ্ঠুর কে আছে যে, সেই ঘোর বিপন্ন নিরুদ্দেশ জনক জননীর দৈব দুর্ব্বিপাকের কথা জ্ঞাত হইয়া বিনা ক্লেশে প্রাণ ধারণে সক্ষম হইতে পারে। বয়স্য! অধিক কি বলিব, এক্ষণে ঐ সকল কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন শত বজ্র এককালে আমার হৃদয়ে পতিত হইয়া অস্থি সকল বিচূর্ণ করিতেছে। উঃ! কি ভয়ানক যন্ত্রণা; আর সহ্য হয় না; চক্ষে অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতেছি; জীবন বহির্গত হইল! জীবন বহির্গত হইল!" এই বলিতে বলিতে নৃপকুমার চন্দ্রশেখর মূর্চ্ছিত

হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে মন্ত্রীনন্দন ব্যাকুল চিত্তে সরোবর হইতে বসনাদ্র্র করিয়া জল আনয়ন করতঃ বান্ধবের মুখমণ্ডলে প্রদান করিলেন এবং উত্তরীয় বসনদ্বারা ব্যজন করিতে করিতে অশ্রুদ্ধারা রাজতনয়ের দেহাভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর শোকাকুলিত হইয়া যুবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! তোমার প্রিয়সখাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় যাতনা প্রদান করিতেছ; একবার নয়নোন্মীলন করিয়া সুধামাখা বাক্যে সম্ভাষণ করতঃ উত্তপ্ত জীবন সুশীতল কর। হা বিধাতঃ! তোমার একি বিধি! যে বন্ধুকে ক্ষণকাল অন্তর হইতে অন্তরিত করিলে জীবনান্ত হয়, তাহাকে জন্মের মত অন্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছ?" এই রূপ বহু বিলাপ ও আক্ষেপ করিয়া অনেক যত্নে নৃপনন্দনের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

চৈতন্য প্রাপ্তে নৃপসুত ধূলিশয্যা হইতে উপবেশন করিয়া সচিব তনয়কে কহিলেন, "মিত্র! আর বৃথা কেন এ হতভাগ্যের আশা করিতেছেন; আমি এ জীবনে কখনই জনস্থানে প্রত্যাগত হইব না; যাবজ্জীবন তপস্বীবেশে অরণ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ, তীর্থ পর্য্যটন ও তৎসঙ্গে পিতা মাতার অন্বেষণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব; অতএব আমাকে চির বিদায় প্রদান করুন। আমরা সম্বৎসর মধ্যে পুনরাগমন করিব বলিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছি; কিন্তু বৃথা পর্য্যটনে পঞ্চদশ মাসাতীত হইল। নিয়ম কাল গত হওয়ায়

আপনার জনক জননী চিন্তা সাগরে সন্তরণ করিতেছেন; ভবদীয় দর্শন-তরণী ভিন্ন তাঁহাদিগের শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই; এই জন্যই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে হিরণ্যনগর যাত্রা করুন। আমি ইচ্ছামত যথা তথা গমন, তীর্থ ভ্রমণ, গিরি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ ও দিনান্তরে যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জনক জননীর চরণপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে দুঃসহ দুঃখময় জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিব।” নৃপাত্মজ এই প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

যুবরাজের করুণ-বিলাপবাক্য শ্রবণে মন্ত্রীনন্দন বাষ্পাকুল-লোচনে বিনীত বচনে কহিলেন, “মিত্র! অদ্য আপনার বদন-বিনির্গত দুঃখব্যঞ্জক বাক্যানলে আমার হৃদয়-ক্ষেত্র দগ্ধ হওয়ায় মরণাধিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতেছি। আমি আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, তবে কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন। আপনার আশীবিষ বিষের ন্যায় বাক্য বিষে মদীয় কলেবর জর্জ্জরিত হইতেছে। হায়! প্রণয়ের কি এই পরিণাম; বন্ধুত্বের কি এই পরিচয়; আমি একদণ্ড আপনার অদর্শনে জীবন ধারণে অশক্ত জানিয়াও এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা কি উচিত হইয়াছে? আপনাকে একাকী এই শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম কাননে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে নিজালয়ে গমন করিব? মহারাজ ও জনক জননী জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? বন্ধুকে একাকী বনমধ্যে রাখিয়া প্রত্যাগত হইলাম, এ কথা বলিলে লোকে আমাকে

কি বলিবে? এজন্য বলিতেছি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না; যদি আমাকে বিশ্বাসী সহচর ও সখা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে ওরূপ কথা আর মুখেও আনিবেন না; আমি আপনার সহিত একত্র থাকিয়া আপনার জনক জননীর অন্বেষণে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিব। যদি তাঁহা-দিগের সাক্ষাৎ লাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তখন আপনার যে গতি, আমারও সেই গতি হইবেক; অতএব প্রাণ থাকিতে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই গৃহে গমন করিব না।"

মন্ত্রী তনয়ের এবম্বিধ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপনন্দন কহিলেন, "বয়স্য! আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন; এক্ষণে বলুন, কোন্ কোন্ তীর্থে গমন করা কর্ত্তব্য?" অমাত্য সুত কহিলেন, "অগ্রে পুরুষোত্তম, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, তৎপরে কাশীধাম, ও প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ সকল পরিভ্রমণ করিব। যদি ঐ সকল স্থানে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিতে না পারি, তবে পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন ধাম গমন করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ ও অনুসন্ধান করিব। যদি তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তখন বৈরাগ্য-ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক উভয়ে সেই ভগবল্লীলা-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট জীবন তপস্যাচরণে অতিবাহন করতঃ চরমে পরম ধন চতুর্ব্বর্গের সারভূত মোক্ষলাভে কৃতকার্য্য হইব।" বান্ধবদ্বয় এবম্প্রকার কথোপকথন ও যুক্তি স্থির করিয়া ঘোটকারোহণে অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর। অংশুমালী অংশুজাল বিস্তার করিয়া জগৎ সন্তপ্ত করিতেছেন। অরণ্যস্থ বিহগকুল ব্যাকুল চিত্তে পাদপ শাখোপরি স্ব স্ব কুলায়ে অবস্থান করিয়া চঞ্চু ব্যাদানপূর্ব্বক অস্ফুটধ্বনিতে কলরব, চাতকগণ মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া গগণমার্গে দৃষ্টিপাত করণানন্তর জল প্রার্থনা, তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া কুরঙ্গ কুরঙ্গিনীগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, পথিকগণ তপন তাপে তাপিত হইয়া তরুমূলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি অপহরণ ও হিংস্রক বন্য জন্তুগণ গিরিগুহায় অবস্থান করতঃ জিহ্বা বহিষ্কৃত করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে। জনপদবাসী ব্যক্তি সকলের উষ্ণাগম প্রতাপে অবিরত ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতেছে এবং তাহারা ভ্রমণে অসমর্থ হইয়া সুশীতল স্থানে অবস্থান করিতেছে। প্রান্তর ভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশি বায়ুচালনে উড্ডীয়মান হওয়ায় অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। নিদাঘ কালের মধ্যাহ্ন কাল অতীব ভীষণ; এই কালে কি জনপদবাসী, কি কাননবাসী, কি পরিব্রাজক সকলেই বিষম কষ্টে কাল যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কালের দিবাবসান সময়ের অপেক্ষা করিয়া ধনাঢ্য, দরিদ্র, প্রভু, ভৃত্য, সুখী, দুঃখী, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই মধ্যাহ্ন কালের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ সহ্য করে। যাহার নিমিত্তই গ্রীষ্ম ঋতু কথঞ্চিৎ আনন্দজনক হইয়াছে, যাহার কান্তি বর্ণন সময়ে কবিগণ অসীম অভিপ্রায় পূর্ণ সাদৃশ্য রাশির প্রসঙ্গ করিয়াছেন, সেই সুঠাম আনন্দের প্রদোষ কাল সুবিচিত্র বেশে উপস্থিত। পশ্চিমাকাশ

এখন লোহিতবর্ণ এবং তজ্জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাদম্বিনী-শ্রেণী চিত্র বিচিত্র হইয়া সুন্দর দৃশ্যে নয়নযুগলকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। শূন্যমণ্ডল সুরম্য সুনীল; মধ্যে মধ্যে বায়ু চালিত খণ্ড খণ্ড ক্ষীণ বারিদ নিচয়ের শুভ্রবর্ণে বিমানের নীলিমা রূপ যেন অতীব লাবণ্যযুক্ত হইয়াছে। গন্ধবহ এখন কদুষ্ণ, কিন্তু মৃদু মৃদু লহরি পরিচালিত হওয়াতে কিঞ্চিৎ শীতলও অনুভব হইতেছে। বৃক্ষগণের শ্যামলাভা সন্দর্শন করিলে নয়ন ও মন আনন্দ নীরে নিমগ্ন হয়।

এই সময়ে একটী পয়োস্বিনী তীরবর্ত্তী সৈকত প্রান্তে উপবনাভ্যন্তরে একখানি পর্ণ কুটীর দৃষ্টিগোচর হইল। উহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ ও বনলতায় সমাচ্ছন্ন, তাহাতে বিবিধ বর্ণের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত থাকায়, সেই স্থান পরম রমণীয় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ মন্দ মন্দ সন্ধ্যা সমীরণ পরিচালিত কুসুমসৌরভে সেই স্থান আমোদিত হইয়াছে। শত শত ষট্‌পদ প্রভৃতি মধুপায়ী পতঙ্গ গণ মধু পান করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে উপবেশন করিতেছে এবং কখন কখন মধুপানে বিরত হইয়া মধুস্বরে গুণগুণ ধ্বনি করিয়া উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। ঐ কুটীরাভ্যন্তরে একজন বর্ষীয় তপস্বী কুশাসনোপরি উপবেশন করতঃ দক্ষিণ করে তুলসীমালা ধারণ করিয়া মুদ্রিত নেত্রে জগৎপতির নাম জপ করিতেছেন। তাঁহার জরাজীর্ণ দেহ অবলোকন মাত্রেই মনোমধ্যে ভক্তি

রসের আবির্ভাব হয়; অথচ আকার প্রকার দর্শনে তাঁহাকে প্রকৃত তপস্বী বলিয়া বোধ হয় না। যদিচ দেহ জরা-প্রভাবে ক্ষীণ ও মলিন হইয়াছে, তথাচ সে দেহ বীরাকৃতিব্যঞ্জক, হিংসাশূন্য, নির্ম্মল, গুণের আকর, নীতিশাস্ত্রের আধার ও সৎপথের পথিক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভায় পর্ণকুটীর জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে; কেশগুচ্ছ প্রায়ই শ্বেতবর্ণ; গলদেশ তুলসীমালায় সুশোভিত; সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত; পরিধান কৌপীন; বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চষষ্টী বর্ষ হইবেক।

তিনি একাগ্রচিত্তে জগদীশ্বরের আরাধনায় রত হইয়া মুদ্রিত নয়নে যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমৎসময়ে এক দীর্ঘাকার পুরুষ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসীন ব্যক্তিকে স্বাগত সম্ভাষণ করণানন্তর তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শ করিলেন। যোগীবর ধ্যান ভঙ্গ করিয়া নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক আগন্তুককে অবলোকন করিবামাত্র সহসা তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য্য পরিবর্ত্তিত হইয়া আনন্দ ভাব ব্যক্ত হইল। তিনি প্রীতি-পূর্ব্বক স্নেহ-বিকশিত লোচনে আগন্তুকের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করণানন্তর আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। আগত ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ব্বক বৃদ্ধ তাপসকে প্রণাম করিয়া, অন্য এক আসনোপরি উপবেশন করতঃ শ্রান্তি দূর করণানন্তর তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিনয় বচনে কহিলেন, "মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? আমি আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইয়াছি।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "হাঁ। আমার কুশল, কেবল তোমার পুনরাগমনের বিলম্ব দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলাম; অধুনা তোমাকে নেত্রগোচর করিয়া সে চিন্তা অন্তর্হিত হইল। বৎস! তুমি যে কার্য্য সাধনোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছ, বর্ণন কর।" আগন্তুক কহিলেন, "সে বিষয় এক প্রকার মঙ্গল বটে, তবে সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য শেষ করিতে পারি নাই।" বৃদ্ধ কহিলেন, "সে সকল বৃত্তান্ত পরে শুনিব; পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়াছ, অতএব অগ্রে আহারাদি সমাধা করিয়া সুস্থ চিত্ত হইয়া পরে সে বিষয় বর্ণন করিও।" এই বলিয়া খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিলেন। আগন্তুক ইচ্ছামত ভোজন ও জলপান করিয়া বিশ্রাম-সুখানুভব করিতে লাগিলেন। অতঃপর অবসর বুঝিয়া বৃদ্ধ তাপস আগন্তুককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তোমার গমনাবধি প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ আমার নিকট যথার্থ রূপ বর্ণন কর।"

পাঠক মহাশয়! ইহাঁদিগের পরিচয় জানিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে মার্জ্জনা করুন, পরে প্রকাশ করিব।

ঐ আগন্তুক ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশধারী; উহাঁর বয়ঃক্রম চত্তারিংশৎ বর্ষ হইবেক। পূর্ব্বোল্লিখিত যোগীকে দৃষ্টি করিলে আনন্দের সঞ্চার হয়; কিন্তু সেই দৃষ্টিতে ইহাঁকে দর্শন করিলে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। বৃদ্ধের নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি; ইহাঁর দৃষ্টি ভয়ব্যঞ্জক প্রখর। তাঁহার জরাজীর্ণ বাহুযুগলে শান্তি রস ধারা প্রবাহিত; ইহাঁর বাহুদ্বয় দৃঢ়

এবং বিপক্ষ পক্ষের প্রতি বজ্র তুল্য বোধ হয়। বৃদ্ধের মধুর বচনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়; ইহাঁর বীররস ব্যঞ্জক গম্ভীর বচন শ্রবণে কর্ণকুহর স্তম্ভিত হইয়া উঠে। তাঁহার বদনাভ্যন্তর দশনবিহীন; ইহাঁর বদনমধ্যে সুন্দর দশন-শ্রেণী সুশোভিত। তাঁহার মস্তকের কেশগুচ্ছ শ্বেতবর্ণ; ইহাঁর সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ; তাঁহার কলেবর গৌরবর্ণ; ইহাঁর শ্যামল বর্ণ; এই সমস্ত প্রভেদ থাকায় উভয়ের সাদৃশ্য বিষয়ে অধিক তারতম্য হইয়াছে।

অনন্তর বৃদ্ধযোগীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আগত ব্যক্তি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! শ্রবণ করুন; আমি আপনার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থানপূর্ব্বক প্রথমতঃ বহু জনপদ, শৈল ও কানন পরিভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি মনোগত কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিলাম না; তখন নিরাশ চিত্তে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া সর্ব্বান্তর্যামী পরম পুরুষ পরমেশ্বরোদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলাম, হে মধুসূদন! বেদে এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আপনার পবিত্র নাম স্মরণ করিলে অশেষ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ হয়। হে বিভো! আমিত সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ভবদীয় নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তবে এ দীনের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া কৃপাকণা বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিতেছেন কেন? হে জগন্নাথ! এই জঘন্য জনের প্রতি কৃপানেত্রপাত করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করুন। এবম্প্রকার কাতরোক্তিতে বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিকটস্থ

সরসী-সলিলে স্নানাহ্নিক সমাধা করণানন্তর গমন করিতে করিতে নিশাকালে এক দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যামিনী অতিবাহিত করিলাম। প্রত্যূষে তথা হইতে নির্গত হইয়া হিরণ্যনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। এবম্প্রকার ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া সপ্তম দিবসের মধ্যাহ্নকালে রাজধানী হিরণ্যনগর প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর এক গৃহস্থের ভবনে আতিথ্য স্বীকারপূর্ব্বক সেই দিবস তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। নিশাকালে গৃহস্বামী আমার নিকটে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং তীর্থ মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বহুবিধ জনপদের কথা বার্ত্তায় তৎপ্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে, ঊনবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে রাজা কমলাকর মৃগয়ার্থ বন মধ্যে গমন করিয়া একটী রূপলাবণ্যযুক্ত চতুর্ব্বর্ষীয় বালককে একাকী রোদন করিতে দেখিয়া, করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া সেই বিপন্ন শিশুটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে তিনি সন্তান সন্ততি বিহীন; এ প্রযুক্ত স্নেহ রসার্দ্র চিত্তে সেই পরম রমণীয় কান্তিযুক্ত শিশুটীকে পুত্রবৎ পালন করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যায়ন ও রণ-কৌশলাদি সুশিক্ষা করাইয়াছিলেন। পরে সেই বালক যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে নৃপাল কমলাকর তাঁহাকে অসাধারণ বাহুবলশালী, রণদক্ষ ও কার্য্যকুশল দেখিয়া স্বীয় সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার অষ্টম বৎসর পরে মহারাজের এক অনুপমা কন্যা জন্মিয়াছে। এতাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধমনা

হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভদ্র! হিরণ্যনগরাধিপতির অভিনব সেনাপতির নাম কি শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব বর্ণন করুন।" গৃহস্বামী কহিলেন, "আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নাম, ধাম এবং বন গমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অতি শৈশব প্রযুক্ত সমস্ত কথার উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, "আমার নাম চন্দ্রশেখর;" তদবধি তিনি এখানে সর্ব্বসাধারণের নিকট চন্দ্রশেখর নামে পরিচিত। চন্দ্রশেখর পরম সুশ্রী, তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই রাজকুমার বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্বিংশতি বর্ষ হইবেক।"

গৃহস্বামী প্রমুখাৎ এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এককালে হর্ষ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। রাজকুমার যে এ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, ইহাতে ঈশ্বরোদ্দেশে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম। অতঃপর বিবেচনা করিলাম, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব্ব বিবরণ সকল আদ্যন্ত জ্ঞাত করি। পুনরায় ভাবিলাম, অগ্রে একবার স্বীয় জন্মভূমি রাজধানী ফুল্লারবিন্দুনগর গমনপূর্ব্বক আত্মীয়-স্বজন ও পুত্র-কলত্র প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ এবং পাপাত্মা রণপ্রতাপ কি প্রণালীতে রাজ্য শাসন করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যাগমন কালে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু আপাততঃ এই গুহ্য বৃত্তান্ত কোন প্রকারে নৃপকুমারের

কর্ণগোচর করা উচিত হইতেছে; তিনি এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না, অবশ্যই জনক জননীর অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিবেন; আমিও ইতি মধ্যে নিজালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এই রূপ স্থির করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলাম। প্রত্যূষে গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজমন্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রীর আবাসে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া নিশাকালে অমাত্যের সহিত বহুবিধ রাজ সম্বন্ধীয় কথা প্রসঙ্গে কহিলাম, "মন্ত্রিবর! আমি শুনিয়াছি যে, অত্রত্য রাজসেনাপতি চন্দ্রশেখর ফুল্লারবিন্দু-নগরাধিপতি সম্রাট শশাঙ্কশেখরের পুত্র। রাজনন্দনের চারি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বৈজয়ন্তনগরপতি রাজা রণপ্রতাপ কপট যুদ্ধে রাজ্যহরণ করিলে রাজা শশাঙ্কশেখর প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিয়াছেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। শুনিয়াছি নৃপমহিষী সেনাপতির কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন; তৎপরে তিনিও নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বালক চন্দ্রশেখর শত্রু হস্তগত হইয়া তৎকর্ত্তৃক হিংস্র জন্তুসঙ্কুল ঘোর বনমধ্যে পরিত্যক্ত হইলে, রাজা কমলাকর মৃগয়ার্থ গমন করিয়া ঐ বিপিন মধ্যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" এই রূপ বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলাম, "মহাশয়! আপনাকে এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি যে, এই সকল বৃত্তান্ত আদ্যন্ত আপনাদিগের সেনাপতির কর্ণগোচর করিবেন।" মন্ত্রীবর মদীয় বাক্যে

স্বীকৃত হইলেন। পরদিবস তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া অবিশ্রান্ত গমন করিয়া অষ্টাদশ দিবসের শেষভাগে রাজধানী ফুল্লারবিন্দুনগরে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই আপনার প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম যে, বিপক্ষেরা রাজ্যাধিকার করিয়া আমাদিগের জীবন দণ্ডের আদেশ প্রদান করায় তৎপক্ষীয় গুপ্তচরগণ আমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; আমরা পলায়নপর হইয়া নানাদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক পরিশেষে এই নির্জ্জন স্থানে সন্ন্যাসীবেশে বাস করায় শত্রুপক্ষীয় লোকেরা সফল মনোরথ হইতে পারে নাই। এক্ষণে ঐ সকল কথা স্মরণ করিয়া নিশাকালে অতি গোপনে নিজালয়ে প্রবেশ করিলাম। আত্মীয়গণ আমাকে রূপান্তরিত দেখিয়া প্রথমতঃ কেহই চিনিতে পারিলেন না; পরে আমি আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে সকলেই হর্ষ ও বিষাদের অন্তবর্ত্তী হইয়া আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর "আমি যে কয়েক দিবস গোপন ভাবে এখানে থাকিব, কেহ যেন তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে। আমার বাটী আগমনের বিষয় অন্যে জানিলে মহাবিপদ ঘটিবেক; হয়ত আমাকে চিরজীবন কারাবদ্ধ থাকিতে হইবেক, না হয় আমার জীবনান্ত হইবেক," এই বলিয়া পরিবারবর্গকে সাবধান করিয়া দিলাম। তাঁহারা আমার বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া মদীয় আগমন বিষয় যথাসাধ্য গোপন করিয়া রাখিলেন।

এই প্রকার গুপ্তভাবে থাকিয়া এক দিবস প্রদোষকালে মহাশয়ের ভবনে গমনপূর্ব্বক কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলাম। তিনি আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আনন্দ সহকারে মহাশয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আপনার দৈহিক মঙ্গল সমাচার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি মনতুঃখে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "বৎস! প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইল তিনিও তোমার ন্যায় সন্ন্যাসীবেশে গোপন ভাবে ভবনে আসিয়া এক মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন; পরে শত্রুভয়ে ভীত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে আমি তাঁহার চরণে পতিতা হইয়া করুণস্বরে রোদন করিয়া গমন করিতে নিষেধ করিলাম। আমার কাতরতা দর্শনে অশেষবিধ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! যদি জগদীশ্বর শুভদিন প্রদান করেন, মহারাজ, মহিষী ও রাজকুমারের দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি এবং তিনি শত্রু বিনাশ করিয়া অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বদেশে থাকিয়া সানন্দে কালগত করিব; নচেৎ এই সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাৎ হইল;" এই বলিয়া গমন করিলেন। বৎস! সেই অবধি তাঁহার আর কোন সংবাদ না পাইয়া দিন যামিনী শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলাম; অদ্য তোমার বদন সুধাংশু বিনির্গত সুধাধারাবৎ তাঁহার দৈহিক কুশল সংবাদ শ্রবণে মদীয় হৃদয়ের তুঃখানল অনেকাংশে নির্ব্বাপিত হইল। আমি সেই লগ্নে গর্ব্ভবতী হইয়া যথাকালে এক কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছি; তাহার নাম রত্নমঞ্জরী। এক্ষণে রত্নমঞ্জরী

শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণা হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে; তাহার অনুপম রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া চঞ্চলা চঞ্চলচিত্ত হইয়া অভিমানে নীরদ মধ্যে লুক্কায়িতা হইয়াছেন। অধিক কি বলিব, প্রত্যক্ষ করিলেই সমস্ত বিদিত হইবে। মৎপ্রমুখাৎ তাহার জনকের দুর্ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া নিরন্তর দুঃখসিন্ধুনীরে ভাসমান হইতেছে; অহর্নিশি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমার স্বর্ণলতা শোককৃপাণাঘাতে মূলচ্ছেদিতা লতার ন্যায় শুষ্কপ্রায় হইতেছে। বৎস! তুমি তাঁহাকে বলিবে, যদি তাঁহার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও থাকে, তবে একবার আসিয়া একমাত্র প্রাণাধিকা তনয়া রত্নমঞ্জরীকে অবলোকন করেন। এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে রত্নমঞ্জরীকে আহ্বান করিয়া মদীয় পরিচয় জ্ঞাত করিলেন। রত্নমঞ্জরী সজললোচন ও স্খলিত গদ্‌গদ বচনে বারম্বার আপনার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! পিতাকে বলিবেন, তাঁহার এই চিরদুঃখিনী কন্যা পিতৃপদ দর্শন ও সেবায় বঞ্চিত হইয়া অনুক্ষণ অকূল দুঃখ-সাগরে সন্তরণ করিতেছে; তাঁহার দর্শন তরণীর আশ্রয় ভিন্ন তাহা হইতে উদ্ধার হইবার অন্য উপায় নাই।" এই প্রকার বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। আমি অশেষবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম। এই রূপে কয়েকদিবস গত হইল। একদা নগরস্থ প্রজাবর্গের অবস্থা অবলোকনার্থ নির্গত হইয়া এক বৃদ্ধ পণ্যজীবীর বিপণিতে উপস্থিত

হইলাম। ঐ ব্যক্তি আমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বোধে প্রণাম করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! কোন্ তীর্থ হইতে আগমন করিলেন এবং কোন্ স্থানে গমন করিবেন বলুন?" আমি তদ্দত্ত আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে কহিলাম, "ধীর! বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থ দর্শন মানসে গমন করিতেছি; অদ্য শ্রান্ত্যতিশয়তা প্রযুক্ত গমনে অশক্ত হইয়া তোমার নিকট আতিথ্য স্বীকার করিলাম।" এতচ্ছ্রবণে ঐ ব্যক্তি অতীব ভক্তিযোগ সহকারে পাদ্যর্ঘ্য প্রদান করতঃ যথোচিত সম্মানের সহিত পূজা করিল। আমি তাহার ভদ্রতায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎসহিত নানাবিধ কথোপকথন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ধার্ম্মিক! এ রাজ্যের রাজা কে এবং তাঁহার চরিত্রই বা কিরূপ, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে; অতএব আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন কর।" বৃদ্ধ সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল, "ঠাকুর! বলিব কি, পূর্ব্বে স্বর্গগত মহারাজ বীরেন্দ্রশেখরের পুত্র সর্ব্বগুণাকর রাজা শশাঙ্কশেখর এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। বৈজয়ন্ত নগরাধিপতি দুর্ম্মতি রণপ্রতাপ কপট যুদ্ধে রাজ্যাধিকার করিলে সম্রাট শশাঙ্ক-শেখর স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সহিত পলায়ন করিয়াছেন। আমরা সেই কাল হইতে এই দুষ্ট রাজার অধিকারে বাস করিতেছি। নব ভূপতির প্রতিনিধি কর্ম্মচারীগণ নানাবিধ ছলে ও বলে প্রজাগণের সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের নিষ্ক ও বিত্ত হরণ এবং প্রজাবর্গকে নিষ্পীড়িত করিয়া তাহাদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট করাপেক্ষা চতুর্গুণ কর গ্রহণ করিতেছে। যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট করাপেক্ষা অধিক কর দিতে অস্বীকার করে, তবে অমনি সেই ন্যায়বান্ প্রতিনিধিগণ তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও সপরিবার কারাবরুদ্ধ করিয়া ন্যায় বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখান। এই প্রকার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া প্রজাপুঞ্জ ভূপতির নিকট অভিযোগ করিলে তিনি সে কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাক বরং প্রজাদিগের অপরাধ নিশ্চয় করিয়া যথোচিত ভৎর্সনা করেন। ইহাতে প্রতিনিধি মহাশয়েরা স্পর্দ্ধিত হইয়া এক এক প্রজার নিকট প্রতি বৎসরে বহুপ্রকার কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রধান কর্ম্মচারীর পিতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রের অন্নপ্রাশন, কোষাধ্যক্ষের পুত্রের বিবাহ ও ধর্ম্মাধিকারের মাতৃসপিণ্ডকরণ প্রভৃতি নানাউপলক্ষে প্রভূত অর্থ দণ্ড করায় অনেক প্রজা নিস্ব হইয়া দুর্ম্মতির রাজ্য ত্যাগ করিয়া সপরিবারে দেশান্তরিত হইয়াছে।" তন্মুখে এই সকল বাক্য শ্রুত হইয়া বিষন্ন চিত্তে গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে নগর, গ্রাম, পল্লী প্রভৃতি স্থান সকল পরিভ্রমণ করতঃ সর্ব্বত্রই রাজপীড়নে নিপীড়িত প্রজাবর্গের অশেষ-বিধ যন্ত্রণাসূচক করুণ বাক্য সকল কর্ণগোচর করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলাম। এই রূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে দুই মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক আত্মীয় স্বজনের নিকট কষ্টে বিদায় লইয়া ক্রমান্বয়ে গমন করতঃ হিরণ্যনগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় অনুসন্ধানে জানিলাম, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে

বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় মহারাজের আদেশ মতে সেনাপতি চন্দ্রশেখর সসৈন্যে যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছেন। অগত্যা তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষায় একমাস কাল পান্থ-নিবাসে অবস্থান করিলাম। তথাচ তিনি প্রত্যাগত হইলেন না। আমি মহাশয়ের নিকট বলিয়া গিয়াছিলাম, তিন মাস মধ্যেই প্রত্যাগত হইব; কিন্তু চতুর্থ মাস গত [illegible]ইল, ইহাতে আপনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইবেন, এই চিন্তা [illegible] [illegible]রাজের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া [illegible] [illegible]তে নির্গত হইলাম এবং বহুদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক [illegible] মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।” এই বলিয়া [illegible]নাবলম্বন করিলেন।

আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া যোগীবর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধে থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, “আমি অনুমান করিতেছি, রাজকুমার দাক্ষিণাত্য হইতে সত্বরেই রাজধানী প্রত্যাগত হইবেন; অতএব আমরা দুইজনেই হিরণ্যনগর গমন করিয়া তাঁহার [illegible] সাক্ষাৎ করণানন্তর সমস্ত বিবরণ তদীয় কর্ণগোচর [illegible]ব।” এই রূপ যুক্তি স্থির করিয়া উভয়েই কুশ-শয্যোপরি শয়ন করতঃ ত্রিলোক বিমুগ্ধকারিণী মায়াময়ী নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে নীত হইলেন।

পাঠক মহাশয়! এই তপস্বীবেশধারী ব্যক্তিদ্বয়কে যদি না চিনিয়া থাকেন, তবে এই সময় অবলোকন করুন। উল্লিখিত বৃদ্ধ তাপস রাজা শশাঙ্কশেখরের মন্ত্রী ইন্দ্রসেন

শাস্ত্রী; দ্বিতীয় ব্যক্তি সেনাপতি জয়সিংহ। বিদ্রোহীগণ রাজ্যাধিকার করিয়া ইহঁাদের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিলে, ইহঁারা প্রাণ ভয়ে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়া তপস্বীবেশে এই নির্জ্জন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করণানন্তর ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত। এই সময়ে হিরণ্যনগরাধিপতি রাজা কমলাকর একাকী বিশ্রামগৃহে পর্য্যঙ্কোপরি বিষণ্ণ-চিত্তে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার মুখমণ্ডলের তদানীন্তন অবস্থা দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, তিনি অতীব দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। নয়ন নির্নিমেষ ও স্থির; কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন মাত্র। ইত্যবসরে অন্য এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের বদনপ্রতি নেত্রপাত করতঃ বিহিতাভিবাদন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করিলেন। আগন্তুকের আকারও শোকাবহ। উভয়ে বহুক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া পরে মহীপতি আগন্তুককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “অমাত্য! দৈব নির্ব্বন্ধন বশতঃ যে কাল হইতে চন্দ্রশেখরকে বনমধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অবধি অনপত্যতা ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তাহাকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি; ভরসা করিয়াছিলাম তাহা হইতে পরিণামে শ্রেয়ঃলাভ করিব। কিন্তু, দৈব-প্রতিকূলে তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া সে আশায়

নিরাশ হইয়া সাতিশয় মনোযাতনা পাইতেছি। তাহারা যে কি জন্য গমন করিল, তৎকালে তাহাদের প্রমুখাৎ না শুনিয়া গমন করিতে আদেশ করিয়া ভাল করি নাই। ভাল, মন্ত্রি! তোমার গুণাধার কি তোমার নিকট গমনের কারণ বলিয়া গিয়াছে? যদি জ্ঞাত হইয়া থাক, তবে বল।” মহীপতির বচনান্তে অমাত্যবর সজল লোচন ও স্খলিত গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, “মহারাজ! আমিও ঐ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সতত মনক্লেশে কাল হরণ করিতেছি। তাঁহারা সম্বৎসর মধ্যে প্রত্যাগত হইবেন বলিয়া গমন করিয়াছেন, কিন্তু সপ্তদশ মাস গত হইল, এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন, কি কোন কুশল সংবাদ প্রেরণ করিলেন না; এ নিমিত্ত মনের গতি যে কিরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। গমনের দুই দিবস পূর্ব্বে গুণাধার আমাকে বলিয়াছিল, “পিতঃ! আমি প্রিয় বান্ধবের কোন বিশেষ কার্য্য উদ্ধারের জন্য তাঁহার সহিত গমন করিব এবং সম্বৎসর মধ্যেই পুনরাগত হইব; অতএব গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।” শৈশবাবস্থা হইতে চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ও প্রণয় জন্মিয়াছে; তাঁহাদের উভয়েরই একাত্মা ও একমন, কেবল দেহমাত্র বিভিন্ন; তাঁহাদিগের ঐ রূপ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য ও অকপট প্রণয় দৃষ্টি করিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যেন, ভগবান অশ্বিনীকুমারদ্বয় ত্রিদশ নগর পরিত্যাগ করতঃ ক্রীড়ার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই কারণেই বিনা আপত্তিতে গমন আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।

ফলতঃ তাঁহাদের গমন কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। তাঁহারা যে কোথায় গিয়াছেন এবং কোন্ স্থানে আছেন, তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না; সুতরাং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সর্ব্বক্ষণ শোকসিন্ধু সলিলে ভাসমান হইতেছি।”

অমাত্যের বাক্যাবসানে মহীপতি কহিলেন, “মন্ত্রীন্! বল, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগের দর্শন প্রাপ্ত হইব?” অমাত্য কহিলেন, “আমি মনোমধ্যে স্থির করিয়াছি যে, স্বয়ং তাঁহাদিগের অন্বেষণে নির্গত হইব।” এতচ্ছ্রবণে ভূপাল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, “অমাত্যবর! এ উত্তম যুক্তি করিয়াছ; অতএব অনুযায়ীগণসহ আমিও স্বয়ং তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব।” [অনন্তর মৃদুস্বরে] “হায়! বিধাতা বুঝি মদীয় মনোরথ পূর্ণ করিলেন না।” এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তৎপরে সচিববর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া গমনে উদ্যত হইলে, পার্থিব তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, “অমাত্য! অনুমান করিয়া বল দেখি, চন্দ্রশেখর এমন কি স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে গমন করিয়াছেন?” মন্ত্রী কহিলেন, “দেব! ঐ বিষয়ের একমাত্র কারণ ভিন্ন অন্য কিছু লক্ষ্য হয় না;” এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রমুখাৎ শ্রুত বৃত্তান্ত আদ্যন্ত বর্ণন এবং সন্ন্যাসী সেই সকল কথা রাজকুমারকে জ্ঞাত করিবার কারণ তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করায়, তাহা চন্দ্রশেখরকে জ্ঞাত করা প্রভৃতি তাবৎ বৃত্তান্ত

বর্ণন করিলেন। মহীনাথ অমাত্য প্রমুখাৎ এতাবৎ বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং ঐ সকল বিষয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, চন্দ্রশেখর তাঁহার পিতা মাতার অন্বেষণে গমন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে ঐ সকল কথা জ্ঞাত হইয়া যে কি পর্য্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি, তাহা বলিতে অক্ষম হইলাম; অধিক কি সমস্তই যেন আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। ফুল্লারবিন্দু নগরাধিপতি সম্রাট শশাঙ্কশেখরের পুত্র আমার সেনাপতি; ইহা যে আমার কতদূর সৌভাগ্যের বিষয় তাহা বলিতে পারি না। হে সচিব শ্রেষ্ঠ! আমি মনোমধ্যে স্থির-নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি যে, চন্দ্রশেখরের সহিত মদীয় প্রিয়তমা কন্যা কমলমঞ্জরীর শুভ বিবাহ দিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিব এবং আমার দেহান্তর হইলে তাহারাই এই রাজ্যের অধিকারী হইবেক; এক্ষণে আমি সফল মনোরথ হইব কি না, তাহা বিধাতাই জানেন। যদি চন্দ্রশেখর স্বীয় জনক জননীর অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হন, তবে তাঁহাদের সহিত অবশ্যই এখানে আসিবেন; এমত হইলে আমার মনোভিষ্ট পূর্ণ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু পাছে তিনি জনক জননীর দর্শন লাভে কৃতকার্য্য না হন এবং সেই দুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই দুর্ভাবনাতেই দগ্ধ হইতেছি। সে যাহাহউক, এক্ষণে আর কালগত করায় ফল নাই, অবিলম্বেই তাঁহাদিগের অন্বেষণে নির্গত হইব; অতএব

অধিকৃতবর্গকে আমাদিগের গমনোপযোগী আয়োজন করণার্থ আদেশ প্রদান কর।” এই বলিয়া মন্ত্রীকে বিদায় দিয়া মনে মনে ঐ সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। দিনমণি স্বগণ সহিত অস্তগিরি গুহায় প্রবিষ্ট হইলে, চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। বিহগকুল বিপিনাভ্যন্তরে আপনাপন কুলায়ে আশ্রয় গ্রহণ ও চক্রবাক চক্রবাকী যামিনী সমাগমে ব্যাকুল মনে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইয়া চীৎকার শব্দে রোদন করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিল। এই কালে শশধর গগণ পথে উদিত হইয়া অল্পে অল্পে কিরণজাল বিস্তীর্ণ করিলে, কুমুদিনী সতী প্রফুল্ল চিত্তে অর্দ্ধ মুকুলিত নেত্রে স্বীয় প্রিয়তম শশাঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ত্রিযামা সমাগত দেখিয়া রাজা কমলাকর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি নিয়মিত কার্য্য সকল সমাপ্ত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে মন্ত্রীবরও নিজালয়ে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা জায়া পুত্রের নামোল্লেখ পূর্ব্বক শোক-ব্যাকুলচিত্তে ধূলায় পতিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও কপালে করাঘাত করিতেছেন। অমাত্যবর এতদবলোকনে শোকার্ত্ত মনে সজল লোচনে প্রণয়িনীর করকমল ধারণ করিয়া ভূতল হইতে উত্তোলন করণানন্তর সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়ে! শোক সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন

কর; অদ্য মহারাজের সহিত যুক্তি স্থির করিয়াছি, আমরা স্বয়ং অনুযায়ীগণসহ গুণাধার এবং চন্দ্রশেখরের অন্বেষণে গমন করিব। অতএব মনদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বর সমীপে পুত্রের মঙ্গল কামনা কর।” এই বলিয়া প্রবোধ প্রদান করিলেন।

রজনী দশদণ্ড অতীত। জীবগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া নিদ্রাদেবীর কোমলাঙ্কে আশ্রয় গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতেছে। রমণীগণ দিবাভাগে পরম যত্নে রমণীয় বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া যাহার প্রতীক্ষায় মনকষ্টে অবস্থান করিতেছিল, এক্ষণে সেই সুখময়ী যামিনী সমাগমে সানন্দ মনে স্ব স্ব পতি সমাগমার্থ শয়ন মন্দিরে গমন করিতেছে। তৎকালে তাহাদিগের হর্ষজনক দ্রুত গমন-পাদধ্বনিসহ সুমধুর ভূষণ শিঞ্জন শ্রবণে নায়কদিগের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত ও হৃদয়ানন্দ বৃদ্ধিই হইতেছে।

পাঠক মহাশয়! এই সময় একবার মহারাজ কমলাকরের অন্তঃপুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন, সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে রূপলাবণ্যসম্পন্না একটী ষোড়শী যুবতী নিরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। উঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে, বোধ হয় তড়িৎ লজ্জায় মেঘ মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে। সে লাবণ্য একবার নয়নগোচর করিলে লোচনযুগল এককালে নির্নিমেষে অবস্থিতি করে। অঙ্গ সৌষ্ঠব দৃষ্টে রতি ভীতান্তঃ-করণে স্বীয় প্রিয়পতি সম্বরারীর শরণ লইয়াছেন। অবেণী সম্বদ্ধ আলুলায়িত চিকুরজালে পৃষ্ঠদেশ লুক্কায়িত; তদুপরি

স্থানে স্থানে মল্লিকা মালতী প্রভৃতি পুষ্প সকল সুশোভিত থাকায় বোধ হইতেছে যেন, বলাহকশ্রেণী মধ্যে চপলা স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। বদনমণ্ডলে অঙ্কবিহীন পূর্ণ-শশাঙ্ক অশঙ্কিত মনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন। ভ্রূযুগলশোভায় কুসুমশরাসন পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক মকরকেতুর করপদ্মাশ্রয় করিয়াছে। সুপ্রসন্ন অধরোষ্ঠ বালার্কের ন্যায় রক্তবর্ণ; তদুপরি সুচারু নাসিকাগ্রস্থিত গজমতি এবং শ্রবণ যুগলস্থ অপূর্ব্ব কুণ্ডল দোদুল্যমান হওয়ায় পরম রমণীয় শ্রী প্রকাশ হইয়াছে। পীনোন্নত কুচযুগল অবলোকন করিয়া মধুবীজ অভিমানে বিদীর্ণ হইয়া থাকে। মৃণাল-বিনিন্দিত বাহুযুগল হীরকবলয়ে শোভিত। মধ্যদেশ লক্ষ্য করণানন্তর মৃগরাজ লজ্জাক্রমে নির্জ্জন কাননাশ্রয় করিয়াছে। রম্ভাতরু সদৃশ উরুদেশের উপরিস্থিত গজকুম্ভ বিনিন্দিত নিতম্বদেশ হীরকখচিত স্বর্ণমেখলা প্রভায় মনো-হারিণী কান্তি ধারণ করিয়াছে। পদতল দর্শন করিয়া রক্তকোকনদ প্রমাদ বশতঃ অনন্যোপায় হইয়া জলমধ্যে বাস করিতেছে। রক্তাম্বর পরিধানে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিতা হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, নিশানাথ কুঙ্কুমে দেহ ভূষিত করিয়াছেন। পাদচালন প্রত্যক্ষ করিয়া মরাল কুল ব্যাকুল মনে জীবনে অবস্থান করিতেছে।

এরূপ হৃদয়ানন্দদায়িনী মূর্ত্তি নিরানন্দ নীরে ভাসমানা কেন? বোধ হয়, ইহার কোন গুরুতর কারণ থাকিতে পারে। বামকর বামগণ্ডে সংলগ্ন ও ঈষৎ বক্রগ্রীবায় ঐ গণ্ড সংলগ্নকর

জানুপরি সংস্থাপন করিয়া অর্দ্ধ মুকুলিত নেত্রনীরে বদনাম্বুজ ভাসাইতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে গর্জ্জনকারিণী ফণিনীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। অঙ্গবসন অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হইয়াছে; আচ্ছাদন বিহীন দেহ আভায় দীপালোক তিরোহিত হইয়াছে। অঙ্গ হইতে আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার সেই রূপ অবস্থা হঠাৎ দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যেন, সৌদামিনী স্বীয় প্রাণকান্ত মেঘনায়কের অদর্শনে অধৈর্য্যমনে স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়া নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কান্তের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করণানন্তর আপনা আপনিই কথোপকথন ও ক্ষণে ক্ষণে রোদন করিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন; তাঁহার তৎকালের ভাব প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহাকে উন্মাদিনী ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না।

এই অবস্থায় ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া সহসা গাত্রোত্থান করণানন্তর একবার গৃহের এদিক, একবার ওদিক, একবার উপবেশন, একবার দণ্ডায়মান, একবার শয়ন, কখন বা হাস্য, কখন রোদন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার করিয়া পুনরায় পূর্ব্বমত উপবেশন করতঃ "প্রাণেশ্বর!" এই কথাটী মাত্র উচ্চারণ করিয়া কিঞ্চিৎক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, হৃদয়বল্লভ! আপনার দাসী--না, আমি কি তাঁর দাসীর যোগ্যা, কখনই না, তাহা হইলে এই অনুগত দাসীকে বিস্মৃত হইবেন কেন।" এই বলিয়া ক্ষণেককাল নিস্তব্ধে থাকিয়া

পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "নাথ! আপনি কোথায় রহিলেন; একবার আসিয়া আপনার অধিনী দাসীর দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করুন। জীবনসহচর! আপনাকে গমন করিতে যে কত নিষেধ করিয়াছিলাম। তৎকালে দাসীর নিষেধ বাক্য না শুনিয়া, "অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ করিয়া সম্বৎসর মধ্যেই প্রত্যাগত হইব" এই বলিয়া প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিলেন; কিন্তু সপ্তদশ মাস গত হইল, কৈ এ পর্য্যন্ত ত প্রত্যাগমন করিলেন না। প্রিয়বর! এরূপ চাতুর্য্য কোথায় শিক্ষা করিলেন। ছলপূর্ব্বক রমণী বিনাশ কার্য্য কাহার নিকট অভ্যাস করিলেন। জীবিতেশ্বর! আপনি যদি পুনরাগমন না করেন, তবে আপনার চিরদাসী এই হতভাগিনী কমলমঞ্জরী কি প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ করে, তাহা পরে জ্ঞাত হইবেন। ভবদীয় চরণযুগল মানস-মন্দিরে সংস্থাপন করতঃ যোগিনীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া আপনার অন্বেষণ করিব; যদি দর্শন লাভে বঞ্চিতা হই, তবে যাবজ্জীবন কোন সিদ্ধাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভবদীয় সুদুর্লভ নাম জপ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহান্তরে আপনার পদকমলে স্থান পাইবার যোগ্যা হইব; ইহা ব্যতীত আপনার চির অদর্শনে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। হায়! আমি কি দুর্ভাগিনী; করতলে অমূল্য মণি প্রাপ্ত হইয়া অবহেলায় গভীর জলে তাহা নিক্ষেপ করিয়াছি; নচেৎ কেনই বা আপনার অনুগমন না করিয়া প্রবোধ বাক্যে ক্ষান্ত হইয়া রহিলাম। হৃদয় নাথ! কেন এই

অধিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন না; আপনার অনুগমন করিলেত এরূপ বিরহ হুতাশনে দগ্ধ হইতাম না।” কমলমঞ্জরী এবম্প্রকার বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এই কালে পার্শ্বগৃহে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রবণ গোচর হইল। পরক্ষণেই দুইটি রূপলাবণ্য বিশিষ্টা পূর্ণ যৌবনা রমণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে একজন কহিলেন, “রাজনন্দিনি! এই সংসার মধ্যে প্রণয় যে কি পদার্থ, তাহা কেবল আপনিই অনুভব করিয়াছেন।” এতচ্ছ্রবণে রাজবালা চকিতের ন্যায় নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন; তাঁহার সহচরী হেমলতা ও স্বর্ণলতা উপস্থিত। তদ্দর্শনে তিনি ব্যস্ত সমস্ত এবং লজ্জিত হইয়া গাত্রে বসনাচ্ছাদন পূর্ব্বক অঞ্চল দ্বারা নেত্রজল মোচন করিলেন। তদবলোকনে হেমলতা ঈষদ্ধাস্য করিয়া সঙ্গিনীকে কহিলেন, “স্বর্ণলতে! চল, আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি।”

স্ব, ল। “কেন?”

হে, ল। “রাজকুমারীর রকম দেখে।”

স্ব, ল। “কি দেখ্‌লে?”

হে, ল। “আমরা দাসী বৈত নই; উনি আমাদের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত ক’র্ব্বেন কেন।”

স্ব, ল। “ভাই! ওটা লজ্জার কর্ম্ম, নৈলে উনিতো আমাদের কাছে কোন কথাই গোপন করেন না।”

হে, ল। “হঁা, তা বুঝেছি; সলিল চালনেই মৎস্যের বল প্রকাশ হ’য়েছে।”

স্ব, ল। "আচ্ছা ভাই! রাজকুমারী একাকিনী ব'সে কি কি কথা বার্ত্তা ক'চ্ছিলেন এবং কি জন্যই বা রোদন ক'র্চ্ছিলেন, একবার জিজ্ঞাসা কর।"

হে, ল। "যদি না বলেন।"

স্ব, ল। "বল্‌বেন না, বল্‌বেন বৈকি; বলুন আর নাই বলুন, আমাদের ত জিজ্ঞাসা করা উচিৎ হ'চ্ছে।"

এতচ্ছ্রবণে হেমলতা কহিলেন, "সখি রাজনন্দিনি! অদ্য আপনার ভাবান্তরের কারণ কি? বলুন, কি হ'য়েছে? আর কি দুঃখেই বা নিরাসনে উপবেশন ক'রে উন্মাদিনীর ন্যায় বাক্যব্যয় ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসাচ্ছিলেন; আমাদের নিকট সবিস্তারে মনোবেদনার কারণ বর্ণন করুন।"

কমলমঞ্জরী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়সখি! যে অনলে আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে তাহা নির্ব্বাণ হইবার নহে; তবে কেন সে অনল আরও প্রজ্জ্বলিত ক'রে তোমাদিগকেও দগ্ধ ক'র্ব্বো।"

স্ব, ল। "সে কি সখি! যখন আমরা আপনার সহচরী, তখন আপনার সুখ দুঃখ যখন যাহা উপস্থিত হ'বে, তার অংশ গ্রহণ না ক'ল্লে কি রূপে সহচরী নামের যোগ্যা হ'ব; তাই ব'ল্‌ছি, কালবিলম্ব ব্যতিরেকে স্বীয় মনোদুঃখের কারণ বর্ণন ক'রে আমাদিগের উৎকণ্ঠিত চিত্ত সুস্থ করুন।"

ক, ম। "সখি! আমি যে দুঃখে ম্রিয়মানা হই'ছি তাহা শুন। আমাকে মৃগতৃষ্ণিকায় মোহিত ক'রে যে অবধি তিনি ভ্রমণার্থ গমন ক'রেছেন, সেই হইতে মদীয় মন-প্রাণ

তাঁর অনুগমন করেছে; কেবল বৃথা দেহ ধারণ করে অবস্থান কর্চ্ছি। যে আশ্বাসে জীবন ধারণ কর্চ্ছিলাম, এক্ষণে সে আশায় নিরাশ হয়েছি। প্রিয়তম গমন কালে বলে গিয়েছিলেন, সম্বৎসর মধ্যেই প্রত্যাগত হয়ে তোমার বদনকমলের বাক্যমকরন্দপানে চিত্তমধুকরকে পরিতৃপ্ত কর্ব্বো। কিন্তু, সখি! সপ্তদশ মাস অতীত হলো, কৈ, এ পর্য্যন্ত ত প্রত্যাগমন কল্লেন না। যে আশাতরণী অবলম্বনে দুস্তর দুঃখ-সিন্ধু উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছা করেছিলাম, বুঝি, এই পাপিনীর দুর্ভাগ্য-বায়ু প্রভাবে সে তরি অগাধ জলে নিমগ্ন হলো; নচেৎ ভগবান কেন এই মন্দ ভাগিনীকে এককালে অকূল নিরানন্দ-সাগরে নিক্ষেপ কর্ব্বেন। সহৃদয়ে! আমার হৃদয়যাতনা অনিবার্য্য; কোন ক্রমে ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হচ্ছিনা।"

হে, ল। "প্রিয়বাদিনি! তাঁর প্রতি যে আপনার এতদূর অনুরাগ জন্মেছিল, ইহাত আমরা একদিনের জন্যও জান্তে পারি নাই; আপনিওত আমাদের কাছে ইহার বিন্দুবিসর্গ প্রকাশ করেন নাই।"

ক, ম। সখি! অনুরাগের কথা কি বল্‌ব, হৃদয়নাথ অধিনীকে দাসী জেনে যেরূপ ভাল বাসেন, তা একমুখে কত বল্‌ব; যদি চতুরানন শতানন প্রদান কর্ত্তেন, তাহলে কিঞ্চিন্মাত্র বল্‌তে পার্‌তাম।"

হে, ল। "আপনিও কি তাঁকে তদ্রূপই ভাল বাসেন?"

ক, ম। "হেমলতে! আমি যে তাঁকে ভাল বাসি, তা বল্‌তে পারি না; তবে কি জান সখি! ভাল বাসি

বল্লেই যে ভালবাসা হয়, তা নয়; পরস্পর উভয়ের মন মিলন না হলে ভালবাসা হয় না; অধিক দিন মিলন হলেই কি ভালবাসা হয়; ভালবাসাত গাছের ফল নয় যে, মনে কল্লেই পাওয়া যায়; ভালবাসার কারণে কত নর নারী কুলে কলঙ্ক লেপন করে গুরু গঞ্জনায় লাঞ্ছিত হয়ে মনদুঃখে জলে, অনলে, উদ্বন্ধনে, বিষভক্ষণে বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করেছে; কেহ বা বিষয় বাসনা ও বিলাস বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে অঙ্গে ভস্ম লেপন পূর্ব্বক দেশান্তরে প্রিয়তমের উদ্দেশে গমন করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।”

হে, ল। “রাজকুমারি! আমি আপনার মন বুঝ্‌লাম, আপনিও তাঁকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন।”

ক, ম। “হেমলতে! এখন আমি কি করি? প্রাণকান্তের বিচ্ছেদ-বাণে প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হচ্ছে, আর জীবন ধারণে সমর্থ হচ্ছিনা। উঃ! কি ভয়ানক যাতনা! সখি! আমি জন্মের মত তোমাদের নিকট বিদায় হলাম; প্রাণকান্ত যে পথে গমন করেছেন, এই অভাগিনীর পাপজীবনও সেই পথাবলম্বন কর্ব্বে। হায়! বিধাতা যদি রমণী জাতিকে পরাধিনী না কর্ত্তেন, তা হলে এই দণ্ডেই যোগিনীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে প্রিয়তমের অন্বেষণ কর্ত্তাম। হা দুরদৃষ্ট! তাওত হবার নয়। রে পাপপ্রাণ! আর কেন মরণাধিক যন্ত্রণা প্রদান কর্চ্ছিস; এই দণ্ডেই এ পাপিনীর পাপদেহ পরিত্যাগ কর। কান্তবিহীনা কমলমঞ্জরী কখনই প্রাণ ধারণে সক্ষম হবে না; নীল-কুঞ্চিত-

কেশ রাজীবলোচন প্রাণবল্লভের বিরহে নিরাহারে শরীর শোষণ কর্ব্বে।” এবম্প্রকার বিলাপ করিতে করিতে বাতাহত কদলীর ন্যায় চৈতন্যশূন্য হইয়া হর্ম্ম্যতলে নিপতিতা হইলেন। সখিদ্বয় মহীনাথ-তনয়াকে মূর্চ্ছিতা ও মহীতলে নিপতিতা দেখিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে রোদন করিতে করিতে ডাকিতে লাগিলেন. প্রিয়সখি ! ও প্রিয়সখি ! রাজতনয়ে !

কমল-মঞ্জরী [নিরুত্তরা]

হে, ল। [সকাতরে] “স্বর্ণলতে ! এ কি হলো, সখী উত্তর দিচ্ছেন না কেন ?”

স্ব, ল। [সরোদনে] “হায়। এখন কি করি ; সখি ! পুনরায় ডাক দেখি।”

হে, ল। “ভূপালনন্দিনি ! একবার কথা কও ; অকস্মাৎ এমন হলেন কেন ? আপনার এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে আমরা একেবারেই জ্ঞান শূন্য হইয়াছি; আমাদের প্রতি নির্দ্দয়তা প্রকাশ করে এতাধিক যন্ত্রণা প্রদান করা কি আপনার উচিৎ হচ্ছে ? সখি স্বর্ণলতে ! এই দেখ প্রিয়সখীর সর্ব্ব শরীর নিস্পন্দ, নয়ন স্থির এবং নয়নতারাদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়েছে. অথচ নয়নজলে গণ্ডদেশ ভেসে যাচ্ছে ; ইহার কারণ কি ?”

স্ব, ল। [দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক] “হেমলতে ! আর বল্‌বো কি, শীঘ্র জল লয়ে এস, প্রিয়সখী মূর্চ্ছিতা হয়েছেন।”

হে, ল। “সখি ! তুমি বাতাস কর ; আমি জল লয়ে আসছি।”

[এই বলিয়া দ্রুতবেগে গমন এবং বারিপূর্ণ পাত্র হস্তে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কমলমঞ্জরীর বদনে জল সিঞ্চন ও সলিলার্দ্র করদ্বারা মুখ মার্জ্জনা করিতে করিতে] "কৈ, এখনওত চৈতন্য হলনা ; সখি স্বর্ণলতে ! একবার ধর, পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়ে তালবৃন্ত দ্বারা বাতাস করে চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা দেখি।"

অনন্তর উভয়ে ধরাধরি করিয়া পালঙ্কোপরি শয়ন করাইয়া ব্যজনিকা দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন ; অনেকক্ষণ অতীত হইল, তথাপি চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন না।

তদ্দর্শনে সখিদ্বয় হতাশচিত্তে মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক সরোদনে কহিতে লাগিলেন, "একি : এ যে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো। হায় ! এই দুর্ব্বিষহ অশুভ সংবাদ কি প্রকারেই বা মহারাজ এবং মহিষীর কর্ণগোচর কর্ব্বো ; এই দুরূহ শোকের কথা শ্রবণ করে তাঁরাত কখনই প্রাণ ধারণ কর্ত্তে পার্ব্বেন না ; তাঁদের জীবন সর্ব্বস্ব ধন এই কন্যা মাত্র।" এই বলিয়া কমলমঞ্জরীর বদন প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়সখি ! একবার নয়নোন্মীলন করে আপনার ঐ বদন সুধাকরের বাক্যামৃত বর্ষণে আমাদিগের চিত্ত চকোরকে পরিতৃপ্ত করুন। আপনার বদনশশী রাহুকরাচ্ছাদিত শশাঙ্কের ন্যায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়েছে ; শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও নিস্পন্দ ; এই সকল প্রত্যক্ষ করে অক্ষিনীরে দৃষ্টি শূন্য হলাম। প্রিয়ম্বদে ! একবার আশ্রিতাদিগের প্রতি প্রীতনেত্রে অবলোকন করতঃ সখী

সম্বোধনে মনোদুঃখ দূর করুন। হায়! আমরা এখন কোথায় যাব, কার শরণাপন্ন হব, কে আমাদের যত্ন কর্ব্বে এবং কাহার আশ্রয়েই বা সুখী হব। ভর্ত্তৃনন্দিনি! আপনি যদি অগ্রগামিনী হলেন, তবে এই পরিচারিণীদ্বয়কেও সঙ্গে লয়ে গমন করুন; আপনার বিচ্ছেদে আমরা কখনই প্রাণ ধারণ কর্ত্তে পার্ব্বোনা; আপনার সেবার্থে অনুগামিনী হব।" সখীযুগল করুণস্বরে এবম্প্রকার বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, হেমলতা ব্যগ্রতা সহকারে কহিলেন, "স্বর্ণলতে! এই যে অল্প অল্প নিঃশ্বাস বহির্গত হচ্ছে, বোধ হয়, চৈতন্য লাভের উপক্রম হয়েছে।"

স্ব, ল। [মনোনিবেশ পূর্ব্বক রাজকুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া,] "এ চৈতন্য লক্ষণ বটে; ভগবান কি এমন দিন দেবেন যে, পুনরায় প্রিয়সখীকে প্রাপ্ত হব।"

[কমলমঞ্জরীর ক্রমে ক্রমে চৈতন্য লাভ এবং সতৃষ্ণ নয়নে সখীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত] তদবলোকনে সখীদ্বয় নৃপবালার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক সরোদনে কহিলেন, "ভূপালতনয়ে! অধীরতা পরিত্যাগ করে চিরসেবিকা শূন্য-হৃদয়া দাসীদ্বয়কে আশ্বাসিত করুন; আপনাকে চৈতন্য-শূন্য অবলোকন করে আমরাও চৈতন্যহারা হইয়াছি।"

[কমলমঞ্জরী নিরুত্তরা] অনন্তর হেমলতা কহিলেন, "মহীনাথদুহিতে! ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন; বৃথা শোক প্রকাশে ফল কি; বিধাতা সানুকূল হলে অবশ্যই

মনচোরকে প্রাপ্ত হবেন ও মনোবাসনা পূর্ণ হবে। শুন সখি! আমি আর্য্যা আচার্য্য পত্নীর মুখে শুনেছি, পূর্ব্বকালে নিষধাধিপতি নল মহীপতির মহিষী সাধ্ব্যাসতী দময়ন্তী ঘোর কানন মধ্যে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে অসীম কষ্টে কালযাপন করে, শ্রীবৎস রাজমহিষী চিন্তাসতী গ্রহচক্রে নিপতিত বশতঃ পতি বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হয়ে অশেষ ক্লেশে, ভগবান অগস্ত্য-বনিতা রাজদুহিতা লোপামুদ্রা পতিবিরহবাণে প্রপীড়িত হয়ে কষ্ট সাধ্যে ও জনক রাজনান্দিনী সীতাসতী রক্ষপতি দশাস্য কর্ত্তৃক অপহৃত হয়ে মরণাধিক যন্ত্রণানুভব করতঃ অবশেষে শুভগ্রহ সঞ্চারে স্বীয় স্বীয় প্রাণ পতিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঐ রূপ শুভগ্রহ উদয় হলে আপনিও জীবনকান্তকে পুনঃপ্রাপ্ত হবেন; অতএব এক্ষণে অধীরা রমণীর ন্যায় বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আরও দেখুন, অজ্ঞান ব্যক্তিরাই শোকে বিমোহিত হয়; কিন্তু আপনিত শিক্ষিতা, তবে অশিক্ষিতার ন্যায় শোকাকুলা হচ্ছেন কেন? শোক পরিত্যাগ করুন; সর্ব্বান্তর্যামী অখণ্ড ভূমণ্ডল ও স্বর্গ পাতাল প্রভৃতি চতুর্দ্দশ লোকাধীশ্বর ত্রিতাপহরণ গোলক বিহারীর শ্রীচরণ চিন্তা করুন; অবশ্যই তাঁর কৃপায় সকল বাসনা সফল হবে।”

হেমলতার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করণানন্তর নৃপসুতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া উপবেশন করতঃ নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “হেমলতে! তুমি যে সকল উপদেশ পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ

কর্ল্লে, তা সকলই সত্য ; কিন্তু সখি ! আমার মন যে প্রবোধ মানে না, কে যেন অলক্ষিত ভাবে আমাকে বল্‌ছে, "কমলমঞ্জরি ! তোমার এ জন্মের মত সকল সাধ ফুরিয়েছে।" সহচরি ! তবে কি আমি আর প্রাণবল্লভের দর্শন প্রাপ্ত হব না! আর কি তাঁর চরণ সেবায় অধিকারিণী হতে পার্ব্বো না ? জীবনকান্ত আর কি আমাকে দাসী বলে সম্ভাষণ কর্ব্বেন না ? আমার কি ইহজন্মের সকল সুখেরই শেষ হলো ? সখি ! যিনি বিপদে হিতোপদেশ প্রদান করেন, তাঁকেই প্রকৃত বন্ধু বলা যায় ; এক্ষণে তোমরা আমার হিতৈষিণী প্রিয়সখী, সুখ দুঃখের সমধিকারিণী ; অতএব আমাকে হিত মন্ত্রণা প্রদান কর ; বল, কিসে শ্রেয়লাভে সমর্থ হব ?"

হে, ল। "ভর্ত্তৃনন্দিনি। আপনার মনোভিলাষ কি, প্রকাশ করুন।"

ক, ম। "অভিলাস আর কিছুই নয়, কেবল যাঁর অদর্শনে এত কষ্ট প্রাপ্ত হচ্ছি, তাঁকেই দর্শন করা মাত্র।"

হে, ল। "কি প্রকারে দর্শন কর্ব্বেন স্থির করেছেন ?"

ক, ম। "আমি মনোমধ্যে স্থির করেছি যে, স্বয়ং যোগিনী বেশে প্রিয়তমের অন্বেষণে গমন কর্ব্বো ; সে বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় কি ব্যক্ত কর।"

সখীদ্বয় রাজদুহিতার ঈদৃশ বচন শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সবিস্ময়ে হেমলতা কহিলেন, "ওমা, একি কথাগা ! আপনার কথা শুনে যে জ্ঞান শূন্যা হলাম ; আপনি অবলা, কুল-কুমারী ; কখন গৃহের

বাহির হন নাই, তবে কি সাহসে এরূপ অসম্ভব কথা মুখে আনলেন; ছি! ছি!! ছি!!! আপনি একেবারেই উন্মাদিনী হয়েছেন না কি? আপনার কথা শুনে যে হৃৎকম্প হচ্ছে! কেহ কি কখন কাহাকে ভালবাসে নাই; আপনিই প্রথম এই পথ প্রদর্শন কচ্ছেন না কি? সকলেরই ভালবাসার লোক আছে; দেখুন কত শত কুলকামিনী পতিগণ দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য অথবা অর্থোপার্জ্জনা-ভিপ্রায়ে গমন কল্লে তাঁরা কি গৃহে বাস করেন না? তাঁহারাও কি সন্ন্যাসিনী হয়ে প্রিয়তমের অন্বেষণে গমন করেন? আপনাকে এতদিন বুদ্ধিমতী ও সুশীলা বলে জান্‌তাম; কিন্তু আজ আপনার কথা শুনে আমাদের সে ভ্রম দূর হলো; যেহেতু আপনি তুচ্ছ প্রণয়ের বশীভূতা হয়ে অকারণে মহারাজের অখণ্ড যশঃশশাঙ্ককে কলঙ্করাহু-মুখে অর্পণ কর্ত্তে ইচ্ছা কর্চ্ছেন; আপনিত শিক্ষিতা, বলুন দেখি কোন্‌ ধর্ম্ম অবলম্বন করে পিতা মাতাকে দুরূহ কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন কর্ত্তে উদ্যত হয়েছেন? আমরা আপনার দাসী, আপনাকে এতদূর বল্‌বার অধিকারিণী নহি; কিন্তু হিতোপদেশ প্রদান করা হিতৈষিণীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে বল্‌তে সাহসী হচ্ছি; অতএব আমাদের উপর রাগ কর্ব্বেন না; অতঃপর ঘৃণিতাভিপ্রায় পরিত্যাগ করে সুস্থ চিত্ত হন; যাতে সকল দিক রক্ষা হয়, তা করুন; এত অধৈর্য্য হলে কি হবে? সময়ে সকল ফল ফলে; শুভ কাল উদয় হলে অবশ্যই চিত্তচোরকে প্রাপ্ত হবেন।

সহচারিণীদ্বয় এবম্প্রকার ভৎর্সনা সম্বলিত আশ্বাস বচনে প্রবোধ প্রদান করিলে, নৃপবালা সজললোচন ও গদগদ বচনে কহিলেন, "সখি! একে আমি প্রাণবল্লভের বিচ্ছেদ-হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছি, সে অনল নিবারণের চেষ্টা করা দূরে থাক্, তাতে আবার ভৎর্সনা রূপ আহুতি প্রদান করে দ্বিগুণাগুণ প্রজ্জ্বলিত কচ্ছো; সে পক্ষে আর কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা জীবিতেশ্বর কেন আমাকে দুস্তর দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে দেশান্তরে গমন কর্ব্বেন? আর এই হতভাগিনীর পাপপ্রাণ কেনই বা এ ঘৃণিত দেহ পরিত্যাগ কর্ত্তে কুণ্ঠিত হবে?" অনন্তর কপালে করাঘাত পূর্ব্বক "হা দুরদৃষ্ট! রে পাপপ্রাণ! আর কি সুখে এই দুর্ভাগিনী পাপিনীর পাপ দেহে বাস কর্চ্ছিস্? যাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাস্তাম, তিনিই যদি পরিত্যাগ কল্লেন, তবে এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে আর মায়া কি? এক্ষণে হয় জলে অথবা অনলে পাপপ্রাণ সমর্পণ করে যমদণ্ডাধিক যাতনার হস্ত হতে নিস্তার লাভ কর্ব্বো।" এই বলিয়া অবনত বদনে রোদন করিতে লাগিলেন।"

এতদবলোকনে সখীদ্বয় স্ব স্ব বসনাঞ্চলে নেত্রবারি মোচন ও শীতল সলিলে বদন সিক্ত করিয়া ব্যজন করিতে করিতে হেমলতা কহিলেন, "রাজাত্মজে! স্থির হন; একটী কথা বলি শুনুন; এই ভূমণ্ডলস্থ প্রাণী সকলের অদৃষ্টমূলে বিধাতা যা লেখেন, তা অবশ্যই ঘটে; সে স্থলে জীবাদির ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্যই সংঘটিত হয় না। যদি তা হতো, তবে

এই জগতীতলে সকলেই সুখের পদবীতে পদার্পণ করে চিরজীবন সুখে কালাতিবাহিত কর্ত্তো, কাহাকে দুঃখের বিন্দুমাত্রও অনুভব কর্ত্তে হতো না। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার কি আশ্চর্য্য কৌশল; তিনি সুখ দুঃখ দুইটীর সৃজন করেছেন বলেই কখন সুখ ও কখন দুঃখানুভব হয়ে থাকে; ইহার মধ্যে যদি একটীর সৃজন কর্ত্তেন, তা হলে ঐ দুইটীর মধ্যে পরস্পর কিছুই তারতম্য থাক্তোনা। ইহাই বিবেচনা করে দেখুন দেখি যে, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ অবশ্যম্ভাবী কি না। বিশ্বপাতার আরও আশ্চর্য্য কৌশল অবলোকন করুন; স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সহযোগে রমণী গর্ব্ভবতী হয়; গর্ব্ভস্থ প্রাণী-বীজ প্রথমে জরায়ু মধ্যে স্থিত হয়ে কুলালচক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করতঃ একপক্ষ মধ্যে মাংসপিণ্ড এবং ঈশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ কৌশল গুণে এক, দুই, তিন, চার, করে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ অষ্টম মাসে সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্ট হলে নবম মাসে সেই চৈতন্যরূপ চৈতন্য প্রদান করেন; কিন্তু চৈতন্য লাভ হবা মাত্রেই সুখ দুঃখানুভব হয়ে থাকে। তখন সেই গর্ব্ভস্থ সন্তান নিদারুণ গর্ব্ভ যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে অক্ষম হয়ে সরোদনে যোড়হস্তে উর্দ্ধমুখে জগদীশ্বরোদ্দেশে বল্‌তে থাকে, হে দীনবন্ধো! কৃপা করে এই দুস্তর দুর্গতি-পূর্ণ গর্ভযন্ত্রণা হতে বিমুক্ত করুন। হে বিভো! আমি শপথ পূর্ব্বক নিবেদন কর্চ্ছি যে, এইবার এই গর্ভরূপ ঘোর নরক হতে নিষ্কৃতি লাভ করে, ভূমিষ্ঠ কাল হতে জীবন ধারণ কাল পর্য্যন্ত অহরহ আপনার

শ্রীপাদপদ্ম হৃদপদ্মে সংস্থাপন ও ভবদীয় পবিত্র নাম কীর্ত্তন করে কালগত কর্ব্বো, ভ্রমক্রমেও কখন ঐ দুর্ল্ভ নাম বিস্মরণ হব না।' কিন্তু মহামায়ার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব; তাঁর প্রভাবে জন্ম মাত্রেই সমস্তই বিস্মরণ হয়ে সুখ দুঃখ রূপ চক্রে নিয়তই ঘূর্ণায়মান হতে থাকে। অতএব হে ভর্ত্তৃনন্দিনি! এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করে, এ সংসারকে অসার জেনে চৈতন্য রূপের চরণ চিন্তা করুন; তাঁর কৃপায় অবশ্যই সফলমনোরথ হবেন।"

হেমলতার নীতিপূর্ণ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপবালা ঈষদ্ধাস্য করতঃ কহিলেন, "হেমলতে! তুমি বৃদ্ধার ন্যায় যে সকল ধর্ম্মসঙ্গত সদুপদেশ প্রদান কল্লে, তা সকলই সত্য; কিন্তু সখি! বল দেখি, প্রণয় কি উপদেশের অপেক্ষা রাখে, না ধর্ম্মমূলক নীতিবাক্যে আস্থা করে, কি আত্মীয়-গণের অনুরোধ রক্ষায় শ্রদ্ধাবান হয়। চিত্তক্ষেত্রে একবার প্রণয় বীজ পতিত হলেই অঙ্কুরিত, পরে কোমলতায় পরিবর্দ্ধিত হয়ে ক্রমে ক্রমে এরূপ দৃঢ় হয় যে, ধৈর্য্য রূপ তীক্ষ্ণধার কুঠারেও সহসা তাহা ছেদন কর্ত্তে পারা যায় না; এরূপ স্থলে তোমার উপদেশ বাক্যে যে প্রণয় বেগ প্রত্যাগত হবে এমন মনেও করোনা। এমন কি, যে যাকে একবার সরলতার সহিত ভাল বেসেছে, সেই ভালবাসার পাত্র যদি অতি ঘৃণিত কার্য্য করে, স্নেহকর্ত্তা তা প্রত্যক্ষ করেও সে কার্য্য উৎকৃষ্ট এবং সে যদি কুৎসিত হয় তাকে পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ হতে সুন্দর ও কর্ক্কশ ভাষী হলেও অমৃত

ভার্য্যা বলে থাকেন। অতএব সখি! প্রণয় অতি উপাদেয় পদার্থ ও অসমুদ্র সম্ভূত অমূল্য রত্নের আকর বল্লেও অত্যুক্তি হয় না; এ জন্য বল্‌ছি, নিরস্ত হও, আর অকারণ বাক্য ব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। যদি কাহাকে কখন হৃদয়ের সহিত ভাল বাস্‌তে, তা হলে বুঝ্‌তে পার্‌তে যে, ভাল বাসা কি পবিত্র বস্তু এবং ভাল বাসার প্রণয় সিন্ধুনীরে জাতি, কুল, মান, মর্য্যাদা, দেহ, মন, প্রাণ, লজ্জা ও ধৈর্য্য সকলই বিসর্জ্জন কর্ত্তে, সন্দেহ নাই।"

হে, ল। "ভালবাসার জন্য সকলই দিতাম সত্য, কিন্তু বলুন দেখি, এই ভূমণ্ডলের মধ্যে এমন কে আছে যে, ভালবাসার জন্য আপনার ন্যায় সংসারের সার বস্তু সকলের সুখে বঞ্চিত হয়েছেন। ভালবাসা ত কেবল সুখের জন্য; প্রণয় কি অসুখের কারণ হবে; যদি তাই হয়, তবে ত্রিলোকের লোকে কি জন্য প্রণয়ের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন।"

হেমলতার বাক্য শ্রবণে রাজনন্দিনী উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "হেমলতে! তুমিত প্রণয়িনী নও, তোমার নিকট প্রণয়ের প্রসঙ্গ করাই অনুচিত; যেমন অন্ধকে সুচিত্র দর্শনে, বধিরকে সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে এবং নাস্তিককে হরিগুণগানে অনুরোধ করা বিফল; যে ব্যক্তি প্রণয় রসাস্বাদন গ্রহণ না করেছে, তার নিকট প্রণয় প্রসঙ্গও তদ্রূপ। ভালবাসার জন্য যে কে কাহাকে কি দিয়েছে, তা বল্‌তে চাহি না, তবে এই মাত্র নিশ্চয় রূপে বল্‌তে পারি, যে

যাকে একবার সরল হৃদয়ের সহিত ভাল বেসেছে, সে তার জন্য অসঙ্কুচিত চিত্তে সকলই দিতে পারে ; তাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।”

নৃপকুমারীর বাক্যাবসানে স্বর্ণলতা কহিলেন, “অবনীপাল তনয়ে! আপনি যদি তাঁকে এত ভাল বাসেন, তবে তিনিও আপনাকে তত্তুল্য রূপ ভাল বাসেন, সন্দেহ নাই ; যেহেতু একহস্তে কখন তালি বাজেনা। এমত স্থলে তিনি আপনার ন্যায় ভাল বাসার পাত্রীকে পরিত্যাগ করে কেন এই দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন ; প্রণয়ত কারো অনুরোধ রক্ষা করে না, তবে তিনি কার অনুরোধ রক্ষা কর্চ্ছেন, আমাকে বলুন।”

স্বর্ণলতার বচনাকর্ণনে কমলমঞ্জরী কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; তৎকালে তাঁহার নীলনলিনী তুল্য আকর্ণ বিস্তৃত লোচনযুগল দিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলও নিপতিত হইল। পরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সরোদনে কহিতে লাগিলেন, “সহচরি! আমি যে বিশেষ রূপে তাঁর মন জেনেছি, তিনি আমাকে তদ্গতপ্রাণা প্রেমাধিনী দাসী জেনে অতিশয় স্নেহ করেন ; এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, প্রাণবল্লভের কোন গুরুতর বিপদ ঘটেছে, নচেৎ সামান্য কারণে এই হতভাগিনীকে বিস্মৃত হন নাই।”

নৃপসুতার বচনাবসানে হেমলতা কহিলেন, “প্রিয়সখি! দুশ্চিন্তা দূর করুন ;” এই বলিয়া স্বর্ণলতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, “স্বর্ণলতে! তুমি প্রিয়সখীকে যে কথা

জিজ্ঞাসা কল্লে, উনি তার কোন প্রকৃত উত্তর দিলেন না; আমি সে কথার উত্তর দিচ্ছি, শুন; আমাদের প্রিয় সহচরী স্ত্রী জাতি, অতি সুকুমারী রাজকুমারী, সরলতা ও কোমলতায় পরিপূর্ণা; অতএব শস্ত্রধারী দয়া মায়া বিহীন পাষাণ হৃদয় পুরুষের মন কি সখীর মনের ন্যায় কোমল হবে? যতই হউক না কেন, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মনের অনেক প্রভেদ; ইনি এখানে তাঁর জন্য রোদন করে দিন কাটাচ্ছেন, তিনি হয়ত কোথায় মার্ মার্ কাট্ কাট্ করে সময়াতিবাহিত কর্চ্ছেন; এমনস্থলে উভয়ের মনের ভাব কিরূপে এক হবে।"

ক, ম। "সখি! তোমরা তাঁকে ওরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করোনা; আমি বিবেচনা করি, আমার নাথের তুল্য সহৃদয় ব্যক্তি এই জগন্মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। তিনি কোন গুরুতর বিপদে পতিত হয়েই প্রত্যাগমনে বিলম্ব কর্চ্ছেন, নচেৎ এতাধিক বিলম্ব হবার সম্ভাবনা কি। আমি নিজে অশেষ কষ্ট ও সমূহ অপ্রিয় বাক্য সহ্য কর্ত্তে কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু আমার প্রাণকান্তের নিন্দাকথা প্রাণান্তেও সহ্য কর্ত্তে পারিনা। তাঁর স্বভাব চরিত্রের বিষয় আমি যতদূর জানি, অন্যে তার বিন্দুমাত্রও জানে না; এজন্য নিশ্চয় বল্‌ছি, অমঙ্গল ঘটনা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কখনই তিনি এ দাসীকে বিস্মৃত হন নাই।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এতচ্ছ্রবণে হেমলতা কহিলেন, "ভর্তৃসুতে! ঈশ্বর না করুন, যদি কোন অমঙ্গল ঘটনাই ঘটে থাকে, তাহাতে

সাধ্য কি আছে; এক্ষণে স্থিরচিত্ত হয়ে দেবতাদিগের নিকট তাঁর শুভ কামনা করুন; দেবতারা প্রসন্ন থাক্‌লে সকল বিপদ বিনষ্ট হবে ও পরিণামে শ্রেয়লাভে সমর্থা হবেন; অতঃপর ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আর অবনত মস্তকে অবস্থিতি কর্ব্বেন না।"

এবম্প্রকারে সখীদ্বয় রাজনন্দিনীকে বহুবিধ প্রবোধ প্রদান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে চিন্তা হইতে বিরত করিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বর্ণলতা নৃপবালার অগোচরে সঙ্গিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভাই হেমলতে! রাজবালাকে দিন দিন কৃশাঙ্গী ও লাবণ্যহীনা হতে দেখে আমার কোন রূপে ভাল বলে বোধ হচ্ছেনা। ভাই! ইহঁাকে যে রূপ দুশ্চিন্তান্বিতা দেখ্‌ছি, তাতে যে ইনি পূর্ব্বের ন্যায় মনোহারিণী কান্তি প্রাপ্ত হবেন, ইহা আমার বোধ হচ্ছে না।"

হে, ল। "কেন; শারদীয় পৌর্ণমাসী শশী প্রাবৃট কালীন কৃষ্ণপক্ষের সমাগমে ক্ষয় প্রাপ্ত ও নীরদজালে আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্প্রভ হয় বটে, কিন্তু তাই বলে কি তাঁকে চিরকাল ঐ অবস্থা ভোগ কর্ত্তে হয়; আবার কি সেই শারদীয় শুভ্র বর্ণ পৌর্ণমাসীর সমাগম হয় না? অবশ্যই হয়।"

এই রূপে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে পশ্চাদ্ভাগে মনুষ্যের পদধ্বনি এককালে তিনজনেরই কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা সচকিতে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটী রমণী মূর্ত্তি আগত। তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও লাবণ্য দর্শনে পরম রূপবতী বলিয়া বোধ হইল। তিনি এখনও

যৌবন সীমা হইতে অপসৃতা হন নাই ; বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ হইবেক। ললনা মরাল বিনিন্দিত পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন ; "কি ভাই ! তোমরাও যে এখনও শয়ন কর নাই ?"

হে, ল। "আমরাত এখনও শয়ন করি নাই, তুমিই কোন্ শয়ন করেছ।"

আগতা স্ত্রী। "আমি শয়ন করেছিলাম, কিন্তু একটী কথা মনোমধ্যে তোলা পাড়া করে নিদ্রা হলোনা, এজন্য প্রাসাদোপরি উত্থিত হয়ে বায়ু সেবন কর্চ্ছিলাম ; এমৎ কালে তোমাদের পরস্পর কথাবর্ত্তা সকল অস্পষ্ট রূপে শ্রবণ করে সৌধ হতে অবতীর্ণ হয়ে এই খানে উপস্থিত হলাম।"

হে, ল। "ইন্দুবালে ! তোমার নিদ্রা না হবার কারণ কি, আমাদের নিকট বল।"

ইন্দুবালা। "ভাই সন্ধ্যার সময় একটী নূতন সংবাদ জ্ঞাত হয়ে প্রায় চারিদণ্ড রাত্রির সময় বাটি এসে কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তোমাদের কর্ণগোচর করাইতে পারিনি, মনে করেছিলাম কল্যই বল্‌ব ; কিন্তু সেই কথাটী মনোমধ্যে তোলা পাড়া করে ঘুম হলোনা ; এজন্য তোমাদের কাছে বল্‌তে এসেছি।"

কমল-মঞ্জরী। [ব্যগ্রতার সহিত] "ইন্দুবালে ! বল ! বল !! সে কি কথা ? আমার বোধ হচ্ছে সংবাদটী আশ্চর্য্য জনক ; নচেৎ কেনই বা তোমার নিদ্রা হলোনা।"

ইন্দু। "রাজনন্দিনি ! আমি অদ্য বিকালে মহারাণীর

নিজের বিশেষ কার্য্য সাধন জন্য মন্ত্রীপত্নীর নিকট গমন করেছিলাম; তথায় উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লাম, মন্ত্রী মহাশয় বাড়ি নাই; মন্ত্রিপত্নী ভূতলে পতিতা হয়ে কপালে ও বক্ষে করাঘাত কর্ত্তে কর্ত্তে স্বীয় সন্তানের নামোল্লেখ পূর্ব্বক বিবিধ করুণ বাক্যে রোদন কর্চ্ছেন। তাঁকে তদবস্থান্বিতা দেখে ধূলিশয্যা হতে উত্তোলন কল্লাম এবং গাত্র ধূলা মার্জ্জনা করে বদনে সলিল প্রদান পূর্ব্বক বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা কর্ত্তে লাগিলাম। এই কালে মন্ত্রীবর ভবনে প্রত্যাগত হয়ে সহধর্ম্মিণীর ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করে প্রবোধ বাক্যে বল্লেন, "প্রিয়ে! ধৈর্য্যাবলম্বন কর; অদ্য মহারাজের সহিত যুক্তি স্থির হয়েছে যে, আমরা উভয়েই চন্দ্রশেখর ও গুণাধারের অন্বেষণে গমন কর্ব্বো; যখন স্বয়ং মহারাজ ও আমি ঐ কার্য্য সাধনে ব্রতী হয়েছি, তখন আর শোক প্রকাশের আবশ্যকতা নাই; এক্ষণে শান্ত হয়ে ঈশ্বর সমীপে সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা কর।" তিনি আরও বল্লেন, "আমাদের মহারাজের সেনাপতি চন্দ্রশেখর ফুল্লার-বিন্দুনগরাধিপতি মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কশেখরের পুত্র; বাল্যকালে রিপুকর্ত্তৃক পিতৃ-মাতৃ-বিয়োজিত হয়ে অরণ্য মধ্যে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। আমাদের মহারাজ মৃগয়ার্থ গমন করে দৈবনিবন্ধন সেই কাননেই তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছেন।"

ক, ম। [সবিস্ময়ে] "ইন্দুবালে! তুমি যা বল্লে তা যে সমূহ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার, তার আর সন্দেহ নাই। অতএব বল দেখি, অমাত্য মহাশয় এই সকল বৃত্তান্ত কি প্রকারে জ্ঞাত হলেন।"

ইন্দু। "মন্ত্রীপত্নী ঐ কথা জিজ্ঞাসা কল্লে, তিনি বল্লেন, একজন সন্ন্যাসী তাঁকে ঐ সকল বিবরণ জ্ঞাত করেছিলেন।"

ক ম। 'তুমি কি ঐ বৃত্তান্ত আমার জননীর নিকট বলেছ ?'

ইন্দু। "বলেছি বইকি, কেবল আপনাদের কাছে বল্‌তে বাকি ছিল; তা ভাই! এখন বাঁচ্‌লেম, পেট্‌টা যেন খোলসা হলো।"

ক, ম। "মা ঐ সকল কথা শুনে কি বল্লেন ?"

ইন্দু। "তিনি আমার মুখে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে রোদন কর্ত্তে কর্ত্তে বল্লেন, ইন্দুবালে! আমি চন্দ্রশেখরকে প্রাপ্ত হওনাবধি আত্মপুত্রের ন্যায় স্নেহ করে থাকি এবং তাঁকে তদ্রূপ ভাবেই লালন পালনে পরিবর্দ্ধিত করেছি; সুতরাং সে যে আমার যত্নের বস্তু ও স্নেহের ধন, তার আর সংশয় কি। আমি মহারাজের সহিত যুক্তি স্থির করে রেখেছি যে, চন্দ্রশেখরের সহিত আমার প্রাণাধিকা কমলমঞ্জরীর বিবাহ দিয়া একাসনে চন্দ্রকমল দর্শনে মনোবাসনা পূর্ণ কর্ব্বো। চন্দ্রশেখর সর্ব্বাংশেই কমলমঞ্জরীর অনুরূপ পাত্র; এ পরিণয় সুখের ভিন্ন কোন প্রকারেই অসুখের হবে না। কিন্তু, বিধাতা প্রতিকূল হয়ে বুঝি আমাদের চিরমনোরথ পূর্ণ কর্ত্তে দিলেন না। তা যা হক, ইন্দুবালে! আমার কমলমঞ্জরীর অদৃষ্ট বড় মন্দ; নচেৎ এরূপ ঘট্‌বে কেন।"

ক, ম। [সরোদনে] সখি ইন্দুবালে! মা, যা বলেছেন, তার কিছুই মিথ্যা নয়; আমার যে কপাল মন্দ, তার আর

সংশয় কি। নচেৎ কেনই বা প্রাণবল্লভের দুরন্ত বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে পাপপ্রাণে জীবিত আছি। হা বিধাতঃ! আমি কি আপনার নিকট এতই অপরাধিনী যে, এই হতভাগিনীর অদৃষ্ট তরুতে কেবল বিষময় ফল নির্দ্দিষ্ট করেছেন। হে দেবেশ! এই অনাথা অবলার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করা ভবদীয় মহাত্মার উচিত হয় নাই; কিন্তু আপনারই বা দোষ কি, আমি পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করেছি, ইহজন্মে তারই ফল ভোগ কর্চ্ছি; হয়ত, কোন সাধ্ব্যাসতী পতিব্রতা কামিনীকে পতি হতে বঞ্চিত করেছিলাম, সেই পাপেই এরূপ দুরূহ প্রিয় বিরহ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হচ্ছি। এই বলিয়া বদনে অঞ্চল প্রদান পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দুবালা সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অশেষবিধ প্রবোধ বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

নৃপবালা ইন্দুবালার প্রবোধ বাক্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া দুঃখিত চিত্তে স্বীয় শয্যোপরি শয়ন করিলেন। তদবলোকনে ইন্দুবালা সখিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখি স্বর্ণলতে! সখি হেমলতে! রাত্রি অধিক হয়েছে, তোমরা নিদ্রা যাও, আমি চল্লাম;" এই বলিয়া গমন করিলেন।

পাঠক মহাশয়! এই ইন্দুবালা একজন অন্তঃপুর পরিচারিকা; পূর্ব্বে কমলমঞ্জরীর সহচরী ছিলেন, অধুনা মহারাণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহারই নিকট অবস্থিতি করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়! বহুদিনসাবধি মহারাজ শশাঙ্কশেখর এবং তদীয় দ্বিতীয় পরিণীতা পত্নী শশিকলার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; তাঁহারা কিরূপ অবস্থায় কালহরণ করিতেছেন, একবার জানা কর্ত্তব্য; অতএব বিরক্ত না হইয়া আমার সহিত আগমন করুন। এই দেখুন, রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত প্রাণিগণ নিঃশব্দে নিজ নিজ নিকেতনে মায়াময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়গত হইয়া পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করিতেছেন; কেবল মধ্যে মধ্যে নগর রক্ষক প্রহরীগণের ভীমনাদ এবং পেচকের কঠোরধ্বনি ও কুলায়-স্থিত বিহগকুলের পক্ষবিধুনন শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। এই ত্রিযামার শেষভাগে স্বর্ণপুরাধিপতি মহারাজ জীমূত-বাহনের অন্তঃপুর মধ্যে একটি সুসজ্জিত কক্ষে শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি অপূর্ব্ব শয্যায় রাজা শশাঙ্কশেখর বিষণ্ন বদনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; নয়ন জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল আর্দ্রীভূত হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি দীনভাবে রোদন করিতেছেন।

শশিকলা সন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার নলিনীনিন্দিত নয়নযুগল হইতে নিরন্তর নির্ঝর বারির ন্যায় নীরধারা পতন হইতেছে। তাঁহাদিগের তৎকালীন ভাব প্রত্যক্ষ করিলে বোধ হয়, যেন ত্রিদশাধিপতি ভগবান শচিকান্ত দুরন্ত দানব ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা মহিষীকে সঙ্গে লইয়া ত্রিদশনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে আগমন করতঃ এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করণানন্তর আত্ম দুর্ভাগ্যের বিষয় স্মরণ করিয়া শোকার্ত্ত চিত্তে রোদন করিতেছেন।

"শশাঙ্কশেখর কহিলেন, উঃ! স্বপ্নে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই লক্ষ করিলাম; তাহা স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প হইতেছে। তাইত! প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তুর অমঙ্গল? রে পাষাণ হৃদয়! অবিলম্বে বিদীর্ণ হ। হায়! আমি কি নরাধম; সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পিতৃ-পুরুষদিগের চিরপ্রসিদ্ধ যশোরাশি এককালে অতল জলে নিমগ্ন করিলাম? আমাকে ধিক্! দুরাত্মা রণপ্রতাপ আমার রাজ্যধন অধিকার করতঃ অদ্যাবধি সুখে অবস্থান করিতেছে; আমি নিশ্চেষ্ট ভাবে অন্যদীয় উপভোগ দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছি; প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র কলত্র ও বন্ধুবর্গ এখন কোথায়, কিরূপে অবস্থান করিতেছে, কে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, তাহারা জীবিত আছে কি না, একবার ভ্রমেও তাহা মনে করি নাই। উঃ! কি নিদারুণ ব্যাপার! ধিক্ আমার বীর্য্যে! ধিক্ আমার শৌর্য্যে! ধিক্ আমার জীবনে!

রে পাপমতে অধর্ম্মি দুরাচার। তোর কি তিলার্দ্ধ ধর্ম্মের ভয় নাই? এই পৃথিবীস্থ কোন্ রাজা এমন দুরুহ কার্য্য সাধন করিয়াছে? বুঝিলাম নির্দ্দয়ের অসাধ্য কিছুই নাই; আমার প্রাণাধিক পুত্রেব প্রাণনাশ? রে নরক দৌবারিক! রে ঘৃণিত পাষণ্ড! তুই কোন্ প্রাণে নির্দ্দোষী শিশুর প্রতি অকারণ গুরুদণ্ড বিধান করিলি? তোর অন্তঃকরণে কি দয়ার বিন্দুমাত্রও নাই? রে নির্দ্দয়! রে অধর্ম্মানুচর! এই নৃশংস কার্য্য দোষে তোকে অন্তকালে দুরন্ত কৃতান্ত দণ্ডে অবশ্যই দণ্ডিত হইতে হইবে। হায়! আমার আর জীবন ধারণের ফল কি? রে যন্ত্রণাসহিষ্ণু কঠিন প্রাণ! অবিলম্বে এই পাপ কলেবর হইতে অপসৃত হ। কি! আমি কি ক্ষত্রিয় নহি? ক্ষত্রিয় বীর্য্যে কি এ দেহ উৎপন্ন হয় নাই? আমি না জীবিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছি? আমি না ক্ষত্রকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি? রে পাষণ্ড নরপিশাচ! অবিলম্বেই তুই দুষ্কার্য্যোচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি।” এই বলিয়া সক্রোধে গাত্রোত্থান করণানন্তর পর্য্যঙ্ক হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ভিত্তিস্থিত দোদুল্যমান অসি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “রে পামর! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!! তিষ্ঠ!!! এই করাল করবাল প্রহারে তোকে করাল কৃতান্ত কবলে কবলিত করিব। উঃ! আরত ক্রোধ সহ্য হয় না! আরত ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইতেছি না! [জীবিত ভ্রমে] হে করবাল! তুমিও কি এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কোষ মধ্যে অবস্থান করিবে? এক্ষণে বীরজনোচিত

কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান হও! একবার সুখ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া কোষ শয্যা হইতে অপসৃত হইয়া মদীয় করাসনে অবস্থান কর! আমি মনোমধ্যে স্থির নিশ্চয় করিয়াছি, কেবল তোমাকে মাত্র সহায় করিয়া সেই দুর্জ্জনকে সবান্ধবে সমনালয় প্রেরণ করিব।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "আমি কি কাপুরুষের ন্যায় চিরকাল পরগৃহে বাস ও পর অন্নে প্রতি-পালিত হইব? স্বীয় স্বাধীনতা উদ্ধারে কি যত্নবান হইব না? প্রাণসম স্ত্রী পুত্রের অন্বেষণে বিরত হইয়া অনায়াসে পাপ-দেহভার বহন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! কি ভ্রম। কি কাপুরুষত্ব! ধিক্ আমাকে! ধিক্ আমার বাহুবলে!" এই বলিতে বলিতে হস্ত হইতে অসি নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিরাসনে উপবেশন করণানন্তর নিস্তব্ধ হইয়া মনোমধ্যে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শশিকলা এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে অবস্থান করিতেছিলেন; এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া বাস্পপূর্ণ লোচন ও গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! অকস্মাৎ এতাধিক অধৈর্য্য হইবার কারণ কি? বলুন, কি রূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছেন? আপনার ঈদৃশ শোচনীয় ভাব অবলোকনে এক কালে চৈতন্য হারা হইয়াছি। হৃদয়েশ্বর! এ অধীনীত আপনার শ্রীচরণে কোন অপরাধ করে নাই, তবে অনুগত দাসীকে দুরূহ দুঃখ-সিন্ধুনীরে নিমগ্ন করিতেছেন

কেন? এক্ষণে মনোবেদনার যথার্থ কারণ সবিস্তরে বর্ণন করিয়া এ দাসীর উৎকণ্ঠা অপনয়ন করুন।”

প্রণয়িনীর মধুময় কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি কহিলেন, “প্রিয়ে! বলিব কি; যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দৃষ্টি করিয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত। স্বপ্নে দেখিলাম, আমার প্রিয়তমা মহিষী পতি পুত্র হারা হইয়া অন্তর্ব্বেদনায় অধৈর্য্য চিত্তে নিরন্তর রোদন করিয়া পাগলিনীর ন্যায় কান্তারে কান্তারে পরিভ্রমণ করতঃ কখন ধরাসনে পতিতা, কখন ধূলিশয্যা হইতে উত্থিতা হইয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে কহিতেছেন, “হা নাথ! কোথায় আছেন? একবার আসিয়া এই চির-দুঃখিনী অধিনী দাসীর দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন; আমি আপনাকে এবং প্রাণাধিক চন্দ্রশেখরকে হারা হইয়া এই দুর্গতি পূর্ণ দুর্গম বিপিনাভ্যন্তরে কাঙ্গালিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছি।”

তৎপরে দেখিলাম, উঃ! কি ভীষণ ব্যাপার! তাহা স্মরণ করিতেও সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইতেছে। দেখিলাম দুষ্ট রণপ্রতাপ দূতদ্বারা আমার জীবন কুমার চন্দ্রশেখরের করযুগল দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া অশেষবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছে; আমার হৃদয়নিধি ভয় ব্যাকুলিত মনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে “পিতঃ! রক্ষা করুন, পিতঃ! রক্ষা করুন,” বলিয়া মদীয় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। এই কালে ঐ দুষ্ট ঘাতক দিগকে আদেশ প্রদান করিলে, তাহারা আমার জীবন সর্ব্বস্ব ধনকে বধ্য ভূমিতে লইয়া গেল।

আমার জীবন ধন জীবন-ধন হারাইবার আশঙ্কায় ভীতান্তঃ-করণে সাশ্রুলোচন হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে ঐ নরপিশাচ দুর্ব্বৃত্তদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রিয়ে! এবম্প্রকার অশিবসূচক স্বপ্ন দর্শন করিয়া এককালে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। হা বৎস! হা হৃদয়রত্ন! হা প্রাণাধিক! বাপ্! আমি তোমার এরূপ নৃশংস পিতা যে, তোমার প্রাণনাশ সময়ে সাহায্য দান বা তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। বৎস! তুমি বালক; আহা! প্রাণনাশ সময়ে ভয় প্রযুক্ত এই হতভাগ্য কৃতঘ্ন চণ্ডালকে কতই ডাকিয়াছিলে; কত কষ্টই সহ্য করিয়াছ। ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার ক্ষত্রিয় বাহুবলে! বাপ্ রে' এই দুর্ভাগা তোমার চির অদর্শন হুতাশনে অহরহ দগ্ধ হইতেছে, একবার আসিয়া চন্দ্রাস্যে পিতা বলিয়া উত্তাপিত হৃদয় সুশীতল কর। উঃ! হৃদয় বুঝি বিদীর্ণ হইল; কৈ তাহা হইলেও ত সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইতাম। রে জীবন ধন! তোর চন্দ্রবদন দর্শন বিহীনে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতেছি; অবিরত মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে; আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না।” এই বলিতে বলিতে মূলচ্ছেদিত বনস্পতির ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া হর্ম্ম্যতলে পতিত হইলেন।

নৃপজায়া এতদবলোকনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া নাথের ভূপতিত মস্তক স্বীয় উরুদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক নয়ন জলে প্রাণকান্তের

কলেবর ভাসাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের তৎকালের ভাব প্রত্যক্ষ করিলে প্রকৃতই বিবেচনা হয়, যেন অশ্বপতি নৃপ-দুহিতা সাবিত্রী সতী প্রাণপতি সত্যবানের মৃতদেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া রোদন করিতেছেন।

শশিকলা সরোদনে কহিলেন, "হায়! আমি কি মন্দ-ভাগিনী; জন্মাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে কতকষ্ট প্রাপ্ত হইলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাল্যকালে জনক জননীর লালন পালনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলে, দুরন্ত দৈত্য হস্তগত এবং তৎকর্ত্তৃক রসাতলে নীত হইয়া তথায় পূর্ণ সম্বৎসর কাল অশেষ ক্লেশে অতিবাহিত করিলাম। পরিশেষে দৈবানুগ্রহে প্রাণবল্লভের দর্শন লাভ করণানন্তর তাঁহার অসীম বাহুবল প্রভাবে দৈত্য বিনাশ এবং আমার উদ্ধারসাধন সম্পন্ন হইলে, বিধিলিপি অনুসারে আর্য্যপুত্র আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার সহিত পিত্রালয়ে পুনরাগত হইলাম। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত প্রাণবল্লভের মনকষ্টে একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারি নাই; কেবল মাত্র নাথের সেবা শুশ্রূষা জনিত কথঞ্চিৎ হর্ষে কালহরণ করিতেছিলাম; এক্ষণে প্রজাপতি আমার প্রতি এরূপ প্রতিকূল যে আমাকে বুঝি সে সুখেও জলাঞ্জলি দিতে হইল।" এই বলিয়া স্বীয় পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "জীবিতেশ্বর! একবার নয়নোন্মীলন করিয়া স্নেহময় সুধামাখা বাক্যে সম্ভাষণ করুন। আপনার বদন হিমাংশুর বচনপীযূষ পানে চিত্ত চকোরিণীকে সুখী

করি। নাথ! আপনি ধরণীপতি, কষ্টের লেশমাত্র জানিতেন না; এক্ষণে গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ কত কষ্টই পাইতেছেন। শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত এবং প্রাণাধিক স্ত্রী পুত্রের বিরহ জনিত শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনোকষ্টে কালগত করিতেছেন বলিয়াই কি, অধীনীকে নিতান্তই পাথারে ভাসাইলেন। হায়! আমি বিধি নিয়োজিত রত্ন লাভ করিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য ফলে সে ধন হইতে বঞ্চিত হইলাম। স্বামিন্! আপনি আমার জীবন সর্ব্বস্ব; আপনা ব্যতীত এই অভাগিনীর প্রাণ ধারণের উপায় কি আছে; একবার এই আশ্রিতার প্রতি প্রীতি নেত্রপাত করুন। হৃদয়েশ! বলুন, কি দোষে এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছাকে আলিঙ্গন করিলেন? ঐ পাপীয়সী কি আপনার এত প্রিয়া হইল? কান্ত! এই একান্ত তদ্গত প্রাণা দাসীকে প্রতারণা করিয়া ঐ খল-স্বভাবা দুশ্চরিত্রার বশতাপন্ন হওয়া ভবাদৃশ মহাত্মার উপযুক্ত কার্য্য নহে।” অনন্তর মূর্চ্ছাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “রে পাষাণ হৃদয়ে নৃশংসে মায়াবিনি মূর্চ্ছে! তোর সঙ্গে কি এতই শত্রুতা ছিল যে, অলক্ষিত রূপে আগমন করিয়া আমার সাধনের ধন পতিধনে অধিকারিনী হইলি। রে দুঃশীলে কুহকিনি! তুই কি দোষে আমার জীবন কান্তের জীবন হরণ করিলি? ওঃ! বুঝিলাম, খল ব্যক্তি বিনা অপরাধেও স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধি করে। বিষধর ভুজঙ্গকে যত্নপূর্ব্বক সুবর্ণ কুম্ভে রক্ষা করিয়া নিরবধি ক্ষীর ভোজন করাইলেও সে যেমন

জাতীয় স্বভাব দোষে অবসর পাইলেই দংশন করিয়া পালন কর্ত্তার প্রাণনাশ করে, তদ্রূপ তুই বিনা অপরাধে আমার প্রাণনাথের চৈতন্য হরণ করিয়াছিস্।" [অনন্তর বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক] "রে পাষাণ-নির্ম্মিত বজ্রময় হৃদয়! এই দণ্ডে বিদীর্ণ হ; স্ত্রীলোকের হৃদয়ের সারবস্তু যে ধন, সেই হৃদয়বান্ধব যদি আশ্রিতাকে হৃদয় হইতে বর্জ্জন করিলেন, তবে আর অকিঞ্চিৎকর দেহ ভার বহনের ফল কি?" [অনন্তর নয়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক] "রে বিশ্বাসঘাতক খলমতে নয়নাধম! তোদের প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমার হৃদয়নাথের প্রহরীত্বে নিয়োজন করিয়াছিলাম; কিন্তু, তোরা এরূপ দুরাচার যে, চিরকাল আশ্রিত থাকিয়াও বিপক্ষতা আচরণে আশ্রয়দাত্রীর সর্ব্বনাশ করিলি। যেহেতু তোরা প্রহরী সত্বেও পাপিনী মূর্চ্ছা আমার প্রিয়তমকে অধিকার করিল।" হায়! হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আজি মস্তক-মণি হারা হইয়া আমাকে বুঝি সাপিনীর ন্যায় সন্তাপে দেহ অবসান করিতে হইল। নাথ হে! এ দাসীকে কি একেবারেই দুঃখ জলধিতে সমর্পণ করিলেন?" নৃপমোহিনী এই প্রকার এবং অন্যান্য নানাবিধ করুণ বাক্যে রোদন ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এইকালে রাজা শশাঙ্কশেখর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, কম্পান্বিত দেহে নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক শশিকলার বদন প্রতি দৃষ্টি করতঃ অজস্র অশ্রুপাত করিয়া, প্রণয়িনীর উরুদেশাভি-ষিক্ত করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ

এবং প্রিয়তমার উরুদেশ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক সরোদনে কহিলেন, "হে গুণবতি প্রাণাধিকে! এক্ষণে একটী কথা শুন; প্রিয়ে! আমার অভীষ্ট প্রিয়কার্য্য সাধনে বাধা প্রদান করিও না। আমি এই বিভাবরী সত্বেই অভীষ্ট কার্য্য সাধনোদ্দেশে গমন করিব; অতএব সুপ্রসন্ন চিত্তে বিদায় প্রদান কর। যদি ভগবান মনোভীষ্ট সিদ্ধি করেন, তবে পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইয়া তোমার বদন সরোজ সন্দর্শন করিব; নচেৎ ইহজন্মের মত বিদায় প্রার্থনা করিলাম।"

স্বামি মুখ-বীনির্গত কুলিশপাতের ন্যায় দুরূহ ভয়ানক বাক্য কর্ণগোচর করিয়া নৃপজায়া হতবুদ্ধির ন্যায় কিঞ্চিৎকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া সরোদনে কহিতে লাগিলেন, "নাথ! যদি এই হতভাগিনী দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্তই গমন করেন, তবে অগ্রে আপনার তীক্ষ্ণধার তরবারি প্রহারে মদীয় মস্তক দ্বিধা করিয়া ভূতলশায়ী করুন; তাহা হইলে উভয়েরই প্রত্যুপকার সাধন হইবেক। প্রথমতঃ অধীনী আপনার চিরবিচ্ছেদ হুতাশন হইতে ত্রাণ লাভ করিবে; দ্বিতীয়তঃ আপনি শব দর্শন করতঃ শুভযাত্রা করিয়া সংকল্পিত ফল লাভ করিতে পারিবেন।" এই বলিতে বলিতে নয়ননীরে দৃষ্টিবিহীন হইয়া প্রাণকান্তের পদপ্রান্তে পতিত হওনানন্তর চক্ষেরজলে পদযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

ভূপাল সহধর্ম্মিণীর করকমল ধারণ করিয়া ভূতল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক উত্তরীয় বসনে নয়নবারি মোচন করতঃ

আশ্বাস বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! রোদন সম্বরণ কর; তুমি বুদ্ধিমতী, গুণবতী এবং রমণীকুলের ভূষণ স্বরূপা হইয়াও কি কারণে সামান্যা রমণীর ন্যায় অধৈর্য্যা হইতেছ। মহিষি! তুমি দিবানিশি মদীয় সুখ সচ্ছন্দতা লাভের জন্য ব্যগ্রতা এবং সর্ব্বক্ষণ সেবানুরক্ত হইয়া প্রভূত সরলতা প্রকাশ করিয়া থাক; অতএব জীবনাবধি তোমার অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। হে জীবিতেশ্বরি! হে প্রাণ প্রিয়ে! হে পতিরতে! তোমার স্বভাবসিদ্ধ অমায়ীকতা গুণে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যদি জগৎপতি এই অধমের প্রতি কৃপা করিয়া শুভদিন প্রদান করেন, তবে ইহার প্রতিশোধ দান করিব; নচেৎ আকাশ পুষ্পের ন্যায় সকল বাসনা মনে মনেই বিলীন হইবে। হে সাধ্বি! হে রমণীকুলকমলিনি! হে দেহার্দ্ধভাগিনি! আমার এই বিষম বিপদ সময়ে হিতৈষিণী, সহধর্ম্মিণী ও বান্ধবের ন্যায় কার্য্য কর। যদি তুমি সতীনারী হও এবং আমাকে পতি জানিয়া যথার্থ ভক্তি করিয়া থাক ও স্বামী স্ত্রীর এক মাত্র গতি বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমাকে অভীষ্ট সাধনোদ্দেশে গমন করিতে নিষেধ করিও না। আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, গমনে তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; আমি এই ত্রিযামা সত্বেই একাকী অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অভিপ্রেত সাধন জন্য গমন করিব; অতএব প্রসন্ন মনে কর্ত্তব্য সাধনে গমন করিতে আদেশ কর।"

ভূপালের গমনে একান্ত অধ্যবসায় দেখিয়া নৃপসুতা

সজললোচন ও গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, "নাথ! পূর্ব্বে পিতা আপনার আদেশানুসারে তাঁহাদের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহারা কি প্রত্যাগত হইয়াছে?" শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "প্রিয়ে! আমার দুর্ভাগ্যের কথা কি কহিব, সংপ্রতি সকলেই প্রত্যাগমন করিয়াছে; কেহই তাঁহাদিগের দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হয় নাই।'

মহিষী কহিলেন, "রাজেন্দ্র! যদি দূতগণ অনুসন্ধান না পাইয়া থাকে, তবে আপনি কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন?" শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "প্রিয়ে! সন্ধান পাওয়া না পাওয়া জগদীশ্বরের ইচ্ছা; তাহা বলিয়া সুস্থির মনে অবস্থান করিতে পারি কই? কে যেন উত্তপ্ত লৌহফলক দ্বারা আমার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে; সে যাতনা বর্ণনাতীত।" নৃপবালা কহিলেন, "নাথ! যদি একান্তই গমন করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, তবে আর নিবারণ করিতে চাহি না। প্রাণসম পুত্র এবং প্রিয়তমা ভার্য্যার অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আমার বিবেচনায় একাকী গমন না করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যগণ সহিত গমন করুন; কি জানি, যদি কোন ঘটনাক্রমে শত্রুহস্তে পতিত হন, তাহা হইলে একাকী কি উপায় অবলম্বন করিবেন?"

সম্রাট কহিলেন, "সুশীলে! তুমি সে জন্য চিন্তা করিও না; ত্রিজগৎস্বামী সর্ব্বান্তর্যামী দীনবন্ধুর মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে; অনুযায়ীগণকে সমভিব্যাহারে লইলে মনোগত কার্য্যসাধনে ব্যাঘাত জন্মিবে, এই বিবেচনায়

একাকী গমনে বাসনা করিয়াছি; অতএব হৃদয়বল্লভে! হৃদয় হইতে অমূলক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক একান্ত মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, যেন মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইতে পারি।” নৃপবল্লভা কহিলেন, “মহীনাথ! আমি জগৎ-নিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হইয়া পুনরাগত হউন, যেন পুনর্ব্বার আপনার চরণ সেবায় অধিকারিণী হইয়া দাসী বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইতে পারি।”

এই বলিয়া পতিপদে প্রণাম করিয়া সজললোচনে প্রাণকান্তের বদন প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মহীপাল প্রণয়িনীর করপল্লব ধারণপূর্ব্বক অশেষবিধ প্রবোধ বচনে আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ত্রৈলোক্য নাথোদ্দেশে প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “হে সর্ব্বশক্তিমান অচিন্তনীয় পরমপুরুষ পরমেশ্বর! হে অনাথ পালক যন্ত্রণাহারক দীননাথ! অসীম বিপদে পতিত ব্যক্তি আপনার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিলে সকল বিপদ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। হে বিভো! আমি অতিশয় পামর, সতত পাপকার্য্যে রত; এ অধম সুতের প্রতি প্রীতি বিতরণ ও কৃপাকটাক্ষপাত পূর্ব্বক অপরাধ মার্জ্জনা ও মনোবাসনা পূর্ণ করুন।”

অনন্তর রজনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “হে সন্তাপ-হারিণি শ্রান্তি-নিবারিণি নক্ষত্র ভূষণে ত্রিযামে! হে অনন্ত

দুঃখ নাশিনি মাতঃ! অনন্ত দুঃখে পতিতজন আপনার ক্রোড়গত হইয়া নিদ্রাদেবীর অনুকম্পায় সকল যন্ত্রণাই বিস্মৃত হইয়া থাকে। হে দেবি! এক্ষণে এই অকৃতি সুতের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এ দাসকে আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করুন। হে যোগমায়ে! হে ভগবতি! যেন আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি।” এই বলিতে বলিতে অন্তঃপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিরামগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিধেয় বসন পরিত্যাগ করিয়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান এবং কটিদেশে উজ্জ্বল অস্ত্রকোষ বন্ধন ও মস্তকে হীরকাদি খচিত উষ্ণীষ ধারণ করতঃ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর অশ্বশালে গমন পূর্ব্বক একটী বলবান সুসজ্জিত অশ্বের বল্গা গ্রহণ করণানন্তর পুরী হইতে নির্গত হইয়া ধীর গমনে রাজপথে উপনীত হইলেন এবং ইষ্টনাম স্মরণ পূর্ব্বক ঘোটকারোহণ করিয়া বায়ুবেগে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রভাত সময়ে রাজা জীমূতবাহন সভামণ্ডপে গমন পূর্ব্বক সিংহাসনাসীন হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন “অমাত্য! শুনিলাম, আমার জামাতা রাজা শশাঙ্কশেখর গত রজনী শেষে একাকী অশ্বারোহণে তাঁহার পূর্ব্ব পত্নী ও পুত্রের অন্বেষণে গমন করিয়াছেন; এই সংবাদ শ্রবণাবধি সাতিশয় চিন্তান্বিত হইয়াছি। তাঁহার একাকী গোপন ভাবে গমনের কারণ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার পত্নী পুত্র অন্বেষণকারী দূতগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করণাবধি

সর্ব্বক্ষণ মনদুঃখে কালহরণ করিতেন। আমি তাঁহার অপহৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে যথোচিত সাহায্য করিতে স্বীকার হইয়া সৈন্য, সেনাপতি, অশ্ব, গজ প্রভৃতি যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলাম; অধিক কি, স্বয়ংও ঐ যুদ্ধে ব্রতী হইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু, তৎপ্রতি তাঁহার অমনোযোগ দেখিয়া তৎকালে অগত্যা ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছিল; অতএব এক্ষণে তাঁহার মনের ভাব কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

অমাত্য কহিলেন, "পৃথ্বিপতে! আমার অনুমান হইতেছে, তিনি পত্নী ও পুত্রের নিরুদ্দেশ জন্য ঔদাস্য প্রযুক্ত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে মত প্রকাশ করেন নাই, এক্ষণে স্বয়ং তাঁহাদিগের অন্বেষণে গমন করিয়াছেন।"

মহীপাল কহিলেন, "অমাত্য! তিনি যে পর্য্যন্ত পুনরাগমন না করিবেন, সেই অবধি নিরন্তর চিন্তার্ণবে নিমগ্ন থাকিলাম।" এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর রাজ আজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল, সভ্য সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে একদা মাঘীপূর্ণিমার প্রদোষ সময়ে একজন অশ্বারোহী যুবক দ্রুত গমনে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; তাহার উভয় পার্শ্বে বিবিধ শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র; মধ্যে বর্ত্ম; পথিকবর সেই যোজন বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া গমন করিতে করিতে দক্ষিণ ও বামে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ক্ষেত্রের শ্যামল শোভা

সন্দর্শন করিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন, "জগৎস্রষ্টা যেন হরিদ্বর্ণ আস্তরণে ক্ষেত্র সকল আবৃত করিয়া কৃষকদিগের পুরস্কারের নিমিত্ত তাহাতে ফল সকল যোজনা করিতেছেন।" সেই রবিশস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সকলের অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর করিয়া মনে মনে বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করতঃ আনন্দে পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে জগৎ-পতে জগদীশ্বর! আপনি ইচ্ছায় এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রাণীদিগের জীবন ধারণ জন্য আহারীয় দ্রব্য সকল প্রদান করিতেছেন; কিন্তু আমরা এরূপ ভ্রমান্ধ যে, আপনার এই অসীম মহিমার বিষয় কিছুই অবগত নহি।" এই বলিয়া মনোমধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি কৌশলের বিষয় কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে, এ পর্য্যন্ত অবনীতে এমন কোন ভাষাই সৃজিত হয় নাই, সুতরাং তাহা অনির্ব্বচনীয়। বাস্তবিক ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই সেই অপরিমিত আনন্দ-পীযূষাস্বাদন করিতে পারে না। এ দিকে দিনপতি অস্তাচল গমন সময়ে নিশানাথের সহিত সমসূত্রে সাক্ষাৎ করিলেন, সুতরাং রজনীপতির বদনাম্বুজ প্রফুল্ল, তিনি যেন আনন্দ বিহ্বল চিত্তে হাস্য করিতে লাগিলেন, সেই হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হওয়ায় পৃথিবীর শোভা জনগণের হর্ষ বিস্ফারিত করিতে লাগিল। তখন শ্যামবর্ণ শস্য ক্ষেত্রোপরি পূর্ণচন্দ্রের শ্বেতরশ্মি পতিত হইয়া একটী চিত্তহারিণী শোভা সম্পাদন

করিল। পথিক তদবলোকনে অনুমান করিতে লাগিলেন, যেন নীল সিন্ধুনীরে শুভ্রবর্ণ তরঙ্গমালা শোভা পাইতেছে। তৎকালে প্রান্তর-প্রবাহী প্রদোষ বায়ু সেই সকল শোভা সন্দর্শনে স্নিগ্ধ কলেবর হইয়া মন্দ মন্দ গমনে তদ্দেশ-বিহারী জীবগণের মনের হর্ষ বর্দ্ধন ও শ্রম অপনয়ন করিতে লাগিল। তিনি শস্যক্ষেত্র সকলের এবম্প্রকার শোভা নয়নগোচর করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণগান করিতে করিতে দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রান্তর পার হইয়া সম্মুখে এক কানন দৃষ্টিগোচর হইলে, যুবক সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কান্তার বর্ত্ম দিয়া গমন করতঃ বনাতিক্রম করিয়া এক সুদীর্ঘ জীর্ণ দেবালয় নেত্র-গোচর করিলেন। অনন্তর ঐ মন্দির নিকটবর্ত্তী হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; তৎপরে বৃক্ষমূলে ঘোটক বন্ধন করতঃ দ্বারদেশে গমন পূর্ব্বক কবাটে মৃদু মৃদু আঘাত ও মন্দির মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই কবাট মুক্ত ও অভ্যন্তর হইতে বাক্য প্রয়োগ হইল। আগন্তুক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরবাসিনী স্ত্রীমূর্ত্তি তপস্বিনী; পরিধেয় বসন শুভ্র; গলদেশ তুলসীমালায় পরিবেষ্টিত; মস্তকের কেশরাশি সংস্কার বিহীনে ধূম্রবর্ণ, তদ্দ্বারা পৃষ্ঠদেশ লুক্কায়িত, বর্ণ তপ্তকাঞ্চননিভ; কিন্তু, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিজালে জড়িত থাকায় পাংশু আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বোধ হইতেছে। তিনি দক্ষিণ করে তুলসীমালা ধারণ করিয়া প্রসন্ন বদনে আগন্তুকের

প্রতি নেত্রপাত করতঃ সস্নেহ বচনে কহিলেন, "বৎস! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশলত? তুমি যে কার্য্যে গমন করিয়াছিলে, তাহার সংবাদ কি, বর্ণন কর।"

যুবক ভক্তি পূর্ব্বক তাপসীকে প্রণাম করিয়া বিনয়পূর্ণ বচনে কহিতে লাগিলেন, "মাত! আমি প্রিয়বান্ধব হারা হইয়া শোকসিন্ধুনীরে নিমগ্ন হওত ভয়াবহ অরণ্য মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার এই পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে শোকাবেগ সংবরণে অসমর্থ হইয়া আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইলে, আপনার ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ পূর্ণ বচনে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক প্রিয়সুহৃদের অন্বেষণার্থ গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু এই দুর্ভাগার ভাগ্যক্রমে মনের আশা মনেতেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু বহুস্থান পরিভ্রমণ ও যথাসাধ্য অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; এক্ষণে জীবন বয়স্যের অদর্শনে অতীব অধৈর্য্য হইয়াছে; তিলার্দ্ধ কাল প্রাণ ধারণে সমর্থ হইতেছি না। জননি! আপনার নিকট বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, যদি তিনি কখন এই পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আপনার নিকট আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে বলিবেন, তোমার প্রিয়বন্ধু সুহৃদ-বিচ্ছেদ শোকে অধৈর্য্য হইয়া সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।" এই বলিয়া নয়ন জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন।

অনন্তর দুঃখবেগ সংবরণ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হায়! কি কষ্ট!!! হা বিধাতঃ! আর কতকাল দুঃখ দিবেন? কবেই বা প্রিয়সখার দর্শন লাভ করিয়া তাপিত প্রাণ সুশীতল করিব? হা সখে! মদীয় বিচ্ছেদে তুমিই বা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে? বাল্যকালাবধি তিলার্দ্ধকাল পরস্পর বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হইলে উভয়েই অধৈর্য্য হইতাম; হা! কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে এই দীর্ঘকাল তোমার অদর্শনে জীবন ধারণ করিতেছি। রে কঠিন হৃদয়! এই দণ্ডেই বিদীর্ণ হ! আর কি সুখ আশয়ে এতাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিস্? রে ঘৃণিত জীবন! এই হতভাগার পাপ কলেবর হইতে বহির্গত হ! তাহা হইলে এককালে সকল কষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।" এই বলিতে বলিতে শোকাবেগে অধৈর্য্য হইয়া বিধাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "রে পরসুখ কাতর দগ্ধবিধে! তুই আমার প্রাণসম বান্ধবের বিচ্ছেদ সম্পাদন করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিলি। ইহাতেও যে তোর দুরভিসন্ধির শেষ হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। পরিশেষে যে অসহনীয় বিপদ জালে জড়িত করিয়া আমার জীবনরত্ন অপহরণ করিবি, ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। রে নৃশংস! তুই কি সূর্য্যকুল পূজ্য কৌশল্যা কুমার নলিনীনয়ন রঘুনাথকে অযোধ্যা সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া অসহনীয় অরণ্য-বাস যাতনা প্রদান করিয়াছিলি? তোর কুটিলতার প্রভাবেই কি অচলশ্রেষ্ঠ হিমাচলের হেমকলেবর সহস্র শিখর বিশিষ্ট

জীবন কুমার মৈনাকের সাগর সলিল মধ্যে বাস নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ভূধর মোহিনী মেনকারাণী পুত্র শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন? তোর দুষ্টাভিসন্ধির ফলেই কি পাণ্ডু কুলোজ্জ্বল সুভদ্রার হৃদয়নিধি মহাবীর অভিমন্যু বাল্যসীমা অতিক্রম সময়ে চক্রব্যূহে কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রাণহারা হইয়াছিলেন? তোর লিখন ফলেই কি কুরুবংশধর ধরণীশ্বর বৈষ্ণব চূড়ামণি মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মকোপানলে পতিত হইয়া তক্ষক দংশনে অকালে কালকবলে কবলিত হইয়াছেন? রে পর-শুভদ্বেষিন্! তোরে ধিক্!" এই প্রকার বিবিধ করুণ বাক্যে রোদন করিতে লাগিলেন।

যুবকের এবম্বিধ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাপসী সস্নেহে অশেষবিধ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, এক্ষণে সুস্থ হও; আর বৃথা ক্রন্দন করিও না। তোমাকে ঈদৃশ শোকাক্রান্ত দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি।" এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করতঃ সুস্বাদু ফল ও পানীয় প্রদান করিলে, যুবক ফলভক্ষণ ও জলপান করিলেন।

অনন্তর অবসর বুঝিয়া তপস্বিনী কহিলেন, "বৎস! তোমার নিকট কিছু জিজ্ঞাস্য আছে; অতএব আমার নিদেশানুসারে তোমার আত্ম পরিচয় এবং ত্বদীয় বান্ধবের বিশেষ বিবরণ বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর। তোমরা কিমর্থে শ্বাপদ সঙ্কুল ভয়ঙ্কর বন মধ্যে আসিয়াছিলে ও কিরূপেই বা প্রিয় বান্ধব বিয়োজিত হইয়াছ, এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার

জন্য পূর্ব্বেই উৎসুক হইয়া প্রত্যাগমন কালে সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম; অতএব জিজ্ঞাসিত বিষয় আদ্যন্ত বর্ণন কর।"

যুবক তাপসীর বচন শ্রবণে কহিলেন, "মাতঃ! শ্রবণ করুন। আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে হিরণ্যনগর নামে এক প্রসিদ্ধ জনপদ আছে। তথাকার অধিকারী ধর্ম্মাত্মা মহারাজ কমলাকর রায়। আমার প্রিয় বয়স্য তাঁহার পালক পুত্র ও সেনাপতি। আমি রাজমন্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রীর তনয়; আমার নাম গুণাধার শাস্ত্রী। শৈশব কাল হইতে উভয়ে একত্রে বাস, একত্রে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অস্ত্র শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতাম এবং ক্রমে ক্রমে পরস্পর এরূপ প্রণয় সম্বদ্ধ হইলাম যে, তিলার্দ্ধ কাল উভয়ে উভয়ের অদর্শন জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হইলে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতাম। এই ভাবে বাল্যকাল অতিক্রম ও যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, মহীপতি আমাদিগের উভয়কে অস্ত্রে ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরিশেষে প্রিয়সখার অপরিসীম ভুজবল ও রণকুশলতা অবলোকন করিয়া স্বীয় সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন।

হে মুক্ত্যাশ্রম বাসিনী তপস্বিনি! একদা প্রিয়বয়স্য সজল লোচন ও গদগদ বচনে কহিলেন, সখে! তোমাকে একটী কথা বলিব।" এই বলিয়া আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া সরোদনে আদ্যন্ত সম্যক্ বৃত্তান্ত

জ্ঞাত করিলেন। তৎকালে তাঁহার দুঃখকর বাক্য শ্রবণ ও কাতর ভাব অবলোকনে সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। অপিচ তাঁহার অনুরোধ ক্রমে তদীয় অভিপ্রেত কার্য্য সাধনোদ্দেশে তৎসহিত গমন করিতে অঙ্গীকৃত হইলাম। পরদিবস আমি জনক জননীর এবং তিনি মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া উভয়ে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক স্বদেশ হইতে নির্গত হইলাম।

অনন্তর একে একে নানা জনপদ, নগর, শৈল ও কানন প্রভৃতি বহুস্থান ভ্রমণ করতঃ অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হইয়া এককালে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। পরে পরস্পর যুক্তি স্থির করিয়া স্বদেশ গমনে বিরত হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ দর্শন মানসে হরিদ্বারাভিমুখে গমন করিতেছিলাম। একদা মধ্যাহ্ন কালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজে সন্তাপিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বন্ধুবর জলপানাশয়ে সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং গমনে অসমর্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পুরঃসর বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তদবলোকনে আমিও ঘোটক হইতে অবরোহণ করিয়া বৃক্ষপত্রে শয্যা প্রস্তুত করতঃ তদুপরি প্রিয়সখাকে শয়ন করাইয়া বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখাদ্বারা বাতাস করিতে লাগিলাম; তাহাতেও পিপাসার শান্তি হইল না, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন ব্যাকুল চিত্তে বারি আনয়ন জন্য বয়স্যের আদেশ গ্রহণ করিয়া হয়ারোহণে নির্গত হইলাম এবং অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াও কোন জলাশয় দেখিতে পাইলাম না। তখন নিরাশ হইয়া অধৈর্য্য মনে রোদন করিতে লাগিলাম।

তৎপরে আকাশ মার্গে দৃষ্টিপাত করতঃ জগদীশ্বরোদ্দেশে কহিতে লাগিলাম, "হে বিপদ্‌বিনাশন মধুসূদন! দাসের প্রতি কৃপা করিয়া এই বিষম বিপদ সময়ে সলিল প্রদান করুন।" শোকাকুলিত মনে আর্ত্তনাদ সহকারে বারম্বার এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে আরও কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম, আকাশ পথে জলচর বিহগ সকল উড্ডীন এবং কখন কখন ঊর্দ্ধে উত্থিত ও নিম্নে পতিত হইতেছে; তদ্দর্শনে সহর্ষচিত্তে বিবেচনা করিলাম, অবশ্যই অদূরে জল প্রাপ্ত হইব। এই রূপ স্থিরতর করিয়া উন্মুখীন হইয়া সেই উড্ডীয়মান বিহঙ্গ লক্ষ্য করতঃ দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিলাম। ক্রমে বন-পথাতিক্রম ও প্রান্তর বর্ত্মে উপস্থিত হইয়া কিয়দ্দূর গমনের পরেই সম্মুখে একটী স্রোতস্বতী মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে অবলোকন করিয়া, হঠাৎ অন্ধের নয়ন, নিস্বের রত্ন ও বধিরের শ্রবণ শক্তি লাভ হইলে, তাহারা যেরূপ আনন্দানুভব করে আমিও তদ্রূপ মহানন্দ অনুভব করিলাম। অনন্তর বামভাগে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, বহুদূরে পর্ব্বতশ্রেণী মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ধূম্রময় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে; তদ্দৃষ্টে বিশেষ অনুভব হইল, এই নদীটী ঐ অচলাবলি হইতেই সমুদ্ভবা হইয়াছে। তখন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার বল্গা ধারণ করতঃ তটিনী তটে গমন পূর্ব্বক তাহাকে জলপান ও স্নান করাইয়া স্বয়ং ইচ্ছানুরূপ জল পান করিয়া শ্রান্তি দুর করিলাম। জীবন সখার জীবন রক্ষার্থ জীবন সংগ্রহের অন্য কোন পাত্রাভাবে

স্বীয় উত্তরীয় বসনার্দ্র করিয়া জীবন সংগ্রহ পূর্ব্বক হয়পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া দ্রুতবেগে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম।

"মাতঃ! যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণে যত চেষ্টা করা যাউক না কেন, বিপদ নিবারিত হওয়া দূরে থাক, বরং ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; যেহেতু তৎকালে ভ্রমবশতঃ এরূপ দিগভ্রম জন্মিল যে, কোথা হইতে কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহার কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তখন অন্য উপায় রহিত হইয়া অশ্বকে যথেচ্ছা গমন করিতে দিয়া ক্রমে ক্রমে একটী ত্রিবর্ত্মশিরে উপনীত হইলাম। কোন্ পথাবলম্বনে গমন করিব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অতীব ব্যাকুলান্তঃ-করণে মধ্যপথ দিয়া যাইতে লাগিলাম। তৎকালে আমার মনের ভাব যে কি প্রকার শোকাবহ, তাহা সহজেই অনুভব করিতেছেন। এই রূপে কিঞ্চিদ্দূর গমনের পর সম্মুখে একটী দুর্গম অরণ্য অবলোকন করিলাম। তখন ভয়-বিহ্বলচিত্তে প্রিয়বান্ধবের নামোল্লেখ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার ডাকিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি কোথায় এবং আমিই বা কোথায়, প্রত্যুত্তরই বা কে দিবে, তাহার কিছুমাত্র বিবেচনা করিতে সমর্থ হইলাম না।"

এ দিকে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, সন্ধ্যাসতী স্বীয় সহচরী তমস্বিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধরামণ্ডলাধিকার করিলেন। পরক্ষণেই সেই দুর্গম বন কৃতান্তের আবাস বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। হিংস্র বন্য জন্তুগণ কর্ত্তৃক প্রাণনাশ আশঙ্কায় নির্ব্বিঘ্নে রজনী

যাপন মানসে বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক পাদপোপরি উত্থিত হইয়া শাখাবলম্বনে সেই ভয়ঙ্করী ত্রিযামা অতিক্রম করিতে লাগিলাম। "সখা জল পিপাসায় কাতর হইয়া কত কষ্ট পাইতেছেন, হয়ত আমার প্রত্যাগমন বিষয়ে হতাশ হইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন, কিম্বা আমি স্বদেশে গমন করিয়াছি মনে করিয়া আমাকে মিত্রদ্রোহী শঠ ও বিশ্বাসঘাতক জ্ঞান করিতেছেন, অথবা বলবতী পিপাসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন," মনোমধ্যে এবম্প্রকার অশেষবিধ অশিব চিন্তা প্রাদুর্ভূত হওয়ায় সাতিশয় ব্যাকুল হইলাম। তৎকালে শোক ও মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলাম, "হায়! এখন কি করি? কি প্রকারেই বা প্রিয়বান্ধবের দর্শন লাভে সমর্থ হইব? উঃ! আজি কি অপরিসীম যাতনাই সহ্য করিতেছি। রে হতজীবন! এই পাপাত্মার ঘৃণিত কলেবর হইতে নির্গত হইয়া দুঃসহ বন্ধু বিচ্ছেদ যাতনার হস্ত হইতে মুক্ত কর।" এই রূপ বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলাম।

ক্রমে যামিনী বিভাত হইল পক্ষিকুল কাকলিস্বরে কানন পূর্ণ করিয়া তুলিল। তপনদেব লোহিতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রকাশমান হইলেন। নবীনা বালিকার প্রথম পতি সহবাস জনিত প্রণয় সঞ্চার হইলে, সে যেরূপ অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া সলজ্জভাবে ঈষৎ কটাক্ষনেত্রে প্রাণকান্তের বদনচন্দ্র অবলোকন করে, সেই রূপ সরোজিনী অর্দ্ধ মুকুলিত নেত্রে আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করতঃ স্বীয় জীবন

বল্লভের নবীন রক্তিমাকান্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই রূপ প্রভাত শোভা সন্দর্শন করিয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অশ্বাসীন হইয়া প্রিয়সুহৃদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম এবং সপ্তদিবস অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিয়া নানা স্থানে তত্ত্ব করিলাম, কুত্রাপি প্রিয়সখার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইলাম না। পরিশেষে পর্য্যটন ক্রমে আপনার এই পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে আপনি ঐ নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্ট পূজা করিতেছিলেন। আমি সুহৃৎ শোকে অধৈর্য্য হইয়া ঐ স্রোতস্বিনী সলিলে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, আপনি আমাকে মরণাধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করণানন্তর আশ্রমে আনয়ন করিলেন। তৎকালে আমি আপনারই প্রবোধ বাক্যে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সেই দিবস এই আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলাম। পরদিবস প্রত্যূষে পুনর্ব্বার বয়স্যের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া এ পর্য্যন্ত অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াও অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; কেবল আপনার আদেশ ক্রমে সংবাদ প্রেরণ জন্য এক্ষণে এখানে পুনরাগত হইয়াছি।" যুবক আত্ম পরিচয় আদ্যন্ত বর্ণন করিয়া সজললোচনে তপস্বিনীর বদন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

তাপসী যুবকের প্রমুখাৎ এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করণানন্তর সন্দিগ্ধ মনে সস্নেহ বাক্যে কহিলেন, "বৎস! তোমার পরিচয় সকলই বিদিত হইলাম; এক্ষণে তোমার প্রিয়সখার পরিচয় প্রদান করিয়া বাধিত কর। তুমি কহিলে, হিরণ্য-

নগরাধিরাজ তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়া সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ভাল তিনি কাহার পুত্র, তাঁহার নাম কি ও তাঁহার জন্ম স্থানই বা কোথায়, এই সমস্ত বর্ণন করিয়া মদীয় সংশয়াপন্ন চিত্তকে সুস্থ কর।”

অমাত্য তনয় কহিলেন, “দেবি! আমি সে বিষয় যতদূর জানিয়াছি, তাহা নিবেদন করিতেছি। পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসীর প্রমুখাৎ মদীয় পিতা এবং পিতার নিকট সখা ও সখার নিকট আমি যাহা শুনিয়াছি অবগত হউন। এক দিবস একজন সন্ন্যাসী আমাদের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া অবস্থান করতঃ কথা বার্ত্তা প্রসঙ্গে পিতাকে কহিয়াছিলেন, “মন্ত্রীবর! আপনাদিগের রাজসেনাপতি চন্দ্রশেখর ফুল্লারবিন্দুনগরাধিপতি সম্রাট শশাঙ্কশেখরের পুত্র। রাজতনয়ের চতুর্থবর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজা শশাঙ্কশেখর শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া মহিষীর সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তৎকালে কুমার চন্দ্রশেখর রিপুহস্তগত হইয়া তৎকর্ত্তৃক ঘোর অরণ্য মধ্যে পরিত্যক্ত হইলে, দৈব ঘটনাক্রমে রাজা কমলাকর মৃগয়ার্থ সেই কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং স্নেহার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। অনন্তর রণদক্ষ ও অসীম বলশালী অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষেক করিয়াছেন।” পিতা সেই সন্ন্যাসীর মুখে ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মদীয় সখাকে এবং সখা আমাকে জ্ঞাত

করিয়াছিলেন। তৎপরে আমি বান্ধবের অনুরোধে তৎসহিত তাঁহার নিরুদ্দেশ জনক জননীর অন্বেষণে গমন করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে উভয়েই অশ্বারোহণে স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়াছিলাম। তদনন্তর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই আপনার নিকট বর্ণন করিয়াছি।” এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তপস্বিনী বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক মন্ত্রীনন্দনের প্রমুখাৎ তাবদ্‌বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতি কাতরস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগল দিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন হইতে লাগিল। তিনি সকরুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হা বৎস! হা জীবনাধিক! পুনর্ব্বার তোমাকে দর্শন বা তোমার সুধামাখা নাম শ্রবণ করিব, ইহা সপ্নেও ভাবি নাই; কিন্তু বিধাতার অনুগ্রহে তুমি যে একাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সুখে কালহরণ করিতেছ, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। হায়! আমার দুঃখের নিশি প্রভাত সময়েই দৈব প্রতিকূল বশতঃ পুনরায় অশেষ দুঃখে নিমগ্ন হইলাম। আমাকে বুঝি কথঞ্চিৎ হর্ষ-বিষাদের অন্তর্গত হইয়া সংশয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল; নতুবা কেনই বা তুমি তোমার প্রিয়সখার সহিত বিয়োজিত হইবে? হা মহারাজ! এই অধিনী চিরানুগতা দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিলেন? একবার আসিয়া এই হতভাগিনীর দশা অবলোকন করুন। নাথ হে! আপনার প্রাণাধিক কুমার আমাদের অন্বেষণে আগমন করিয়া বন মধ্যে বন্ধু-বিয়োজিত হইয়াছে।

হৃদয়েশ! আসুন, আমরা দুইজনে একত্রিত হইয়া জীবন সর্ব্বস্ব ধনের অন্বেষণে গমন করি।” এই বলিতে বলিতে ধূলায় পতিত হইয়া মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

তাপসীর বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীনন্দন সবিস্ময়ে মনোমধ্যে ক্ষণকাল অনুধ্যান করতঃ অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও কাতর বচনে কহিলেন, “মাতঃ! রোদন সম্বরণ করুন; আপনার ঐ সকল হৃদয়-ভেদী সকরুণ বিলাপ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া মদীয় হৃদয়ানল শতগুণে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। দেবি! আমি সৌভাগ্য ক্রমে আপনার দর্শন লাভ করিয়া এবং পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এককালে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। জননি! আমি মনোমধ্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি যে, প্রিয়সখার দর্শন লাভ ব্যতীত কোন ক্রমেই গৃহে প্রত্যাগমন করিব না; অতএব কল্য প্রত্যুষেই পুনর্ব্বার তাঁহার অন্বেষণে নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিব; তাহাতেও যদি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে না পারি, তবে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া বান্ধবের প্রণয় ঋণ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইব।” এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

সচিব তনয়ের এবম্বিধ অধ্যবসায় দেখিয়া তাপসী কহিলেন, “বৎস! তুমি ধন্য! তোমার অকৃত্রিম প্রণয়কে ও স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতাকেও অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি! বাছা! তুমি আমার চন্দ্রশেখরের অন্বেষণে গমন করিবে; অতএব আমিও তোমার সঙ্গে যাইয়া প্রাণাধিকের অন্বেষণ

করিব। চন্দ্রশেখরের সহিত তোমার যেরূপ অকপট প্রণয় দেখিতেছি, তাহাতে তোমাকে আমার দ্বিতীয় পুত্র বলিয়াই জ্ঞান করিলাম। পুত্র! তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল।” এই বলিয়া মহিষী প্রভাবতী বাষ্পাকুল লোচনে অমাত্য-তনয়ের বদন প্রতি অবলোকন করিয়া রহিলেন।

মহিষীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অমাত্যতনয় কহিলেন, “জননি! আপনি আমার সঙ্গে যাইবেন, ইহাত আমার পরম সৌভাগ্য। আমি স্বদেশ হইতে আগমনাবধি মাতৃচরণ সেবায় বঞ্চিত হইয়াছি; এক্ষণে বিধিকৃত সৌভাগ্য ফলে জননীর পদ সেবায় অধিকারী হইলাম। অতএব মাতঃ! যামিনী বিভাত হইলে আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রিয়বয়স্যের অন্বেষণে নির্গত হইব।” এই বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মহিষী অমাত্য কুমারের এবম্প্রকার আশ্বাস বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া যারপর নাই পরম পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে অশেষ প্রকার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়েই পৃথক পৃথক কুশ-শয্যায় শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

প্রভাত সময়ে অমাত্যকুমার অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তপস্বিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একদিন রজনী একপ্রহরের সময় কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত চন্দ্রপুরের দক্ষিণাংশে রাজবর্ত্ম দিয়া একজন অশ্বারোহী পুরুষ গমন করিতেছেন। প্রাবৃট কাল, আকাশমণ্ডল নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় ঘোরতর অন্ধকার প্রভাবে চতুর্দ্দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বসুন্ধরা নিস্তব্ধ; কেবল মুহুর্মুহুঃ তড়িৎ প্রকাশিত ও বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হইতেছে। তদ্দর্শনে অশ্বারোহী বলপূর্ব্বক কশাঘাত করিলে সুশিক্ষিত হয়বর দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল, যেন অশ্বারোহী আশ্রয় প্রাপ্ত্যাশয়ে গমনের বেগ বৃদ্ধি করিতেছেন। এই সময়ে ভয়ঙ্কর শব্দে অম্বুবাহ নিনাদিত হইতে লাগিল। এই রূপ ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া রাজ-পথের অপর দিকস্থ অরণ্য মধ্যে সিংহাদি হিংস্র জন্তুগণ ঘোর নিনাদে বন আকুল করিয়া তুলিল। ক্রমে মুষলধারে জলধারা পতিত হওয়ায় অবনীতল প্লাবিত ও পথিকের পরিচ্ছদাদি সমস্তই আর্দ্র হইয়া গেল। তৎসহিত প্রচণ্ড বায়ু প্রাদুর্ভূত হওয়ায় বৃক্ষ সকলের শাখাদি ভঙ্গ জন্য

একপ্রকার মড়্ মড়্ধ্বনি সমুদ্ভূত হইতেছিল। পান্থবর এই দুর্গম সময়ে কোথায় যাইতেছেন, তাহার নিশ্চয় নাই। তাঁহার বিশাল আয়ত নেত্রযুগলে বিন্দু বিন্দু জলধারা পতিত হইতেছে এবং বদনমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অতীব শোচনীয় ভাবের অনুমান হয়। কটিবন্ধে কোষাবদ্ধ লম্বমান অসি ঝুলিতেছে। পথিক এই রূপে গমন করিতে করিতে একবার বামভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া অতি দূরে একটী আলোক লক্ষ্য করিলেন। এই ভয়াবহ অরণ্য মধ্যে রজনীযোগে আলোক নিরীক্ষণ করিয়া মনোমধ্যে নিশ্চয় করিলেন, কোন তপস্বীর আশ্রম হইতেই অনলশিখা সমুদ্ভূত হইতেছে; আর এ দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে পারি না; অতএব অদ্য ঐ আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করি। এই স্থির করিয়া রাজপথ পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত আলোক লক্ষ্য করিয়া বামভাগে কাননাভ্যন্তরে ঘোটক চালন করিলেন। বন্যজন্তুগণ কর্ত্তৃক প্রাণনাশ আশঙ্কায় কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া দক্ষিণ করে ধারণ পূর্ব্বক এই ভয়ঙ্কর অরণ্য মধ্যে আশ্রম প্রাপ্ত্যাশয়ে আলোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে আলোক সন্নিহিত হইলে, একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়ায় অবলোকন করিলেন, সম্মুখে একখানি পর্ণকুটীর এবং তাহার দ্বার মুক্ত; অভ্যন্তরে একটী স্ত্রীমূর্ত্তী তপস্বিনী; সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া জপে নিমগ্না। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে একব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পথিক তদবলোকনে উলঙ্গ. তরবারি খানি

কোষ মধ্যে সংস্থাপন করণানন্তর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তৎকালে আর একবার ক্ষণপ্রভা প্রভা প্রকাশ করিয়া অন্তর্হিত হইলে দেখিলেন, কুটীর বহির্ভাগে একটী অশ্ব বন্ধন রহিয়াছে। তখন মনোমধ্যে নানাবিধ তর্কবিতর্ক করিয়া পরিশেষে জীবনরক্ষার্থ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "এই কুটীর মধ্যে কে আছ? আমি অতিথি, আমাকে আশ্রয় দান করিয়া প্রাণ রক্ষা কর।"

এই ভয়ঙ্করা ত্রিযামা সময়ে কানন মধ্যে মনুষ্যের সুস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়চিত্তে কুটীরবাসিনী স্ত্রীমূর্ত্তী কহিলেন, "আপনি কে?"

উত্তর। "পথশ্রান্ত বিপদাপন্ন পথিক।"

প্রশ্ন। "এস্থলে কি মানসে?"

উ। "দুর্দ্দিন বশতঃ আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য।"

প্র। "ভাল, আপনার আত্মপরিচয় প্রদান করুন।"

উ। "এরূপ শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পরিচয় প্রদানে অক্ষম; অগ্রে আশ্রয় দানে জীবন রক্ষা করুন, পশ্চাৎ আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি।"

তচ্ছ্রবণে তাপসী স্বীয় পশ্চাদ্ভাগে শায়িত ব্যক্তির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস! গাত্রোত্থান কর।" তাঁহার আহ্বানে সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি ব্যস্ত হইয়া পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! কি জন্য ডাকিতেছেন?" তাপসী তাঁহাকে অতি মৃদুস্বরে কি কহিলেন। যুবা শ্রবণ মাত্রেই

প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া বহির্ভাগে আগমন পূর্ব্বক আগন্তুককে কহিলেন, "মহাশয়! ঐ বৃক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন করিয়া কুটীর মধ্যে সমাগত হউন।" তচ্ছ্রবণে পান্থবর নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষে ঘোটক বন্ধন করিয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

এক্ষণে সমীরণ মন্দীভূত হইয়াছে, কিন্তু আকাশমণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায়ই ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন ঘোর তমসাবৃত রহিয়াছে ও অল্প অল্প বৃষ্টি পতিত হইতেছে। সেই ঘোর কান্তার মধ্যে যে দিকে নেত্রপাত হয়, সেই দিকেই ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন পাদপগণের বিকট আকার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়নগোচর হয় না। কৃচিৎ কুলায়স্থিত দুই একটী বিহঙ্গমের পক্ষ বিধূনন ধ্বনি এবং শৃগাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যজন্তুগণের গমনাগমন জনিত পদশব্দ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। ক্ষণপ্রভার ক্ষণ প্রভায় বনভাগ সুস্পষ্ট নয়নগোচর হইয়া পরক্ষণেই পূর্ব্বের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে অশনিসম্পাত এবং ঘোরতর বারিদ গর্জ্জনে কর্ণ স্তম্ভিত ও মনোমধ্যে শঙ্কার উদয় হইতেছে।

পথিক কুটীরে সমাগত হইয়া যুবকপ্রদত্ত শুষ্ক বসন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তনার্থ বহির্গত হইলেন।

কুটীরবাসিনী তপস্বিনী আগন্তুকের প্রতি বারম্বার দৃষ্টি-পাত করতঃ পূর্ব্বেই সন্দিহান হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি বসন পরিবর্ত্তনার্থ বহির্গমন করিলে কুটীরস্থিত যুবাকে কহিলেন, "বৎস! এই ব্যক্তির আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনোমধ্যে বিশেষ রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে;

তুমি ইহাঁর পরিচয় গ্রহণ কর।” যুবা যে আজ্ঞা বলিয়া আগন্তুকের কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আগন্তুক বস্ত্র পরিবর্ত্তন কালে মনোমধ্যে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, এই তপস্বিনীটী কে? ইহাঁকে অবলোকন করিয়া প্রকৃত তাপসী বলিয়া বোধ হয় না; প্রকৃত তাপসী হইলে কেনই বা সন্দিগ্ধ মনে আমার বদনপ্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিবেন? কলেবর ভস্মাচ্ছাদিত থাকিলেও মেঘাচ্ছন্ন দিবাকর অথবা পাংশু আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বোধ হইতেছে। যদি ও দেহ রূপান্তরিত করিয়া তপস্বিনীবেশে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি উহাঁকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হইতেছে। সঙ্গে একটী পরম রূপবান যুবক; ইনিই বা কে? ইনি কি উহাঁর শিষ্য? না, তাহা হইলে উনিওত তপস্বীবেশী হইতেন; তবে বোধ হয়, তাপসীর পুত্র হইবেন। না, তাহাওত অসম্ভব; এরূপ উপযুক্ত সন্তান বর্ত্তমানে এই অযোগ্য বয়সে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? বয়ঃক্রম অনুমান চত্তারিংশৎবর্ষ হইবেক; এ তপ আচরণের সময় নহে; যাহা হউক, ইহাঁদিগের পরিচয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই স্থির করিয়া কুটীরাভ্যন্তরে পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক যুবকপ্রদত্ত কুশাসনোপরি উপবেশন করণানন্তর মৌনাবলম্বন করতঃ মনোমধ্যে স্বীয় দুর্ঘটনার বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অবসর বুঝিয়া যুবা বিনয় নম্রবচনে আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহাশয় আপনার নিকট কিছু

জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা নিবেদন করিতেছি; আপনি ইহার প্রকৃত উত্তর প্রদানে কৃতার্থ করুন। আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন? এই ভয়াবহ ত্রিযামা সময়ে কোন্ স্থানোদ্দেশেই বা গমন করিতেছিলেন এবং জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছেন? এই সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া মদীয় শ্রবণযুগল পরিতৃপ্ত করুন।”

যুবকের বাক্যাবসানে আগন্তুক মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাঁদিগের নিকট আত্ম প্রকাশের কোন বাধা নাই; কিন্তু অগ্রে ইহাঁদিগের পরিচয় লওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে; এই ভাবিয়া যুবাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন, “হে বীর! আমার আত্মপরিচয় পরে প্রদান করিব, অগ্রে তোমাদিগের আত্ম বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন কর। বৎস তুমি কোন্ বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ? তোমাকে দেখিয়া তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না; বোধ হইতেছে, তুমি কোন উচ্চ কুলে উদ্ভূত হইয়াছ; অতএব বল, কেনই বা তুমি সাংসারিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এই তপস্যাশ্রমে অবস্থান করিতেছ? আর এই শান্তস্বভাবা হেমাঙ্গিনী চীরভস্ম-ধারিণী রমণিটীই বা কে? ইনি কি জন্য এই অসময়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অনাথার ন্যায় দুর্গম অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন? ঐ সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া অস্মদের চিত্ত সংশয় দূর কর।”

আগন্তুকের বচন শ্রবণে যুবা বিনয় সহকারে কহিলেন, “মহাভাগ! আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে আমার কিছু বলিবার

আছে, নিবেদন করি শ্রবণ করুন। বিশ্বপাতা বিধাতার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া সংসারস্থ প্রাণিগণ সমুদয় কার্য্য করিয়া থাকেন; বিধি যে যে কার্য্যে যে যে বিধি প্রচলিত করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ করা উচিত নহে; অতএব স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, অবশ্যই তদ্বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবেক। কুলকামিনী-গণের গোপনে গৃহবাস এবং যত্নপূর্ব্বক কুলমর্য্যাদা রক্ষা করা ও আত্মগোপন প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকল প্রতিপালন করিয়া চলা সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। বিশেষতঃ আর্য্যজন উপস্থিত থাকিতে তাঁহার ও তদীয় পূজনীয় ব্যক্তির নামোল্লেখ করা মাদৃশ বালকের উপযুক্ত কার্য্য নহে; তবে যদি উনি আত্মপরিচয় প্রদান করা উচিত বোধ করেন, তাহা হইলে স্বয়ংই সে সমস্ত প্রকাশ করিবেন; এক্ষণে মদীয় পরিচয় গ্রহণ করুন।

শুনিয়া থাকিবেন, হিরণ্যনগর নামে এক প্রসিদ্ধ জনপদ আছে; তথাকার অধিকারী মহারাজ কমলাকর রায়। উক্ত রাজার মন্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রী আমার পিতা; আমার নাম গুণাধার শাস্ত্রী। মহারাজের পালক পুত্র বা সেনাপতির সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব থাকায় তাঁহারই অভিপ্রেত কার্য্য সাধনোদ্দেশে অনুরোধ ক্রমে তৎসহিত পর্য্যটনে নির্গত হইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘোর অরণ্য মধ্যে বান্ধব বিয়োজিত হইয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম। তখন শোক দুঃখে বিমোহিত হইয়া রোদন করিতে করিতে

বনে বনে ভ্রমণ করিয়া প্রিয়সখার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে পর্য্যটন ক্রমে এই জননী স্বরূপা তপস্বিনীর আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া ইহাঁরই মুক্ত্যাশ্রমে অবস্থিতি করিলাম। অপিচ পরস্পর পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ এবং মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া মনাভিসন্ধি সিদ্ধার্থ অর্থাৎ প্রিয়সখার অন্বেষণে গমন করিতে ছিলাম; পথিমধ্যে বর্ষাকাল সমুপস্থিত হওয়ায় পর্য্যটনে অসমর্থ হইয়া প্রাবৃট অতিবাহন মানসে এই কান্তার মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাপসী জননীর সহিত অবস্থান করিতেছি।” এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

আগন্তুক মন্ত্রীতনয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাপসীর বদনপ্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, “ভদ্রে! আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না, যেহেতু আপনি স্ত্রীজাতি; তবে যদি নিজ ঔদার্য্য গুণে আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে পরমানুগৃহীত হইব।”

তপস্বিনী আগন্তুকের বচন শ্রবণে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তাঁহার ইন্দিবর বিনিন্দিত বিশাল লোচনযুগল দিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তখন শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হায়! কি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব? নিষ্ঠুর বিধি যে জীবনাধিক পুত্রধন হরণ করিয়া এই হতভাগিনীকে পথের কাঙ্গালিনী করিয়াছে। এখন কেবল অনন্ত দুঃখ পয়োধিতে পতিত হইয়া নিরন্তর শোকস্রোতে

ভাসিতেছি; কোন প্রকারেই এই দুস্তর জলধিতীরে উঠিবার আশা নাই। হায়! আমার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিলে স্বর্গ-সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ সুখানুভব হয়; আর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি নেত্রপাত করিয়া অনুভব হইতেছে, যেন এককালে অশেষ দুর্গতিপূর্ণ ও অসীম যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ নরকে নিমগ্ন হইয়াছি। হা বৎস! তোমা বিহীনে এই দুর্ভাগিনী কাঙ্গালিনীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে। [অনন্তর বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক] রে লৌহময় কঠিন হৃদয়! অবিলম্বে শতধা বিদীর্ণ হ! তোর কি এখনও আশা আছে যে, পতিপদ প্রাপ্ত হইবি? এই পাপিনীর পাপভাগ্যে যদি তাহাই থাকিত, তবে কি দুরন্ত বিধি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া প্রাণাধিক চন্দ্রশেখরকে হরণ করিত? আমার জীবনাধিক জনক জননীর অন্বেষণে আসিয়া ঘোর বনমধ্যে প্রিয়বান্ধব বিয়োজিত হইয়া অতুল দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। আহা! হয়ত, বাছা আমার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ব্যাকুল চিত্তে রোদন করিতে করিতে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ক্ষুধার সময় কে আহারীয় প্রদান করিতেছে? তৃষ্ণার সময় কে জীবন দান করিয়া আমার জীবন কুমারের জীবন রক্ষা করিতেছে? নিদ্রাগমন কালে অরণ্যস্থ হিংস্র জন্তুগণের করালকবল হইতে নিস্তার জন্য শস্ত্রধারণ পূর্ব্বক কে প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে? বোধ করি, জনশূন্য বনস্থলে নিঃসহায় হইয়া অনবরত রোদন করিয়া বাছার আমার লোচন লোহিত বর্ণ হইয়াছে এবং কণ্টকাকীর্ণ কান্তার পর্য্যটনে পদতল ক্ষত

বিক্ষত হইয়া রুধির ধারা পতিত হইতেছে। উঃ। আর সহ্য হয় না! রে পাপপ্রাণ! এই দণ্ডেই হতভাগিনীর পাপ-দেহ হইতে বহির্গত হ! হা মহারাজ! আপনি কোথায় আছেন? একবার আসিয়া এই অভাগিনী দাসীর দশা প্রত্যক্ষ করুন। নাথ হে! যাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, যাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া রাজসিংহাসনার্দ্ধ প্রদান পূর্ব্বক ধরণীর অধিশ্বরীত্বে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আপনার সেই সাধের রাজ্ঞী প্রভাবতী পতি পুত্র হারাইয়া বিষম দুরবস্থায় পতিত হইয়া কণ্ঠাগত-প্রাণা হইয়াছে। জীবিতেশ্বর। আপনিত ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না।" শোকাকুলিত হৃদয়ে এবম্প্রকার বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

আগন্তুক তাপসীর সকরুণ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হতবুদ্ধি ও বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া "জীবিতেশ্বরি! প্রাণাধিকে! প্রিয়ে! তুমি কি আমার সাধের মহিষী প্রভাবতী? হা বৎস চন্দ্রশেখর! হা বাপধন! হা জীবন সর্ব্বস্ব অমূল্য রত্ন! তুমি কোথায়?" এই বলিতে বলিতে বায়ুভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

এতদবলোকনে আশ্রমবাসিনী তাপসী বিস্ময়ারূঢ় হইয়া কহিতে লাগিলেন, "একি! আমি কি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি? না, এইত জাগ্রদবস্থাতেই আছি! এ যে মহারাজের স্বর শ্রবণ করিলাম! জগদীশ কি এমন শুভদিন

প্রদান করিবেন যে, পুনরায় হৃদয়নাথের দর্শন লাভ করিয়া সমগ্র দুঃখের শান্তি প্রাপ্ত হইব?” এই বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্থির নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, “তাইত! মহারাজ এই কুটীরে? বিধে! এতদিনের পর আপনাকে পরম কৃপালু বলিয়া জানিলাম। বৎস গুণাধার! শীঘ্র জল আনিয়া ইহাঁর বদনে প্রদান কর; ইনি চৈতন্য শূন্য হইয়াছেন।” মন্ত্রীতনয় বারি আনয়ন করতঃ তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন। আগন্তুক ক্রমে ক্রমে চৈতন্য লাভ করিয়া ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করণানন্তর উপবেশন করিলেন। পাঠক মহাশয়! আগন্তুককে অবশ্যই চিনিয়াছেন; অতএব তাঁহার পরিচয় প্রদান বাহুল্য ও দ্বিরুক্তি মাত্র।

এক্ষণে রাজা শশাঙ্কশেখর স্বীয় মহিষী প্রভাবতীর করকমল ধারণ করিয়া বিনয় বচনে কহিলেন, “প্রিয়ে! আমি তোমার নিকট বহুতর অপরাধে অপরাধী; নিষ্ঠুরতাচরণ পূর্ব্বক তোমার পবিত্র হৃদয়ে কতই যে যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছি, তাহার সীমা নাই! তুমি সরলা কুলকামিনী, সুকুমারী রাজকুমারী ও রাজমহিষী; কষ্ট কাহাকে বলে কিছুমাত্র জানিতে না; এই নরাধম পাষণ্ডের হস্তে পতিত হইয়া কতই যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। পতি পুত্র বিয়োজিতা হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করতঃ স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ তপস্বিনী বেশে জগদীশ্বরের আরাধনায় রত হইয়া পরম ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেছ;

একারণ তোমাকে রমণীকুলের রত্নস্বরূপা জ্ঞান করিলাম। হে সাধ্বি! আমার দুর্দ্দশা অবলোকন কর, আমি তোমার ও প্রাণাধিক চন্দ্রশেখরের চির অদর্শন-শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাংসারিক সকল সুখে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তোমাদিগের অন্বেষণে কৃতসংকল্প হইয়া উদাসীনের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। হে কুলধর্ম্ম প্রতি-পালিকে! পুনর্ব্বার যে তোমার সুচারু বদনেন্দু সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইব, ভ্রমক্রমেও সে আশা করি নাই; কিন্তু অশেষ করুণানিদান জগন্নাথ এই অনাথ জনের প্রতি সানুকূল হইয়া আশাতিরিক্ত ফল প্রদান করিয়া স্বীয় দীনবন্ধু নামের মহিমা প্রকাশ করিলেন। এক্ষণে প্রাণের প্রাণ পুত্র ধন প্রাপ্ত হইলেই আশাতরু সম্যক্‌রূপে ফলবতী হয়; কিন্তু তাহাও দৈব আয়ত্ত; অতএব জীবন কুমারের অন্বেষণে আমরা তিনজনেই গমন করিব। যদি জগৎপতি আমাদিগের প্রতি কৃপা নেত্রপাত করেন, তবে অবশ্যই অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হইব; নচেৎ চরমকাল পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ এবং ভগবদ্‌গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া দেহান্তরে পরমপুরুষ পরমে-শ্বরের নিত্যানন্দময় নিত্যধামে স্থান লাভের যোগ্য হইতে পারিব।” “কুমার গুণাধার! তোমার গুণে একান্ত বশীভূত হইলাম। বাপ! ত্বদীয় জনক জননী যে তোমার গুণাধার নাম রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় নহে। বৎস! অধিক কি, তোমাকে অশেষগুণের একাধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যেহেতু তুমি পরম ক্লেশ স্বীকার করিয়া একমাত্র

বান্ধবের অন্বেষণে রত হইয়া সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া জীবন আশা পরিহার পূর্ব্বক এই ভয়াবহ কাননে অবস্থান করিতেছ; অতএব তোমার তুল্য অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের দৃষ্টান্তস্থল আর নাই।” এই বলিয়া সচিবনন্দনের মস্তকোপরি কর প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; অমাত্যনন্দনও মহীপতির পদতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম এবং মস্তকে পদধূলি ধারণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা সকলেই হর্ষ ও নিরানন্দের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কথঞ্চিৎ সুখ ও দুঃখানুভব করিতে লাগিলেন।

মহিষী প্রভাবতী সজললোচন ও গদ গদ বচনে স্বীয় প্রাণকান্তকে কহিলেন, “মহারাজ! শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া কি উপায় অবলম্বনে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কিরূপ অবস্থাতেই বা কালহরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।” মহীনাথ কহিলেন, “প্রিয়ে! প্রাণাধিক চন্দ্রশেখরকে লাভ করিয়া সেই সমস্ত দুঃখের কথা বলিব এবং তোমারও ক্লেশের বিবরণ শুনিয়া পরস্পর কখন হর্ষ ও কখন বিমর্ষ প্রকাশ করিয়া সুখ ও দুঃখানুভব করিব। এক্ষণে মনের কথা মনে মনেই থাক্।” মহিষী কহিলেন, “নাথ! আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই হইবেক; এক্ষণে রজনী অধিক হইয়াছে, বিশেষতঃ পর্য্যটনে ক্লান্ত আছেন; অতএব বহুদিনের পর দাসী প্রদত্ত কিছু আহারীয় দ্রব্য ভোজন করুন।” এই বলিয়া সুস্বাদু ফল এবং সুশীতল জল প্রদান করিলেন। অবনীপাল পরম শ্রদ্ধাসহকারে পান ভোজনাদি সমাপ্ত

করিয়া কুটীর মধ্যে পর্ণশয্যায় শয়ন করিলেন। রাজ্ঞী এবং গুণাধারও স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান পূর্ব্বক রাজা ও গুণাধার অশ্বারোহণে এবং মহিষী পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তৎকালের ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন অবন্তি অধিপতি রাজা দ্যুমৎসেন শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া ম্লান বদনে স্বীয় মহিষী ও প্রিয়পুত্র সত্যবানের সহিত বন গমন করিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে একদা নিশীথ সময়ে কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী, কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী; তাহাতে আবার সায়ংকাল হইতেই আকাশ মণ্ডলে ঘোরতর ঘনাবলি সমুদ্ভূত হওয়ায় গাঢ় অন্ধকারে অতি নিকটের বস্তুও লক্ষ্য হয় না। এদিকে কৃষ্ণানদীর সুনির্ম্মল সলিল মৃদু মৃদু বেগে প্রবাহিত হইতেছে। আহা! কি মনোহর দৃশ্য; উভয় তীরের পাদপ-শ্রেণী ও সিদ্ধাশ্রম সকল যেন ঐ সৌন্দর্য্য দর্শন জন্য স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই তরঙ্গিণী তীরস্থ কুসুম সমূহে সুশোভিত বৃক্ষশ্রেণীর সহিত মন্দহিল্লোলবতী কৃষ্ণা-নদীর নির্ম্মল জলের তৎকালের শোভা সন্দর্শন করিলে প্রকৃতই অনুভব হয়, যেন নবীনা কৃষ্ণাঙ্গী স্ত্রীর কণ্ঠমূলে নির্ম্মল হীরকমালা শোভা পাইতেছে।

এই সময়ে একজন তাপস করে কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক নদীগর্ভে বারি আনয়নার্থ গমন করিতেছেন। গাঢ় অন্ধকার

প্রযুক্ত বর্ত্ম নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া অতি ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। এক একবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টক বৃক্ষে পতিত হওয়ায় পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরপাত হইতেছে; তথাপি গমনে বিরত নহেন, পূর্ব্বের ন্যায়ই যাইতেছেন। এই রূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, মনুষ্যের মৃদু মৃদু কাতর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া সেই দিক লক্ষ্য করতঃ গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই মুমূর্ষুর ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত অস্ফুট কাতর বাক্য কর্ণগোচর হইতে লাগিল। তপস্বী কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভয়ঙ্কর বিভাবরী সময়ে এই দুর্গম স্থলে মনুয্যের অবস্থান অতীব বিস্ময়জনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। তাপস গমনে বিরত হইলেন; প্রবল চিন্তানিল চিত্তক্ষেত্রে বহিতে লাগিল। পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় কাতরধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া অতীব বিস্ময় মনে বৃক্ষের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। অন্ধকার প্রযুক্ত অবয়ব সুস্পষ্ট লক্ষ্য হইল না; তথাপি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া একজন মনুষ্য পাদপ তলে ধূলি শয্যায় পতিত আছে এবং তাঁহারই কাতর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইল। তখন শায়িত ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "তুমি কে? এবং কি জন্য এই দুর্গম স্থলে একাকী অবস্থান করিতেছ? আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তোমাকে পীড়িত বোধ হইতেছে, তোমার কি হইয়াছে বল? আমি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া তোমার

শুশ্রূষা করিতে বাধ্য হইব।” এই কথা কহিলে, শায়িত ব্যক্তি তাহার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না; কেবল অতি মৃদুস্বরে “হে দীনবন্ধো! এই দুরূহ যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত করুন” এই মাত্র বলিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কাতরস্বরে কহিলেন, “জলপিপসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। উঃ! কি নিদারুণ যন্ত্রণা! প্রাণ যায়!” এই কয়েকটী কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন এবং ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তাপস এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, অগ্রে ইহাকে জল পান করাইয়া ইহার জীবন রক্ষা করি, পরে পরিচয় লইব। এই স্থির করিয়া অন্ধকারে অতি কষ্টে স্রোতস্বিনীতীরে গমন করিলেন এবং নদীগর্ভ হইতে কমণ্ডলু পূর্ণ বারি লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন।

সংপ্রতি রজনীর নবভাব আবির্ভাব হইয়াছে। অসংখ্য নক্ষত্রমালায় সুনীল আকাশমণ্ডল রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। সুশীতল পবন মৃদুল হিল্লোলে বহিতেছে এবং রজনীও অধিক হইয়াছে। চন্দ্রোদয় হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়াছে। যোগী কমণ্ডলু পূর্ণ বারি লইয়া রুগ্নের নিকট উপবিষ্ট হইলেন এবং একবার শায়িতের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পীড়িত ব্যক্তির বয়ঃক্রম তরুণ ও দেহ লাবণ্যময়; সর্ব্বাঙ্গ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন থাকায় বোধ হইতেছে, যেন পাংশু আচ্ছাদিত বিভাবসু বা মেঘাচ্ছন্ন হিমাংশু ভূতলে পতিত আছেন। দেহ নিষ্পন্দ,

যেন মৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন; কেবল তাঁহার এক একবার মৃদু কাতর কণ্ঠধ্বনি ও সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস শব্দ শ্রবণগোচর হওয়ায় জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। তাপস স্বীয় কমণ্ডলু হইতে বারি লইয়া হস্ত দ্বারা অল্প অল্প করিয়া বদনে প্রদান করিতে লাগিলেন এবং চক্ষুর্দ্বয় সিক্ত করিয়া দিলেন ও কিছুকাল অনিমিষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক চৈতন্য হইয়াছে; সমুদয় অঙ্গ অসাড় হইয়াছিল, এক্ষণে সুন্দর রূপ স্পন্দিত হইতেছে; ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ স্ফীত হইতেছে; বোধ হইল, যেন কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। তখন তিনি সাতিশয় ব্যস্ততা সহকারে পুনরায় বদনে জল প্রদান করিলেন; এইবারে সমস্তই পীত হইল এবং ভাব দেখিয়া বোধ হইল, আবার জল চাহিতেছেন। এক্ষণে চেষ্টার কতকাংশ সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া ব্যাগ্রতা-সহকারে তাঁহাকে পুনরায় জল পান করাইলেন এবং একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শায়িতের নয়নকমল মুদিত ছিল, বিকশিত হইল; তিনি অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "সখে! তুমি কি নিকটে আছ?" যোগী শ্রবণ করিলেন ও স্বগত চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশ্যই অন্য কোন ব্যক্তি ইহঁার সহিত আসিয়া-ছিল; ভাল, দেখা যাউক, ইহার পরেই বা কি বলে; এই ভাবিয়া নীরবে রহিলেন। রুগ্ন অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "কেন সচেতন হইলাম? মৃত্যু হইলেই ভাল হইত। হা জগদীশ্বর! এখনও কি এই হতভাগ্যের অনুষ্ঠিত পাপের

প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?” এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, “বৎস! কি জন্য মরণ কামনা করিতেছ? মৃত্যু হইবার আর কোন আশঙ্কা নাই; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর। অনতিদূরে আমাদিগের আশ্রম কুটীর; এক্ষণে চল, তথায় লইয়া যাইয়া সাধ্যমত শুশ্রূষা দ্বারা তোমার পীড়া উপশমের চেষ্টা করি।” তপস্বী এই প্রকার আশ্বাস বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, এই কালে দূর হইতে অপর একজন মনুষ্যের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণগোচর হইল। যোগীবর মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া ঐ দূরস্থ ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন; কিঞ্চিৎ পরেই আর একজন বৃদ্ধ তপস্বী তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথম তাপসকে কহিলেন, “বৎস! তোমার এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? বারি সংগ্রহে আসিয়াছিলে, কিন্তু প্রত্যাগমনে অত্যন্ত বিলম্ব দেখিয়া চিন্তাকুল মনে তোমার অন্বেষণে আসিয়াছি; এক্ষণে চল, কুটীরে গমন করি।” এতচ্ছ্রবণে প্রথম তাপস শায়িত ব্যক্তির বিষয় আদ্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! এক্ষণে ইনি অতীব পীড়াক্রান্ত আছেন, বিশেষতঃ নিঃসহায় ও অনাথ; এবিধায় আমার ইচ্ছা, ইহাঁকে আমাদিগের আশ্রমে লইয়া গিয়া যথাসাধ্য আরোগ্য বিধানের চেষ্টা করি; অতএব আপনার অভিপ্রায় কি, ব্যক্ত করুন।” দ্বিতীয় তাপস কহিলেন, “আমি ইহাতে সম্মত আছি,” এই বলিয়া রুগ্নের প্রতি নয়নপাত করিয়া কহিলেন, “বৎস! রজনী অধিক হইয়াছে; আর এই নিরাশ্রয়

স্থানে থাকা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না; অতএব এক্ষণে আমাদের আশ্রমে চল।” এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া শায়িত ব্যক্তি উঠিবার চেষ্টা করিলে উভয়ে ধরিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার উভয় বাহুমূল স্ব স্ব স্কন্ধদেশে গ্রহণ করতঃ নিজ নিজ কর প্রসারণ করিয়া পৃষ্ঠদেশ ধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এই কালে ভগবান নিশাকান্ত গগণপ্রান্তে উদিত হইয়া অমৃতময় স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করিতে লাগিলেন। শশধরের সমাগমে অন্ধকার বিদূরিত হইল। চকোর চকোরীগণ প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে অসংখ্য তারকা পরিশোভিত জ্যোৎস্নাপূর্ণ নীলিমাময় আকাশতলে উড্ডীন হইয়া সুধাকরের সুধারশ্মি পান করিতে করিতে আনন্দভরে ইতস্ততঃ বিচরণ করতঃ এক একবার অস্ফুটস্বরে রব করিয়া যেন দয়াময় ভগবান রোহিণীপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। পতি বিরহ-ম্লানবদনা সকাতরা কামিনীগণের প্রবাসী পতি গৃহাগত হইলে তাঁহারা যেমন সহাস্য বদনে প্রেমাবেশে প্রাণপতির সংবর্দ্ধনা করে, তদ্রূপ বিচ্ছেদ বিধুরা কুমুদিনী সতী প্রাণপতি শশাঙ্কের সমাগমে সানন্দ মনে প্রস্ফুটিতচ্ছলে যেন হাস্য করিতে লাগিলেন। তদবলোকনে সুধাকর প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়ে সস্নেহে পরমপবিত্র সুধাভিষিক্ত কর দ্বারা প্রণয়িণীর বদনমণ্ডল মার্জ্জনা করতঃ প্রফুল্ল করিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রজনীচর বিহগগণ নভোপথে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল এবং

তাহাদিগের দ্রুত গমনাগমন জনিত পক্ষের শন্ শন্ শব্দ এক একবার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অরণ্যস্থ শ্বাপদগণ স্ব স্ব আশ্রয় স্থান হইতে নির্গত হইয়া ঘোররব করিতে করিতে আহার অন্বেষণে ধাবিত হইল। গন্ধবহ বন্যপুষ্প সকলের সৌরভ বহন করিয়া অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া বনবাসী অচ্যুতার্পিত-চিত্ত মোক্ষলাভার্থী নিত্যানন্দময় যতিগণের সেবা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা তিনজনে ধীর গমনে কুটীর দ্বারে সমাগত হইয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আগমন জনিত বিশেষ পরিশ্রম হওয়ায় রোগীর ঘন ঘন নিশ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল এবং কপাল দিয়া বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি পতিত হইতেছিল। তদ্দর্শনে বৃদ্ধ তাপস রুগ্নকে নবীনপল্লব শয্যায় শয়ন করাইয়া উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন ও কিঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইলে পুনরায় জল পান করাইলেন। এই প্রকার শুশ্রূষা দ্বারা রুগ্নের শারীরিক অনেক সুস্থতা সম্পাদন হইল এবং তিনি নিদ্রিত হইলেন। তাঁহাকে নিদ্রায় চৈতন্য শূন্য অবলোকন করিয়া বৃদ্ধ যোগী তৎসহবাসী তাপসকে কহিলেন, “বৎস! তুমি বলিয়াছিলে, আমাদিগের রাজনন্দন চন্দ্রশেখর দাক্ষিণাত্য হইতে সত্বরেই হিরণ্যনগর প্রত্যাগত হইবেন। এক্ষণে বোধ করি এতদিন তিনি রাজ-ধানী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব এখানে আর অনর্থক কালগত করায় কোন ফল নাই; দুই চারি দিবসের মধ্যেই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া হিরণ্যনগর যাত্রা করিব,

এই রূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছি; তৎপক্ষে তোমার অভিপ্রায় কি, ব্যক্ত কর।” দ্বিতীয় তাপস কহিলেন, “আমার মতামত জানিবার কোন আবশ্যক নাই; আপনি যখন গমন্ করিবেন, তৎক্ষণাৎ অনুগামী হইব।”

বৃদ্ধ তাপস রুগ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৎসহচর তাপসকে কহিলেন, “বৎস! ইনি কে এবং কি জন্য এই দুর্গম কানন মধ্যে একাকী রুগ্নাবস্থায় পতিত ছিলেন? ইহাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব ও লাবণ্য দৃষ্টি করিয়া ইহাঁকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না, নরকুল কেশরী শাবক বলিয়াই বোধ হইতেছে; যাহা হউক ইহাঁর কি কোন পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ?”

দ্বি, তা। “মহাশয়! ইহাঁকে বৃক্ষমুলে প্রথম দর্শন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার উত্তর কিছুমাত্র পাই নাই; বিশেষতঃ ইহাঁর তৎকালের দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিলাম, অগ্রে শুশ্রূষা দ্বারা শান্তি লাভ করাইয়া পরে পরিচয় গ্রহণ করিব।”

বৃ, তা। “নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই পরিচয় লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে; বোধ করি, ইহাঁর জীবনচরিতের বিষয় অতিশয় আশ্চর্য্য জনক হইবেক; অতএব কল্য প্রভাতে ইহাঁর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইব; এক্ষণে রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর হইয়াছে, চল আমরাও শয়ন করি।”

বৃদ্ধের বচনাবসানে উভয়েই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তির বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ক্রমে ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। প্রকৃতিসতী ত্রিযামাদি সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে গিরিগুহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এদিকে ভগবান বিকর্ত্তন নিজ রাজ্য মধ্যে স্বগণ সহিত শর্ব্বরীর সমাগম জানিয়া কোপ লোহিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, ত্রিযামা স্বগণে বেষ্টিত হইয়া গিরি-গুহায় প্রবেশ করিল। তখন তপনদেব ক্রোধ সংরক্ত শরীরে গিরিচূড়ায় আপন তেজোরাশি বিস্তীর্ণ করিয়া সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কমনীয় কিরণজাল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে তাপসদ্বয় শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যথা-বিহিত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান পূর্ব্বক রোগীর নিকট উপবেশন করিলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবন দাতা সন্ন্যাসী-দ্বয় নিকটে বসিয়া আছেন। তখন সজললোচন ও গদ গদ বচনে তাঁহাদিগের নিকট বারম্বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধযোগী মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া তদীয় গাত্রে হস্তার্পণ করতঃ কহিলেন, "এক্ষণে শরীরের অবস্থা কিরূপ?" পীড়িত যুবা কহিলেন, "আপনাদিগের অনুকম্পায় অনেক সুস্থতা লাভ করিয়াছি; কিন্তু প্রত্যহ দিবা দুই প্রহরের সময় প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া অতীব যাতনানুভব করিয়া থাকি; এক্ষণে যাহাতে তাহা নিবারণের উপায় করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্ন করুন।" তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক

বৃদ্ধ তাপস কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী বনভাগে বিচরণ করতঃ একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করণানন্তর কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কমণ্ডলুস্থিত বারির সহিত পূর্ব্বোক্ত মূল নিষ্পেষণ পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করাইয়া কহিলেন, "বৎস! এই মহৌষধি প্রভাবে নিশ্চয় আরোগ্য-লাভ করিবে।" যুবা কহিলেন, ' মহাশয়! আমি গুরুজন প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম যে, কাননবাসী তপস্বীগণ শান্তিগুণের প্রবাহ ও দয়ার আধার; এক্ষণে নিজেই তাহার বিশেষ পরি-চয় প্রাপ্ত হইলাম। এই অনাথ নিঃসহায় জনের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিলেন, যাবজ্জীবন আপনাদিগের নিকট দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আজ্ঞাবহ হইয়া কালহরণ করিলেও উপকারের সম্পূর্ণ প্রতিশোধ করা হয় না। বোধ করি, এই দুর্ভাগার উপায় জন্যই আপনারা এইস্থানে অবস্থান করি-তেছেন। পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র ও বন্ধুবর্গ হইতে যাহা না হয়, আপনারা মহদীয় কারুণ্য রসের বশম্বদ হইয়া তাহা সম্পন্ন করিলেন; এক্ষণে আমি আপনাদিগের সন্তান তুল্য, আপনারা আমার পিতা ও পিতৃব্য তুল্য হইলেন।" যুবকের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ তাপস কহিলেন, " বৎস! তুমি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে, ইহা অত্যুক্তি মাত্র; আমরা যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, এই সকল কার্য্য তৎপথের ভূষণ স্বরূপ; অতএব সে জন্য তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান কর। তুমি একাকী দুর্গম বনমধ্যে রুগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পাইতেছিলে,

ইহার কারণ কি? তুমি কোন্ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ এবং তোমার জন্মস্থান কোথায়? আর কি অভিপ্রায়েই বা বনমধ্যে আসিয়াছিলে? এই সকল বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমাদিগের বিষম সংশয় দূর কর।”

তাপসের বচনাবসানে যুবা বিনীত বচনে কহিতে লাগিলেন, “মহাত্মন্! আপনি আমার জনকতুল্য এবং জীবন দাতা; আপনার নিকট প্রকৃত বিষয় কিছুমাত্র গোপন করিব না। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে আমার জন্মভূমি ফুল্লারবিন্দুনগর; অধুনা মহারাজ কমলাকরের রাজধানী হিরণ্যনগরে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার পিতার নাম মহাত্মা সম্রাট শশাঙ্কশেখর; এক্ষণে আমি হিরণ্যনগরাধিপের পালিত ও সেনাপতি; আমার নাম চন্দ্রশেখর। পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদিগের রাজমন্ত্রীর গোচর করিয়াছিলেন; আমি অমাত্যের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া নিরুদ্দেশ পিতা মাতার অন্বেষণার্থে প্রিয় বয়স্য সচিব নন্দনের সহিত অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রাজধানী হইতে নির্গত হইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বহুস্থান অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাদিগের দর্শন প্রাপ্ত হইলাম না এবং তাঁহারা জীবিত আছেন কিনা, তাহাও জানিতে পারিলাম না। তখন নিরাশ মনে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া উভয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। একদা মধ্যাহ্নকালে পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইলাম এবং অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে উপবেশন করতঃ মন্ত্রীনন্দনকে কহিলাম, সখে! পিপাসা বলবতী হইয়া

আমার কণ্ঠ শুষ্ক করিল; শীঘ্র জীবন প্রদান করিয়া জীবন দান কর। এই বলিয়া অধৈর্য্য চিত্তে সেই তরুছায়ায় শয়ন করিলাম। তদবলোকনে প্রিয় সহচর অতিশয় ব্যাকুলান্তঃকরণে সলিল সংগ্রহার্থ অশ্বারোহণপূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিলেন, আর প্রত্যাগমন করিলেন না! সেই পর্য্যন্ত প্রিয়তম বান্ধব-বিহীন হইয়া একাকী বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, তথাচ বিধাতার দুরভিসন্ধির শেষ হইল না; কারণ যে অশ্বটী অবলম্বন করিয়া পর্য্যটন ক্লেশ কথঞ্চিৎ শিথিল বোধ করিতাম, হঠাৎ সেই ঘোটকের মৃত্যু হওয়ায় এককালে দুস্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। তখন অন্য উপায় রহিত হইয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলাম। পদব্রজে পর্য্যটন করা অভ্যাস ছিল না; একারণ কিছুদূর গমন করিয়াই পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধির ধারা পতিত হইতে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গ বেদনায় অভিভূত হইল। তৎকালে সাধ্যাতীত পরিশ্রম হওয়ায় দারুন জ্বরাক্রান্ত হইয়া এককালে গমনে অশক্ত হইলাম। অশেষ ক্লেশে দুই চারিপদ করিয়া গমন করি আর মোহ-কর-কবলিত হইয়া ধরাসনে পতিত হই। এবম্প্রকার গমন করিতে করিতে হিংস্র জন্তু হইতে জীবন রক্ষার সার সম্বল অসিখানি যে কোথায় ফেলিলাম, তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলাম না। অনন্তর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত এককালে গমন করিতে অশক্ত হইয়া গতকল্য সায়াহ্নে এই নদীকূলে বৃক্ষতলে অচেতনাবস্থায় পতিত ছিলাম। দারুন জ্বর প্রভাবে এবং পর্য্যটন ক্লেশে জল পিপাসায় জীবন বহির্গত

হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যখন এক একবার চৈতন্য হইতে লাগিল, তখন কেবল অস্ফুটস্বরে জল প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ইহজন্মের মত পিতা মাতার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন লাভে বঞ্চিত ও প্রিয় বান্ধব বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিকট বারম্বার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলাম। ফলতঃ তৎকালে একেবারেই প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম; কিন্তু জগদীশ্বর যে এই হতভাগ্যকে কত কষ্ট দিবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং সেই জন্যই ভীষণ বিভাবরী সময়ে আপনাদিগের নেত্রপথের পথিক হইয়া এই যন্ত্রণা সহিষ্ণু পাপপ্রাণ রক্ষা হইয়াছে।” এই বলিয়া সজলনেত্রে তাপসদ্বয়ের বদনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

যুবকের বদনকমল বিনির্গত মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তপস্বীদ্বয় আনন্দসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। আহ্লাদের আধিক্য হেতু কিয়ৎকাল বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইল না; কিঞ্চিৎ পরে মনাবেগ সংবরণ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে কহিলেন, “রাজকুমার! আপনার মঙ্গল হউক! অদ্য আমাদিগের পরম সৌভাগ্য; যেহেতু জগৎপতি কৃপা বিতরণ করিয়া বহু আয়াসের ও যত্নের অসাধ্য অমূল্য রত্ন করতলে প্রদান করিলেন। যুবরাজ! আমরা নিরন্তর নিখিল ভুবন পালক নির্গুণকে স্মরণ করতঃ আপনাদিগের অর্থাৎ সর্ব্বগুণাকর সার্ব্বভৌম মহীপতি মহাত্মা শশাঙ্কশেখর, আপনার জননী মহারাজ্ঞী অবনীশ্বরী ও আপনার অন্বেষণার্থ যোগীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াও অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; কিন্তু অদ্য ঈশ্বরানুকম্পায় বিনা চেষ্টায় আপনাকে

লাভ করিলাম। হে রাজবংশধর! আমরা ৮৩, বোধ করি তাহা জানিতে উৎসুক হইয়াছেন; অতএব আমাদিগের পরিচয় গ্রহণ করুন। আমি আপনাদিগের মন্ত্রী; আমার ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী। আর ইনি সেনাপতি; ইহাঁর নাম জয়সিংহ। ইনিই সন্ন্যাসীবেশে রাজা কমলাকরের মন্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রীর নিকট আপনার পূর্ব্ব বিবরণ সকল বর্ণন করিয়াছিলেন। বৈজয়ন্তনগরাধিপতি রণপ্রতাপ আমাদিগকে কপট যুদ্ধে পরাজয় করিয়া রাজ্যাধিকারকরণকালে আপনি রাজসভায় বা অন্তঃপুরে ছিলেন না; বাল্যক্রীড়া করণার্থ শিশুসহ নগর মধ্যে গমন করিয়াছিলেন; একারণ মহারাজ এবং মহিষী শত্রুভয়ে পলায়ন কালে আপনাকে প্রাপ্ত হন নাই; সুতরাং আপনি শত্রু হস্তগত হন। তৎপরে রিপুকর্ত্তৃক ঘোর কানন মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন দৈবনিবন্ধন নৃপতি কমলাকর মৃগয়ার্থ সেই বনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হন এবং কৃপাপরতন্ত্র হইয়া সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই; সুতরাং আপনাকেই পুত্রবৎ লালন পালনে পরিবর্দ্ধিত করিয়া নানা শাস্ত্র ও রণ কৌশলাদি শিক্ষা করাইয়াছিলেন। তদনন্তর আপনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে আপনার বিপুল বাহুবল ও রণদক্ষতা অবলোকন করিয়া প্রসন্ন মনে স্বীয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

দুষ্টমতি রণপ্রতাপ রাজ্যাধিকার করিয়া এইরূপ ঘোষণা প্রচার করে যে, রাজা শশাঙ্কশেখর ও তাঁহার আত্মীয়গণকে

যাহারা ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাদিগকে বিশেষ রূপ পারিতোষিক প্রদান করিব। রাজ্যমধ্যে এই সংবাদ প্রচার হইলে, আমি সেনাপতি জয়সিংহের সহিত তথা হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম এবং বহুদেশ পর্য্যটনের পর এই নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তপস্বীবেশে ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছি। এক্ষণে আপনার অভিমত কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি; অতএব আমাদিগের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করুন।”

নৃপাত্মজ মন্ত্রী প্রমুখাৎ আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, “মন্ত্রীবর! আমি যে ইহজন্মে জনক জননীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব এবং প্রিয় বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সমর্থ হইব, সে আশাকে দুরাশা বোধে এককালে বিসর্জ্জন দিয়াছি। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, আপনাদিগের সহিত মিলিত হইলাম; এজন্য বিবেচনা করিতেছি, জগৎপতি কৃপা করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিলেও করিতে পারেন।”

যুবরাজের বাক্যাবসানে সেনাপতি জয়সিংহ কহিলেন, “কুমার! আমরা মনমধ্যে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি যে, তাঁহাদিগের অন্বেষণে জীবন পর্য্যন্ত শেষ করিব, তথাচ অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। সেই ভৃত্যই ভৃত্য যে সম্পদ কালের ন্যায় বিপদ কালেও প্রভুর অনুগামী হয়; অতএব আপনি নিরাশ হইবেন না; ঈশ্বর কৃপায় অবশ্যই আমাদিগের মনোরথ সফল হইবেক।” তাঁহাদিগের আশ্বাস বাক্য শ্রবণ

করিয়া এবং অচলা প্রভুভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া নৃপনন্দন কহিলেন, "হে সচিবশ্রেষ্ঠ! হে সেনাপতে! আপনারা ধন্য! ধন্য আপনাদিগের প্রভুভক্তি! আপনারা ঈদৃশ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন; যেহেতু অশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক একমাত্র অস্মুদ্দেশ প্রভুর উদ্দেশ সাধন জন্য জীবন পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়াছেন; অতএব আপনাদিগের তুল্য প্রভুভক্তি পরায়ণ এই অবনী মধ্যে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।"

এই প্রকার কথোপকথন প্রসঙ্গে বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল। তখন তাপসদ্বয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানপূজা সমাধান করণানন্তর আশ্রমস্থিত ফল মূল গ্রহণ করতঃ নৃপসুত সহিত তিনজনে ফল ভক্ষণ ও জলপান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিলেন। এবম্প্রকার তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় এক পক্ষ মধ্যে রাজকুমার সুন্দর রূপ শারীরিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া মন্ত্রী ও সেনাপতির সহিত মন্ত্রণা স্থির পূর্ব্বক তিনজনে একত্রিত হইয়া পবিত্র ঈশ্বর নামোচ্চারণ করতঃ মহারাজ শশাঙ্কশেখর ও রাজমহিষীর অন্বেষণে নির্গত হইলেন।

অদ্য ফল্গুযাত্রা; ব্রজপুরী উৎসবে পরিপূর্ণ। ব্রজবাসী স্ত্রী, পুরুষ, আবাল, বৃদ্ধ প্রভৃতি মহানন্দে মগ্ন। আবির কুঙ্কুমে বর্ত্ম সকল লোহিত বর্ণ। বৃন্দাবনবাসী সকলে বসন্ত রঙ্গের বসন পরিধান করিয়া আবিরে ভূষিত হইয়া সারঙ্গ, করতাল ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় নৃত্য এবং বিশুদ্ধ বসন্তরাগে হরিগুণ গান করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিতে-

ছেন। রমণীগণ রমণীয় বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া পরস্পর পরস্পরের গাত্রে আবির কুঙ্কুম প্রদান করিয়া কখন কখন আনন্দ সূচক হাস্যধ্বনি, কখন বা ফল্গু গীতাদি গান করিতেছেন। স্থানে স্থানে দেবালয় সমূহে জয়ধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছে। কাননাভ্যন্তরে পক্ষী সকল সুমধুর কলরব করিতেছে; তাহারা যেন ব্রজবাসীগণের হর্ষ সন্দর্শনে আনন্দমনে হরিগুণ গান করিয়া শাখান্তরে গমনাগমনচ্ছলে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। সিদ্ধ তপস্বীগণ গলদেশে তুলসীমালা ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া মুদ্রিতনেত্রে করমালা জপ করিতেছেন। এদিকে ভগবান অংশুমালীনন্দিনী স্বীয় তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছেন; তদীয় সুবিমল নীলাম্বু মধ্যে নির্ম্মল সূর্য্য রশ্মি পতিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, নীলাকাশ মণ্ডল অসংখ্য নক্ষত্র মালায় সমাচ্ছন্ন; অধিকন্তু তপন প্রতিবিম্বপাতে যমুনাকে দ্বিতীয় আকাশ মণ্ডল বলিয়া স্থির নিশ্চয় হইতেছে। উভয় তটের ঘন পল্লবপরিশোভিত পাদপশ্রেণীমধ্যবর্ত্তী সিদ্ধাশ্রম সকলের শোভা সন্দর্শন করিলে নয়ন মন যেন আনন্দরসে সন্তরণ করিতে থাকে। নগরের অট্টালিকা সমূহ নানারঙ্গে চিত্রিত ও বিবিধ কারুকার্য্যে বিভূষিত। মেরুশৃঙ্গ সদৃশ দেবালয় সকল যেন নভোমণ্ডলের উচ্চতা পরিমাণ করণাভি প্রায়ে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে; তদুপরি ও প্রাসাদ সকলের উপরিভাগে নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন থাকায় দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন, শতশত ইন্দ্রধনু উদয় হইয়া শূন্য মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। আহা! এই পবিত্র স্থানের কি

অনির্ব্বচনীয় শোভা! এই চিত্তহারিণী নগরী অবলোকন করিলে অতি মূঢ় জনের মনেও ভক্তি রসের সঞ্চার হইয়া থাকে; অতি পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়; না হইবেই বা কেন, যে স্থানে ভগবান কমলাকান্ত কান্তাসহ গোলকধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে স্থানে জগজ্জননী হরমনমোহিনী মহামায়া যোগমায়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, যে স্থানে ভগবান চিন্তামণি রেবতীরমণ সহিত গোচারণচ্ছলে কংসানুচর দুরাচার অসুরগণকে বিনাশ ও কালসম করাল কালকূটধারী ক্রূর স্বভাব সম্পন্ন দুর্দ্দমনীয় কালীয় নাগকে দমন করিয়াছেন ও যে স্থানে বংশীধর সুমধুর বংশীধ্বনিতে ব্রজবধূদিগের মন মুগ্ধ করতঃ তাঁহাদিগের সহিত অশেষবিধ লীলা কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, সেই সুপবিত্র ব্রজপুরী অদ্য মহানন্দময় হইয়াছে, সেই দেব দুর্লভ স্থান যে ভক্ত জনের মুক্তির কারণ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি?

বেলা দশদণ্ড অতীত। এই সময়ে ব্রজপুরীর রাজপথ দিয়া একজন তপস্বী দক্ষিণকরে পুষ্পপূর্ণ সাজী এবং বামকরে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া যমুনায় অবগাহনার্থ গমন করিতেছেন। তৎকালে জনসকলের গতায়াতে রাজবর্ত্ম পরিপূর্ণ। নগরবাসীগণ উৎসবে মগ্ন হইয়া দলবদ্ধ পূর্ব্বক বর্ত্মের স্থানে স্থানে বাদ্য ও নৃত্য করিতেছে। তাপস গমন করিতে করিতে এক একবার দণ্ডায়মান হইয়া নাগরিকগণের ঐ সকল প্রমোদ জনক গীত বাদ্য শ্রবণ করিতেছেন; আবার পরক্ষণেই ধীরে ধীরে যাইতেছেন। এবম্প্রকার ধীরগমনে যমুনাকূলে

উপনীত হইয়া যমুনার সুনীল সলিলে অবগাহন করণানন্তর ইষ্ট পূজা সমাপ্ত করিয়া ভগবান সূর্য্য দেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক অদূরে একটী তপস্বিনীকে অবলোকন করিয়া সন্দিহান মনে সতৃষ্ণ নয়নে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তাপসী স্নান ও পূজা সমাপ্ত করিয়া মৃদু মৃদু গমনে যোগীর নিকটবর্ত্তিনী হইলে, তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই অনিমিষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তৎপ্রতি তাপসীর লক্ষ্য নাই; বোধ হইল যেন, তাঁহার দৃষ্টি ইষ্টপদ প্রান্তে নিপতিত আছে; তিনি প্রায় মুদ্রিত লোচনে বসুন্ধরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার তৎকালের ভাব অবলোকন করিলে সুস্পষ্টই বোধ হয় যেন, পার্ব্বতী একান্তমনা ও ভক্তিপরায়ণা হইয়া দেবাদিদেব ভগবান ত্রিলোচনের আরাধনা করিতে যাইতেছেন।

তখন যোগীবর দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক যোগিনীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া সাশ্রুলোচন ও স্খলিত বচনে কহিতে লাগিলেন, "জননি! এই অধম তনয়ের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করুন। দেবি! আমরা আপনাদিগের অন্বেষণে কৃতসংকল্প হইয়া ঐহিক সকল সুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু কোন স্থানেই আশালতা ফলবতী হয় নাই; অদ্য ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। মাতঃ! আপনি ফুল্লারবিন্দু-নগরাধিশ্বরী মহারাজ্ঞী; গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ শত্রুচক্রে পতিত

এবং পতি পুত্র বিয়োজিতা হইয়া দুঃসহ দুঃখসাগরে নিমগ্না হইয়াছেন। হে অবনীনাথ মহিষি! আমি আপনার চিরদাস সৈন্যাধ্যক্ষ জয়সিংহ; মন্ত্রীপ্রবর ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীর সহিত তপস্বীবেশে এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণানদীতীরে আপনার জীবনসর্ব্বস্ব যুবরাজ চন্দ্রশেখরকে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তিনিও আমাদিগের সমভিব্যাহারে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অধুনা আমাদিগের আশালতা প্রায় ফলবতী হইল; কেবল মহীপতির সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলেই চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখানল নির্ব্বাণ করিব।" এই বলিয়া বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাপসী তৎপ্রমুখাৎ এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইলেন। তাঁহার হৃদয়াকাশে প্রবল আনন্দবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল সতৃষ্ণনয়নে তাপসের বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং অনেকক্ষণের পর তাঁহাকে সেনাপতি জয়সিংহ বলিয়া স্থির-নিশ্চয় হইল। তখন রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "বৎস জয়সিংহ! তোমার মঙ্গল হউক। তোমাকে এতক্ষণের পর চিনিতে পারিলাম; বহুদিবস সাক্ষাৎ নাই, হঠাৎ কি প্রকারেই বা চিনিব; বিশেষতঃ শোক দুঃখে পতিত হইয়া নিরন্তর রোদন করিয়া দৃষ্টিশক্তির অনেক লাঘব হইয়াছে এবং তোমাকে রূপান্তরিত সন্ন্যাসীবেশী অবলোকন করিয়া সহসা চিনিতে পারি নাই। বাপ! তুমি আমাকে যে সকল সুধামাখা

বাক্যে সম্ভাষণ করিলে, তাহার সারাংশ চন্দ্রশেখর নামটী সুধাসার বলিয়া বোধ হইল। কৈ? আমার নয়নতারা জীবনসর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর কোথায়? বাছাকে কি ইহজন্মে নয়ন পথের পথিক করিতে সমর্থ হইব? আমার হৃদয়নিধি আর কি আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিবে? জগন্নাথ কি এমন শুভদিন প্রদান করিবেন যে, দুরূহ দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সুখ পয়োধিতে পতিত হইব? বৎস! বল! বল!! আমার জীবনাধিক চন্দ্রশেখর কোথায় আছে?" এই বলিতে বলিতে শাবকভ্রষ্ট কুরঙ্গিনীর ন্যায় চঞ্চললোচনে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন।

জয়সিংহ কহিলেন, "দেবি! আপনার প্রাণাধিক কুমার মন্ত্রীর সহিত আশ্রম কুটীরে অবস্থান করিতেছেন; অতএব চলুন, আপনাকে তথায় লইয়া যাই।"

মহিষী কহিলেন, "বাছা জয়! তুমি আমার সঙ্গে আইস; অগ্রে এই শুভ সমাচার মহারাজের কর্ণগোচর করি। ঐ দেখ, তমাল-তরু-তলস্থ পর্ণশালায় মহীপতি মন্ত্রীকুমার গুণাধারের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত একত্রে গমন করিয়া প্রাণাধিকের বদন শশধর অবলোকন করতঃ সকল কষ্ট নিবারণ করিব।"

জয়সিংহ কহিলেন, "জননি! যখন জগদীশ্বর শুভকাল প্রদান করেন, তখন এককালে বহুতর সুখানুভব হইয়া থাকে; যেহেতু এক্ষণে বিধাতা আমাদিগের প্রতি এতই সানুকূল হইয়াছেন যে, এককালে আমাদিগের মানসিক সকল

দুঃখ নিবারণ করিলেন। মাতঃ! তবে চলুন, মহারাজের নিকট গমন করি।” “বৎস! আইস,” এই বলিয়া মহিষী অগ্রগামিনী হইলে, জয়সিংহ শিষ্যের ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইল।

সম্রাট মন্ত্রীতনয়ের সহিত কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে অগ্রে রাজ্ঞী, তৎপশ্চাৎ একজন অপরিচিত তপস্বীকে আসিতে দেখিয়া সন্দিহানমনে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহিষী জয়সিংহের সহিত কুটীর-দ্বারে সমাগত হইয়া ব্যগ্রতা সহকারে আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচন ও স্খলিত গদগদ বচনে মহীপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! অদ্য কি শুভদিন! যদি প্রাণের প্রাণ প্রাণাধিক কুমারকে অবলোকন করিবেন, তবে গাত্রোত্থান করুন। আমাদিগের জীবন কুমার চন্দ্রশেখর এই নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছেন।” অকস্মাৎ আশাতিরিক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহীশ্বর আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কহিলেন, “প্রিয়ে! কৈ? আমাদিগের জীবনধন চন্দ্রশেখর কোথায়? তুমি কি এইস্থানে তাঁহার অবস্থানের বিষয় সত্যই জ্ঞাত হইয়া আসিয়াছ? তবে চল, আর কাল বিলম্বে আবশ্যক নাই। বৎস গুণাধার! যদি তোমার প্রিয়সখাকে অবলোকন করিবে, তবে শীঘ্র চল।” এই বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই কালে সেনাপতি জয়সিংহ অবনীপতির পদে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, ‘মহারাজ! এ দাসকে কি চিনিতে পারেন? হে অবনীপতে! এই অধীনের প্রতি

কৃপানয়নে দৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনার পালিত ভৃত্য এবং সেনাপতি জয়সিংহ। আপনার হিতৈষী মন্ত্রী ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীর সহিত সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে অন্বেষণ করিয়া আপনাদিগের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া কৃষ্ণানদীর উপকূলে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভগ্নোৎসাহ হৃদয়ে দুঃখিত মনে অবস্থান করিতেছিলাম। দৈবানুগ্রহে তথায় যুবরাজকে প্রাপ্ত হইয়া তৎসহিত অবশিষ্ট স্থান ভ্রমনানুসন্ধান করিলাম; তাহাতেও আপনাদিগের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে নিরাশচিত্তে এই পুণ্যক্ষেত্র ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইলাম এবং এই স্থানে চরমকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবার বাসনায় কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আমরা তিনজনেই অবস্থিতি করিতেছি। অদ্য জগদীশ্বরের কৃপায় মহারাণীকে দর্শন করিয়া সৌভাগ্যক্রমে আপনাকেও দর্শন করিলাম।"

পার্থিব কহিলেন, "জয়সিংহ! তোমরা ধন্য! বৎস! আমি ঈশ্বরের নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যেন, তোমাদিগের তুল্য প্রভুপরায়ণ ভৃত্য জন্ম জন্মান্তরে লাভ করিতে সমর্থ হই। তুমি আমাকে যে শুভ সংবাদ প্রদান করিলে, আমার এমন কি ধন আছে যে, তাহা দিয়া প্রত্যুপকার সাধন করিব; জীবন দান করিলেও উপযুক্ত উপকারের প্রতি-বিধান করা হয় না। বাপ! তোমরা আমাকে আজীবনকাল বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিলে।" নরনাথের বাক্যাবসানে জয়সিংহ বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "ভূপতে! অধীনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। হে অবনীনাথ! অবনী

মধ্যে সেই ধন্য, যে প্রাণপণে প্রভুকার্য্য সম্পাদন করে এবং সম্পদকালের ন্যায় বিপদ কালেও প্রভুর অনুগামী হয়। অতএব আমাদিগের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা আমরা করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ; এমন কি কার্য্য করিয়াছি, যে প্রসংশার পাত্র হইব।" ভূস্বামী কহিলেন, "বৎস! তোমার ঈদৃশ বাক্য কেবল মহদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে মাত্র; সে যাহা হউক, আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে; চল, তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিয়া জীবন নন্দন এবং মহাত্মা সচিব পুঙ্গবকে নেত্রগোচর করতঃ আত্মাও মনের সার্থকতা সম্পাদন করি।" এই প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে অগ্রে জয়সিংহ পথ প্রদর্শক হইয়া চলিল; তৎপশ্চাৎ তাঁহারা তিনজনে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী জয়সিংহের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া সন্দিহান মনে নৃপকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "যুবরাজ! জয়সিংহের প্রত্যাগমনে এতাধিক বিলম্ব হইবার কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরাতীত হইল; এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হওয়ায় অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে; অতএব আমি তাঁহার অন্বেষণে চলিলাম।" এই বলিয়া পর্ণশালা হইতে নির্গত হইয়া প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হওনানন্তর একদৃষ্টে পথ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে জয়সিংহ এবং তাঁহার সমভি-ব্যাহারে অপরিচিত তিনজনকে আসিতে অবলোকন করিলেন। তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপর দুইটী পুরুষ; স্ত্রীলোকটী

স্বাভাবিক বেশভূষা বিহীনা চির-ভস্মধারিণী যোগিনী; তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন, যেন কাঞ্চনময়ী প্রতিমা ভস্মাচ্ছাদিতা হইয়াছেন; তাঁহার আলুলায়িত সংস্কার-বিহীন রুক্ষকেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন, তুষারাচ্ছাদিত হিরণ্ময় শৈলপৃষ্ঠ পিঙ্গলবর্ণ নীরদজালে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। যোগিনীর বিশাল লোচন যুগল হইতে স্নেহরস বিগলিত হইতেছে এবং তিনি বৎস হারা গাভীর ন্যায় চঞ্চলনেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অমাত্য সবিস্ময় চিত্তে “ইঁহারা কে, কোথা হইতে কিমর্থে আসিতেছেন ও কোথায় গমন করিবেন,” এবম্প্রকার চিন্তা তরঙ্গে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা কুটীর সমীপবর্ত্তী হইলে, জয়সিংহ ব্যগ্রতা সহকারে সহাস্য বদনে কহিলেন, “মন্ত্রীবর! পীতাম্বর আমাদিগের প্রতি সানুকূল হইয়া নৃপবরকে প্রদান করিলেন। জননী-স্বরূপা অবনীশ্বরী ও মন্ত্রীকুমার গুণাধার অবনীনাথের সহিত উপস্থিত অবলোকন করিয়া নয়ন মন সফল করুন।” তৎপরে কুটীরাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, “যুবরাজ! একবার বহির্গত হইয়া চিরবাঞ্ছিত জনক জননীর চরণ দর্শন ও প্রিয় বয়স্য সমাগম লাভ করিয়া দুর্ব্বিষহ মনদুঃখানল নির্ব্বাণ করুন।” এতচ্ছ্রবণে নৃপকুমার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কুটীর হইতে নির্গত হইলেন এবং দ্রুত গমনে মূলচ্ছেদিত তরুর ন্যায় মহারাজের চরণ তলে নিপতিত হইয়া নয়ন জলে পদযুগল আর্দ্র করিতে লাগিলেন। নৃপালও প্রণত পুত্রের

হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং আনন্দাশ্রু নীরে আত্মজের কলেবর ভাসাইতে লাগিলেন। তৎকালে আনন্দের আধিক্য হেতু বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর নৃপসুত জননীর নিকট গমন করিয়া "মা!" এই বাক্যটী বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ মাতৃ চরণধূলা মস্তকে ধারণ করিলেন। মহিষী স্নেহ-বিস্ফারিত নেত্রে প্রাণাধিকের করযুগল ধারণ করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া বদন কমলে চুম্বন করতঃ সরোদনে কহিলেন, "বাপ! তুমি চিরজীবী হও। তোমার চন্দ্রাননের স্নিগ্ধকর সুধামাখা মাতৃ সম্ভাষণ ইহজন্মে যে আর কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইবে, স্বপ্নেও সে আশা করি নাই; নিরন্তর ইহাই বিবেচনা করিতাম যে, আমার ন্যায় দুর্ভাগিনী রমণী অবনীতে আর দ্বিতীয়া নাই; কিন্তু অদ্য ভাবিতেছি, আমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ললনা ভূমণ্ডলে আছে কি না সন্দেহ। বৎস! এই দেখ, তোমা বিহীনে সর্ব্বক্ষণ রোদন করিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছি, বাপ! আজি বিধি যে এই হতভাগিনীর প্রতি কতদূর সানুকূল হইয়াছেন, তাহা এক মুখে বলিতে অক্ষম হইলাম।" মহিষী প্রভাবতী এই প্রকার বিবিধ করুণ বাক্য প্রয়োগ করতঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অপত্য স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া জীবন কুমারের বদন শশধর যতবার অবলোকন করেন, তাঁহার দর্শন ইচ্ছা ততই বলবতী হইতে লাগিল। যেমন শ্রীহরির কৃপা লাভ করিয়া উত্তানপদ রাজকুমার পরম ভাগবত মহাত্মা ধ্রুব মহাশয়

ভবনে প্রত্যাগমন করিলে রাজমহিষী সুনীতি সতী প্রাণাধিক পুত্রধনে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী জ্ঞানে আহ্লাদ সাগরে সন্তরণ করিয়াছিলেন ও পিতৃসত্য পালন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে রঘুকুল-তিলক ভগবান রামচন্দ্র কোশল রাজ্যে প্রত্যাগত হইলে কৌশল্যা দেবী প্রিয় পুত্ররত্ন পুনর্লাভ করিয়া যেমন আনন্দ-সিন্ধুনীরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও বহুদিনের পর জীবন কুমারকে লাভ করিয়া অতুল হর্ষ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর নৃপকুমার জননীর নিকট হইতে অপসৃত হইয়া মন্ত্রীনন্দনের নিকট গমনপূর্ব্বক "মিত্র!" এই বাক্যটী বলিয়াই নয়নজলে হৃদপদ্ম ভাসাইতে লাগিলেন। অমাত্য-কুমার প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ নৃপাত্মজের গলদেশ এবং রাজতনয়ও প্রিয় বয়স্যের গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক রোদন করিয়া পরস্পর পরস্পরের দেহাভিষিক্ত করিলেন। এই কালে ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী মহারাজ ও মহিষীর নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক যোড়হস্তে বিনয়পূর্ণ বচনে কহিতে লাগিলেন, "অবনীনাথ! এই অধীনগণকে অনাথ করিয়া যে সময় নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে আমরা স্বদেশ পরিত্যাগ করণানন্তর সন্ন্যাসীবেশে আপনাদিগের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছি। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিয়াও যখন আপনাদিগের দর্শন লাভ ঘটিল না, তখন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শ্রীচরণে মনপ্রাণ সমার্পণ করতঃ আপনাদিগের দর্শন কামনায় একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপাসনায়

এই পবিত্র স্থানে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম! শুভগ্রহ সঞ্চার হইলেই যে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কথা যথার্থ; অদ্য অনায়াসে আপনাদিগের দর্শন লাভ করিলাম।" মন্ত্রীর বচনান্তে ভূপাল কহিলেন, "অমাত্য! অদ্য আপনাদিগের সমাগম লাভ করিয়া এককালে অতুল সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; বিধাতা যে এমন শুভদিন প্রদান করিবেন, তাহা এক তিলের জন্যেও ভাবি নাই। এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, অতএব সকলে স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর দুঃখের কথা বলিব ও শুনিব।" বসুধানাথের বচন শ্রবণে সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানাহার প্রভৃতি সমাধা করণানন্তর একত্রে উপবেশন করিলেন। অপিচ রাজআজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ মন্ত্রী ইন্দ্রসেন স্বীয় দুর্ঘটনার বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ শ্রবণ করুন; যে দিবস দুষ্টবুদ্ধি রণপ্রতাপ প্রতারণার বশবর্ত্তী হইয়া কপট যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমাদিগের রাজ্যাধিকার করতঃ স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করে, যে সময়ে সেনানায়ক জয়সিংহ সভায় আসিয়া ভয়াকুল চিত্তে বিদ্রোহী কর্ত্তৃক রাজ্য ও দুর্গ অধিকার সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক জীবন রক্ষার্থ পলায়ন করাই শ্রেয় বলিয়া আপনাকে তৎসহিত গমনের অনুরোধ করণানন্তর "আমি অন্তঃপুরে যাইয়া মহিষী ও রাজকুমারকে রক্ষা করিবার উপায় করি," এই বলিয়া দ্রুতবেগে অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত

হইল, তৎকালে হঠাৎ এই অভাবনীয় অসীম অমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আমি স্বীয় পরিবারবর্গের বিপদ আশঙ্কা করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম এবং নিজালয়ে গমন কালে বারম্বার আপনাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু আপনি পূর্ব্বের ন্যায়ই নীরবে রহিলেন, আমার কথার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর দিলেন না। সেই সময়ে বিপক্ষ সৈন্যগণের ভীষণ জয়ধ্বনি ও নগরবাসিগণের ঘোর আর্ত্তনাদ কর্ণগোচর করিয়া সাতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইলাম এবং পরিবারদিগের রক্ষাসাধন জন্য সভা হইতে নির্গত হইয়া রাজপথ অবলম্বনে নগর প্রবেশ কালে বিপক্ষ সৈন্যগণ নগর লুণ্ঠন করিয়া রাজপুরীরদিকে আগমন করিতেছে, অবলোকন করিলাম। তাহাদিগের নেত্রপথের পথিক হইলে জীবন রক্ষা হইবেক না, এই আশঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া নগর বহির্ভাগে একটী ক্ষুদ্র কাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইলাম। তৎকালে অন্তঃকরণের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহা অবশ্যই অনুমান করিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে, স্বীয় পরিবার বর্গের কি দশা হইল, তাহারা কোথায় কি রূপে অবস্থান করিতেছে এবং শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে কি না, এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলাম এবং মনোমধ্যে যুক্তিস্থির করিলাম যে, নিশাকালে ছদ্মবেশে নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সম্যক্ বিষয় অবগত হইব। তৎপরে ত্রিযামার্দ্ধ

সময়ে সন্ন্যাসীবেশ ধারণপূর্ব্বক কাননপথ অবলম্বনে গমন করণানন্তর নগর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শত্রুপক্ষীয় সৈন্য সকল নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করতঃ অতি সাবধানে নগর রক্ষা করিতেছে। অশ্বারোহী সৈন্যগণ রাজবর্ত্মে ও গ্রাম্যপথে গমনাগমন করিতে করিতে ভীষণ চীৎকার করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিতেছে। আমি ভয় সঙ্কুচিত চিত্তে অতি গোপনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকবৃক্ষ ও লতাগুল্ম সমাকীর্ণ আরণ্য পথ দিয়া নিজালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। আত্মীয়, পুত্র, কলত্র এবং ভ্রাতৃভগিনী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, রিপুপক্ষ সৈন্যগণ নগরবাসী অধিকাংশ ব্যক্তির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং অগ্নিদানে গৃহ সকল ভস্মময় করিয়াছে; তাহাদিগের সেনাপতির প্রযত্নাতিশয়ে অবশিষ্ট প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে নাই; এ বিধায় আমার বাসভবন নিরাপদে ছিল। আরও অভিনব রাজপ্রতিনিধি সায়াহ্নকালে নগর মধ্যে ঘোষণা প্রদান করিয়াছে যে, "যাহারা পূর্ব্ব রাজা ও তৎপালিত রাজপুরুষগণকে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাদিগকে প্রভূত সুবর্ণ পারিতোষিক প্রদান করিব;" দামামাধ্বনির সহিত এইরূপ ঘোষণা বাক্য শ্রবণ করিয়া নবরাজ পালিত গুপ্তচরেরা ও সৈন্য সকল বিশেষ রূপ সতর্কতার সহিত আমাদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; ইহাও শ্রবণ করিলাম। এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া মনোমধ্যে সাতিশয় শঙ্কার উদ্রেক হইল। স্থানান্তরে

পলায়ন ব্যতীত প্রাণ রক্ষার উপায় নাই, এই বিবেচনায় আত্মীয় স্বজনের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করতঃ চিরবিদায় প্রার্থনা করিলাম। তাহারা মদীয় বচন শ্রবণে শোকার্ত্ত-হৃদয় হইয়া বিবিধ করুণাসূচক বিলাপ বাক্যে রোদন করিতে লাগিল। আমি অশেষবিধ প্রবোধ বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কষ্টে বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিযামার শেষভাগে নিজালয় হইতে নির্গত হইলাম এবং পূর্ব্বোক্ত কানন-পথাবলম্বনে একটী ক্ষুদ্র বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া শেষ বিভাবরী অতিবাহিত করিলাম।

প্রভাত সময়ে তথা হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক "হায়! এক্ষণে কোথায় যাই? কি করি? জগদীশ্বর কি বিষম বিপদেই নিপাতিত করিলেন?" এবম্প্রকার ভাবনা করিতেছি, এমৎ সময় কিছুদূরে একটী দীর্ঘাকার পুরুষ আসিতেছে, অবলোকন করিলাম। প্রথমতঃ তাঁহাকে বিপক্ষ পক্ষীয় বোধ করিয়া পাদপ অন্তরালে লুক্কায়িত হইলাম; আগন্তুক বৃক্ষের সন্নিহিত হইবামাত্র তাঁহাকে সেনাপতি জয়সিংহ বলিয়া চিনিলাম। তখন এককালে হর্ষবিষাদের অন্তর্গত হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ব্যগ্রতাসহকারে কহিলাম, "জয়সিংহ! রাজপরিবারবর্গ এবং স্বয়ং মহারাজের কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া দুর্ভাবনা দূর কর।" জয়সিংহ মদীয় বচন শ্রবণে শোকাকুলচিত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ

পূর্ব্বক সরোদনে কহিলেন, “মন্ত্রিবর! আমি কেবল এইমাত্র নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তাঁহারা রিপুহস্তগত হন নাই এবং তাঁহাদিগের প্রাণেরও কোন হানি হয় নাই; সকলেই রাজধানী হইতে অন্যত্র পলায়ন করিয়াছেন; কিন্তু কোথায় আছেন, তাহা জ্ঞাত নহি। এক্ষণে তাঁহাদিগের অনুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না।” আমি তাহার বাক্যাবসানে কহিলাম, “বৎস! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু অভিনব নৃপাদেশে তৎপক্ষীয় গুপ্তচরেরা আমাদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা যদি একবার ধৃত করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদিগের হয় চিরজীবন কারাবাস, না হয় প্রাণদণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইবেক; অতএব আপাততঃ কর্ত্তব্য কি, অবধারণ কর।” জয়সিংহ আমার বাক্য শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, “মন্ত্রিবর! তবে চলুন, আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে ত্বরায় এস্থান হইতে প্রস্থান করি।”

রাজন্! তৎকালে জয়সিংহের সহিত মন্ত্রণা করিয়া উভয়েই সন্ন্যাসীবেশ ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগের অন্বেষণে নির্গত হইলাম। অনন্তর বহু জনপদ, গ্রাম, পল্লী, কানন ও উপকানন প্রভৃতি বহুস্থান অনুসন্ধান করিয়াও আপনাদিগের দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সুতরাং নিরাশ চিত্ত হইয়া স্রোতস্বিনী তীরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলাম। অপিচ কিয়দ্দিবসান্তে জয়সিংহকে আশ্রমে রাখিয়া আমি রাজধানী ফুল্লারবিন্দুনগরে

গমন পূর্ব্বক নিশাকালে নিজালয়ে প্রবেশ করতঃ স্ত্রী, পুত্র এবং আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তথায় গোপনে একমাস অবস্থানের পর আশ্রমে পুনরাগত হইলাম। তদনন্তর কিছুদিন পরে আপনাদিগের অন্বেষণার্থ জয়সিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি মহারাজ কমলাকরের রাজধানী হিরণ্যনগরে যুবরাজের অবস্থানের বিষয় অবগত হইয়া তথাকার রাজমন্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রীর নিকট রাজকুমারের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করণানন্তর ঐ বিবরণ নৃপনন্দনের নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করিয়া ফুল্লারবিন্দু-নগরে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে পুনর্ব্বার হিরণ্যনগর আসিয়া যুবরাজ স্থানান্তরে থাকায় তৎসহিত সাক্ষাৎ লাভের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত মৎসমীপে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বকৃত সৌভাগ্যফলে কিছুদিন পরে সেই স্থানেই যুবরাজকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অনন্তর সে স্থান পরিত্যাগ করতঃ তীর্থ ভ্রমণে নির্গত হইয়া পরিশেষে এই পুণ্যক্ষেত্র ব্রজধামে উপস্থিত হইয়া উটজ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তিনজনে একত্রে অবস্থান করিয়া একান্ত-চিত্তে ঈশ্বর আরাধনায় কালহরণ করিতেছি। অদ্য শুভদিন উদয় হওয়ায় তাহার অনুগ্রহে আপনাদিগের সহিত মিলিত হইলাম।” এই বলিয়া অমাত্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

মন্ত্রীর বাক্যাবসানে সেনাপতি জয়সিংহ কহিলেন, “অবনীকান্ত! অবগত হউন। বিদ্রোহীগণ রাজ্য ও দুর্গ অধিকার করিলে, আমি সভাস্থলে উপনীত হইয়া আকস্মিক

বিপদের কথা মহারাজের কর্ণগোচর করিয়া "মহিষী ও রাজকুমারকে রক্ষা করণার্থ অন্তঃপুরে চলিলাম, আপনি আমার সমভিব্যাহারে আগমন করুন।" এই বলিয়া দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক মহিষীর নিকট উপনীত হইয়া রোদন করিতে করিতে উপস্থিত অমঙ্গলের বিষয় আদ্যন্ত নিবেদন করিলাম। আরও কহিলাম, "মাতঃ! বিপক্ষ সৈন্যগণ নগর অধিকার করিয়া রাজপুরী আক্রমণ জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই রাজসভা ও অন্তঃপুর আক্রমণ করিবেক; মহারাজ আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন; আপনি অবিলম্বে কুমার, পুরন্ধ্রী ও পরিচারিকাগণের সহিত আমার অনুগামিনী হউন; নচেৎ অচিরাৎ শত্রুহস্তগত হইবেন। কৈ কুমার কোথায়? আমি তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইতেছি।" এই কথা কহিবামাত্র মহিষী ঘোররবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কহিলেন, "বৎস! আমার চন্দ্রশেখর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহে নাই, শিশুগণের সহিত ক্রীড়ার্থ নগর মধ্যে গমন করিয়াছে; এক্ষণে তাহাকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব? হায়! পাছে বাছা আমার রিপুকর-কবলিত হয়, এই আশঙ্কাতেই যে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। হা দুরাদৃষ্ট! হা দগ্ধহৃদয়! ওঃ! কি হইল! হায়! আজি কেন আমার এরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল? এখন কোথায় যাইব? কি রূপেই বা প্রাণাধিক ধনে প্রাপ্ত হইব? রে হতজীবন! কি সুখে আর এ দেহে অবস্থান করিতেছিস্ শীঘ্র বহির্গত হ! বাপ জয়! বিপক্ষগণ আসুক! তাহাদের

তীক্ষ্ণধার অসিতে নিজ মস্তক অর্পণ করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিব।” এই প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে স্বস্থানচ্যুত তারকার ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিতা হইলেন।

রাজন্! একে এই ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত, তাহাতে আবার রাজকুমার অন্তঃপুরে নাই ও রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা; এই সকল কারণে অতীব অধৈর্য্য হইলাম। অনন্তর মহিষী দাসীদিগের শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিয়া কপালে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন আমি অনন্য উপায় হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিনীত বচনে সান্ত্বনা করিয়া কহিলাম, “মাতঃ! শোক সম্বরণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; বিপদকালে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অবসন্ন হইতে হয় না; এক্ষণে আমার সহিত আগমন করুন, আমি নগরপ্রান্তে কোন গুপ্তস্থলে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া পুনরায় নগর প্রবেশ করতঃ যুবরাজের অন্বেষণ করিব; অধুনা এখানে থাকিয়া রোদন করিলে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবেক না; অধিকন্তু রিপুহস্তগত হইলে কুলধর্ম্ম রক্ষা করা দুরূহ হইবেক, অতএব ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে আমার সঙ্গে চলুন।” এই বলিয়া পলায়ন মানসে অন্তঃমহলের গুপ্তদ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম।

এই কালে বিপক্ষগণের ঘোর জয়ধ্বনি ও তূর্য্যনিনাদ অতি নিকটে শ্রবণগোচর হইল। মহীশ্বরী ভয়ব্যাকুল মনে পুরস্ত্রীগণ সহিত অগত্যা আমার অনুসরণ করিলেন।

আমরা অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথাবলম্বনে গমন করিতেছি, এমন সময়ে বৈরীপক্ষ চারিজন সৈনিক কিয়দ্দূরে আমাদিগের সম্মুখে আসিতেছে, দেখিতে পাইলাম; তখন সম্মুখ গমনে বিরত হইয়া ভয়প্রযুক্ত নগরের বামবর্ত্মে প্রবিষ্ট হইলাম। এই কালে অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রীগণ ও পরিচারিকা সকলে শঙ্কাকুল মনে চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং যে যেদিকে সুবিধা বুঝিল, সে সেইদিকে পলায়ন করিল; কেবল মাত্র মহিষী আমার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। আমরা দ্রুতপদে বহুদূর গমন করিয়া একটী জনশূন্য নির্জ্জন রসাল কাননের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এখন আর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; মনোমধ্যে এই স্থির করিয়া রাজ্ঞীকে কহিলাম, "দেবি! কৈ মহারাজ ত আমাদের অনুগমন করিলেন না? অতএব আপনি ঐ নিকটবর্ত্তী বৃক্ষবাটীকায় অবস্থান করুন; আমি রাজকুমার এবং মহীপতির অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগত হইতেছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে উল্লিখিত সহকার উদ্যানে রাখিয়া নগর মধ্যে পুনর্গমন করিতে লাগিলাম। এই কালে দূর হইতে বিপক্ষ সৈন্যগণের ভীষণ চীৎকারধ্বনি ও নগর বাসীর করুণ কণ্ঠশব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলাম। তখন শোকে ও দুঃখে বিমোহিত হইয়া পদে পদে বিপদ আশঙ্কা করতঃ মৃদু মন্দ গমনে নগরপ্রবেশ করিবামাত্রেই রিপু-পক্ষের সম্মুখে পতিত হইয়া এককালে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম। তাহারা আমাকে অবলোকন করিয়া ঘোরতর

গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি প্রাণ রক্ষায় উপায় বিহীন হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া নগরের দক্ষিণাস্থ একটী উপবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। অরাতি সৈন্যগণ কিয়দ্দূর অনুগমন করিয়াছিল; আমি তাহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে সকলেই নগর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হওয়ায় ঘোর তিমিরে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইলে, তথা হইতে ধীরে ধীরে বহিষ্কৃত হইলাম এবং পূর্ব্বোক্ত আম্র কাননোদ্দেশে পুনর্গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইতে প্রায় এক প্রহর রজনী হইয়াছিল। অনন্তর মহিষীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রত্যুত্তর বা মহারাণীর অবস্থানের কোন চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হইল না। তখন সংশয়ার্ণবে নিপতিত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলমনা হইলাম। কি করি? কোথায় যাই? তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক অবিরল নয়নাম্বু বিসর্জ্জন করিয়া সেই কাল বিভাবরী অতিবাহিত করিলাম।

প্রভাতে নগর প্রবেশ জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তৎকালে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতেছি, এই কালে দুর্জ্জয় দামামাধ্বনির সহিত "পূর্ব্ব রাজপালিত রাজপুরুষ গণকে ধৃত করিয়া কারাগারে নীত কর" এই শব্দ শ্রবণগোচর হওয়ায় মহাত্রাসে হৃৎকম্প ও সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আর উপায় নাই; এক্ষণে এখান হইতে পলায়ন

করাই যুক্তিযুক্ত ; ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া নগর প্রবেশ আশায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আরণ্য পথাবলম্বনে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলাম। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিমধ্যে অমাত্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর মন্ত্রণা কুশল মন্ত্রীপ্রবরের সহিত মন্ত্রণা করতঃ উভয়ে যুক্তিস্থির পূর্ব্বক সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করিয়া আপনাদিগের অন্বেষণে নির্গত হইলাম, অনন্তর একাদিক্রমে পঞ্চম বৎসর কাল নিয়ত নানাদেশ পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি আপনাদিগের দর্শন লাভ করিতে পারিলাম না। তখন হতাশচিত্তে কৃষ্ণানদীর উপকূলে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া উভয়ে জগদীশ্বরের আরাধনায় রত হইলাম ; সেই স্থানেও পঞ্চম বর্ষ অতীত হইল। একদা মন্ত্রী মহাশয় আমাকে আশ্রমে রাখিয়া মহারাজ প্রভৃতির অন্বেষণে বহির্গত হইয়া স্বদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন ; কিন্তু অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হওনানন্তর দুঃখিত মনে দুই বৎসর পরে আশ্রম কুটীরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

হে নরেন্দ্র ! তদনন্তর আমি মন্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া অশেষ কষ্টে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে হিরণ্যনগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় এক গৃহস্থ ভবনে আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া নিশাকালে গৃহস্বামীর সহিত বহুবিধ কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে তৎপ্রমুখাৎ শুনিলাম, রাজা কমলাকর ঊনবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে মৃগয়ার্থে কোন বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুবরাজ চন্দ্রশেখরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; রাজকুমারও

তাঁহার যত্নে ও পুত্রবৎ পালনে পরিবর্দ্ধিত এবং কৃতবিদ্য ও রণদক্ষ হইয়াছেন। রাজা তাঁহার প্রভূত গুণের এবং অপরিমিত বাহুবলের পক্ষপাতী হইয়া স্বীয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই আশাতিরিক্ত শুভসংবাদ জ্ঞাত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলাম এবং মনোমধ্যে বিবেচনা করিলাম, অগ্রে একবার স্বীয় জন্মভূমি রাজধানী ফুল্লারবিন্দুনগরে গমন করি; তথায় আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করণানন্তর তাঁহার নিকট পূর্ব্ব বিবরণ সকল আদ্যন্ত বর্ণন করতঃ আত্ম পরিচয় প্রদান করিব; এক্ষণে এই বিষয়টী কোন প্রকারে যুবরাজের কর্ণগোচর করিয়া যাওয়া আবশ্যক হইতেছে; তিনি ঐ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কোন প্রকারেই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না, অবশ্যই নিরুদ্দেশ পিতা মাতার উদ্দেশার্থ লোক প্রেরণ করিবেন; আমিও ইতি মধ্যেই স্বদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এই রূপ স্থিরতর করিয়া রাজমন্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রীর আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম এবং সংক্ষেপে তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করণানন্তর সেই সকল কথা রাজনন্দনের শ্রবণগোচর করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া স্বদেশে গমন করিলাম।

অনন্তর নিজালয় হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হিরণ্যনগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, যুবরাজ সসৈন্যে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায়

দুই মাস কাল পান্থনিবাসে অবস্থান করিয়া যখন দেখিলাম, তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন অগত্যা কৃষ্ণানদীর তীরে নির্দ্দিষ্ট কুটীরে গমন পূর্ব্বক অমাত্যের নিকট সকল সংবাদ নিবেদন করিলাম।

অপিচ কিছুদিন পরে দৈবানুগ্রহে সেই স্থানেই যুবরাজকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; অবশেষে এই পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপ স্থিত হইয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক আমরা তিনজনে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করতঃ অবস্থান করিতেছিলাম। অদ্য প্রথমতঃ মহারাণীর দর্শন লাভ করিয়া পরিশেষে জগৎপিতা জগদীশ্বরের অনুকম্পায় সকল মনোরথ পূর্ণ হইল।” এই বলিয়া সেনাপতি জয়সিংহ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তৎপরে রাজ্ঞী কহিলেন, “মহারাজ! এই দুঃখিনীর দুঃখ বৃত্তান্ত আদ্যন্ত শ্রবণ করুন।

জয়সিংহ আমাকে রসাল কাননে অবস্থান করিতে কহিয়া আপনাদিগের অনুসন্ধানার্থে নগরাভিমুখে গমন করিলেন। আমি একাকিনী সেই দুর্গম কাননে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে দিবাবসান ও প্রদোষকাল সমুপস্থিত হইলে, কাননভূমি প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় ভয়ার্ত্ত মনে বারম্বার পথ প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। ক্রমে রজনী প্রায় চারিদণ্ড অতীত হইল, তথাপি তিনি প্রত্যাগত হইলেন না। তখন তাঁহার প্রত্যাগমন আশায় বিসর্জ্জন দিলাম এবং সেই হিংস্রজন্তু সঙ্কুল ভয়াবহ অরণ্যমধ্যে আর একাকিনী স্থিরভাবে

অবস্থান করিতে সাহসিকা হইলাম না। কি করি, কোথায় যাই, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মহারাজ ও প্রাণাধিক চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইব ; এই সকল আন্দোলন করিয়া এককালে দুঃসহ দুশ্চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। অনন্তর কপালে করাঘাত পূর্ব্বক "হা হতোস্মি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে উন্মত্তার ন্যায় নগরাভিমুখে ধাবিত হইলাম এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া একস্থলে দুইটী পথ অবলোকন করিলাম। কিন্তু অপরিচিত বশতঃ নগর প্রবেশ পথ পরিত্যাগ করিয়া বামবর্ত্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। একেত সেই তমোময়ী যামিনী সহজেই ঘোরতর অন্ধকার তাহাতে আবার অসংখ্য পাদপ পূর্ণ দুর্গম অরণ্য ; সুতরাং অতিশয় গাঢ় অন্ধকার প্রভাবে এককালে দৃষ্টিশূন্য হইলাম। তৎকালে ভীতান্ত মনে কম্পান্বিত কলেবরে অন্ধের ন্যায় গমন করিতে করিতে কখন কণ্টকবৃক্ষে, কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনজবৃক্ষে, কখন কখন লতা গুল্মাদির মধ্যে পতন হেতু সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধির ধারা পতিত হইতে লাগিল ; তথাপি হিংস্রজন্তুগণ কর্ত্তৃক প্রাণ বিয়োগাশঙ্কায় সেই রুধিরাক্ত কলেবরেই দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলাম। এবম্প্রকারে প্রায় দুই ক্রোশ গমন করিলাম ; তথাপি নগর প্রাপ্ত হইলাম না। তখন নিশ্চয় অনুভব হইল যে, নগর গমনের পথ পরিহার পূর্ব্বক অরণ্য পথে আসিয়াছি। মনোমধ্যে এইরূপ স্থিরতর হইবামাত্র বোধ হইল যেন, এককালে শত শত বজ্র আমার মস্তকোপরি

নিপতিত হইল। তখন হতাশ বজ্রবেগ প্রভাবে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও স্পন্দ রহিত হওয়ায় সংজ্ঞাশূন্য ও মূর্চ্ছিত হইয়া মূলচ্ছেদিত মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলাম। তদবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। মূর্চ্ছার অপনয়ন হইলে দেখিলাম, পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার পূর্ণ অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিতেছি। বন্যজন্তু সকল বিকট রবে কানন পরিপূর্ণ করিয়া আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; অনুমানে বুঝিলাম, রজনী অধিক হইয়াছে। হায়! এই হতভাগিনীর প্রাণের মায়াই কি তখন অধিক হইল; প্রাণের প্রাণ প্রিয়বস্তু বিহীনেও ঘৃণিত প্রাণ রক্ষার্থ ত্রিযামা অতিক্রম বাসনায় বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। তৎকালে হৃদয়াভ্যন্তরীণ যন্ত্রণাবেগ যে কিরূপ প্রবল প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তখন স্বীয় অদৃষ্টকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভর্ৎসনা বাক্যে কহিতে লাগিলাম, "রে অভাগিনীর শৈলাচ্ছাদিত অদৃষ্ট! তোর অদৃষ্টে কি অদৃষ্ট লেখক এতই কষ্ট লিখিয়াছিলেন যে, এককালে অনন্ত দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলি? হা বিধাতঃ! আমি কি এতই পাপিনী যে, এই হতভাগিনী এতাদৃশ দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এই রূপ নিদারুণ বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন? আমি জ্ঞান প্রাপ্ত অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এমন কি পাপানুষ্ঠান করিয়াছি যে, সেই পাপে এরূপ অসীম যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত হইলাম? যখন বাল্যকালে পিতৃ ভবনে বাস করিতাম, সেই সময়ে একদিন একজন সিদ্ধ তপস্বী আগমন করিলে, পিতৃদেব

ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া তৎসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন। আমি বালস্বভাব বশতঃ ও পিতৃস্নেহে স্পর্দ্ধিত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জনকের নিকট গমন করিয়া তদীয় অঙ্কে উপবেশন করিলাম। তৎকালে সেই মহাপুরুষ আমার প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্নবদনে পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! এই কন্যাটী কি আপনার?" পিতা করযোড় করিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "ভগবন্! ভবদীয় শ্রীচরণ প্রসাদে এইটীই আমার একমাত্র কন্যা; আমি অন্য সন্তান সন্ততি বিহীন।" এতচ্ছ্রবণে যোগীবর পুনর্ব্বার আমার আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! আমি এই কন্যাটীর লক্ষণ সকল বিশেষ রূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, ইনি রমণীকুলের রত্নস্বরূপিণী ও পরম সৌভাগ্যশালিনী; রাজমহিষী ও বীরপুত্রের মাতা হইয়া পরম সুখে কালাতিবাহিত করিবেন।" এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ নানাবিধ কথোপকথনান্তে স্বীয় অভিপ্রেত স্থানে গমন করিলেন। অদ্যাপি আমার সেই সমস্ত কথা স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। হায়! এই দুর্ভাগিনীর ভাগ্যক্রমে সেই সাধুবাক্যও কি নিষ্ফল হইল? রে দুষ্টদৈব! তুই সাগরকে গোস্পদ ও পর্ব্বতকে তৃণ করিতে পারিস্! নচেৎ কোথায় সসাগরা ধরণীর অধিশ্বরী হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছিলাম; আজি কি না তোর প্রতিকূলতায় এককালে পথের কাঙ্গালিনী হইলাম।" এই প্রকার রোদন করিয়া অতি চিন্তাকুল মনে সেই কাল যামিনী অতিবাহিত করিলাম।

প্রভাত সময়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বহুদূর কাননাতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নকালে একটী নদীকূলে উপনীত হইলাম। পূর্ব্বদিবস হইতে উপবাসী ছিলাম; বিশেষতঃ পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া পিপাসায় কণ্ঠশুষ্ক হইয়াছিল; নদীগর্ভে অবতরণ করতঃ স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক জলপান করিয়া কূলে উঠিলাম। তথা হইতে ক্রমান্বয়ে গমন করণানন্তর সন্ধ্যাকালে একখানি পর্ণকুটীর অবলোকন করিয়া তন্নিকটে উপনীত হইয়া দেখিলাম, কুটীর জনপ্রাণী শূন্য; তাহার চারিদিকে ফল পুষ্প সুশোভিত উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে; ফলতঃ সেই স্থানটী পরম পবিত্র বলিয়া বোধ হইল। তখন মনোমধ্যে বিবেচনা করিলাম, এইটী কোন সিদ্ধ তপস্বীর আশ্রম হইবেক তাহার আর সন্দেহ নাই; অদ্য এই পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া ত্রিযামা অতিবাহিত করি। এই রূপ স্থির করিয়া কুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ন করতঃ বিভাবরী যাপন করিলাম। প্রভাত সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে নির্গত হইয়া কাননপথাতিক্রম করিতে লাগিলাম। এবম্প্রকার নিয়ত সম্বৎসর কাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক সুদীর্ঘ জীর্ণ দেবালয় লক্ষ্য করিলাম। অতঃপর তন্নিকটে গমন পূর্ব্বক সেই স্থানে জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত অবস্থানের মানস করিয়া তপস্বিনীবেশ ধারণ পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনায় মনঃসংযোগ করতঃ ব্রহ্মচর্য্যাচরণে সেই মন্দিরে পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম।

একদা গুণাধার অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বন ভ্রমণ করিতে করিতে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকারে সেই দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় এই মাত্র কহিলেন, "বনমধ্যে মিত্র হারা হইয়া তাঁহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি;" তৎকালীন তাঁহার ক্লেশ জনক অবস্থা অবলোকন করিয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছিলাম। তাহার পরদিবস প্রত্যুষে গুণাধার আমার নিকট বিদায় লইয়া অভীষ্ট সাধনোদ্দেশে গমন করিলেন ও একপক্ষ মধ্যে পুনরাগত হইয়াছিলেন।

হে নরেন্দ্র! গুণাধার আমার আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে, আমি তাঁহার ও তদীয় সখার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি চন্দ্রশেখরের সখা এবং তৎসহিত সখার জনক জননীর অন্বেষণে নির্গত হইয়া বনমধ্যে সেই প্রিয়সখাকে হারা হইয়াছেন; এক্ষণে শোক সন্তপ্ত চিত্তে সেই বিয়োজিত বান্ধবের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া এই দুরূহ কষ্ট পাইতেছেন; এই প্রকার আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। আমি সেই সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া শোকাকুল মনে রোদন করতঃ তন্নিকটে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলাম। পরদিন গুণাধারের সহিত জীবন কুমার চন্দ্রশেখরের এবং ভবদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বহুদেশ পরিভ্রমণানন্তর বনমধ্যে কুটীরনির্ম্মাণ করতঃ প্রাবৃটকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। তথায় দৈব ঘটনাক্রমে ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন ঘোরা রজনীকালে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তদনন্তর যে যে

ঘটনা হইয়াছে তাহা আপনার অবিদিত নাই।” মহারাজ্ঞী এই বলিয়া নীরবে রহিলেন।

অনন্তর মন্ত্রীকুমার গুণাধার বিনয় বচনে কহিলেন, “অবনীনাথ! দাসের বাক্যে কর্ণপাত করুন। সখা সসৈন্যে দাক্ষিণাত্য হইতে রাজধানী প্রত্যাগত হইয়া একদিবস অতি সংগোপনে আমাকে কহিলেন, “মিত্র! আমি দাক্ষিণাত্য গমনের পূর্ব্বে মন্ত্রী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে, ফুল্লারবিন্দুনগরাধিপতি রাজাধিরাজ মহাত্মা শশাঙ্কশেখর আমার পিতা; আমার চতুর্থ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বৈজয়ন্ত-নগরাধিরাজ রণপ্রতাপ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করতঃ পিতৃদেব মদীয় জননীর সহিত পলায়ন করিয়াছেন। আমি তৎকালে রিপুহস্তগত হইয়া তৎকর্ত্তৃক ঘোর কান্তার মধ্যে পরিত্যক্ত হইলে, দৈবনিবন্ধন মহারাজ কমলাকর মৃগয়া প্রসঙ্গে সেই প্রান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন; তৎপরে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করতঃ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমি তাঁহারই কৃপায় সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং রণবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তদীয় সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছি। কিন্তু সখে! বিপদ হইতে পিতা মাতার উদ্ধারসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য; অতএব নিশ্চয় করিয়াছি যে, তাঁহাদিগের অন্বেষণে গমন করিব। ভ্রাতঃ! আপনি আমার জীবন হইতে প্রিয়তর এবং সুখ দুঃখ ভাগী সখা; এজন্য অনুরোধ

করিতেছি, আপনাকে আমার সহিত গমন করিতে হইবেক; ভরসা করি, আপনার মিত্র বৎসলতা গুণের অক্ষয়তা নিবন্ধন আমার এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না।” এই বলিয়া নয়ন জলে বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া বিনাপত্তিতে অনুগমনে অঙ্গীকৃত হইলাম। অনন্তর সখা মহারাজের এবং আমি পিতা মাতার নিকট বিদায় লইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক উভয়ে রাজধানী হইতে নির্গত হইলাম। ক্রমে ক্রমে নানা জনপদ, শৈল, কানন প্রভৃতি বহুস্থান অন্বেষণ করিয়াও অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এককালে অকূল শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। উভয়ে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে যুক্তিস্থির করিলাম, যদি বাসনানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হইলাম, তবে আর স্বদেশে প্রতিগমন করিব না; আমরা কোন পবিত্র তীর্থে অবস্থান করতঃ পরমেশ্বরের আরাধনা করিব; তাহা হইলে সকল ক্লেশের শান্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে পরম পুরুষার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারিব। এই রূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

হে পার্থিব! একদা নিদাঘ কালের মধ্যাহ্ন সময়ে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডোত্তাপে তাপিত হইয়া প্রিয় বয়স্য পিপাসায় অতীব অধৈর্য্য হইলেন ও কাতরস্বরে বারম্বার জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে তরুচ্ছায়ায় পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বারি অন্বেষণে গমন করিলাম।

ক্রমে ক্রমে বহুদূর অতিক্রম করিয়া একটি বেগবতী নদী নেত্রগোচর হইল। তখন সহর্ষচিত্তে নদীতটে গমনপূর্ব্বক অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া উত্তরীয় বসন ভিজাইয়া সলিল সংগ্রহ করতঃ ঘোটকাসীন হইয়া জীবন সখার জীবন রক্ষার্থে দ্রুতবেগে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ তৎকালে দিগভ্রম উপস্থিত হওয়ায় এক ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে দিবাবসান ও সন্ধ্যা সমাগত হইলে ব্যাকুলচিত্তে কপালে করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম। তৎকালীন স্বীয় অবস্থানুযায়ী ভবিষ্যৎ ভাবনা বিস্মৃত হইয়া সখা বলবতী পিপাসায় কাতর হইয়া আমার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া কতই অশিবসূচক চিন্তা করিতেছেন, হয়ত পিপাসায় এতক্ষণ তাঁহার জীবন বহির্গত হইয়াছে; হায়! এক্ষণে কি করি? কি রূপেই বা প্রিয়সখার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইব? এই রূপ চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। অনন্তর হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক প্রাণনাশ আশঙ্কায় একটী সুদীর্ঘ মহীরূহ মূলে ঘোটক বন্ধনপূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া যামিনী অতিবাহিত করিলাম।

প্রভাত সময়ে ভুবন প্রকাশক ভগবান পদ্মিনীনাথ উদয়গিরি শিখরে অধিরোহণ করিয়া স্বীয় তেজপ্রভাবে নৈশ-তিমির অপসৃত করিলে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং হয়পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ কাননভূমি অতিক্রম করিতে লাগিলাম। এই প্রকার প্রিয়বান্ধবের অন্বেষণ করিতে করিতে কাননমধ্যে তপস্বিনীরূপিণী মহারাণীর দর্শন লাভ

করিয়া তদীয় আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করণানন্তর এক রজনী অতিবাহিত করিলাম। প্রভাতে তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ পুনরায় প্রিয়বান্ধবের অন্বেষণে নির্গত হইলাম এবং একপক্ষ মধ্যে তন্নিকটে প্রত্যাগত হইয়া অভীষ্ট লাভে নিরাশ হওন বিবরণ বর্ণনপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান ও তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

হে পৃথিপতে! তদনন্তর মহারাণীর সমভিব্যাহারে তথা হইতে নির্গত হইয়া আপনকার এবং প্রিয়সখার অন্বেষণ জন্য নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে প্রাবৃট অতিক্রম মানসে নির্জ্জন বিপিনাভ্যন্তরে পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলাম। সেই স্থানেই ভবদীয় সমাগম লাভ করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছি। তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই বিদিত আছেন;" এই বলিয়া অমাত্যপুত্র নিরস্ত হইলেন।

অতঃপর নৃপনন্দন চন্দ্রশেখর কহিলেন, "পিতঃ! আমি স্বীয় দুর্ঘটনার বিষয় আদ্যন্ত নিবেদন করিতেছি, অবগত হউন। যে দিবস বয়স্য আমাকে দুর্গম কাননে পরিত্যাগ করিয়া জল আনয়নার্থে গমন করেন, সেই দিবস সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় ঘন ঘন পথপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। ক্রমে শর্ব্বরী সমাগত হইলে তাঁহার প্রত্যাগমনে হতাশ হইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে স্বীয় ভাবীদশা মনে করিয়া দুর্ভাবনান্বিত এবং উন্মত্তপ্রায় হইয়া বক্ষেঃ করাঘাতপূর্ব্বক হা হতোস্মি রবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলাম। এই রূপ শোচনীয়

অবস্থাতেই বিভাবরী প্রভাত হইল। প্রত্যূষে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বন পর্য্যটন করিতে করিতে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ সহসা অশ্বটীর মৃত্যু হইল, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলাম। কিন্তু পদব্রজে পর্য্যটন অভ্যাস ছিল না, একারণ পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহাতে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল যে, সেই দুঃসহ যাতনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ জন্য জগদীশ্বরের নিকট বারম্বার মৃত্যু কামনা করিয়াছিলাম। হায়! ইহাতেও দুঃখের শেষ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল; যেহেতু অকস্মাৎ প্রবল জ্বরাক্রান্ত ও সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া এককালীন গমনে অশক্ত হইয়া কৃষ্ণানদীর তীরে বৃক্ষতলে অচৈতন্য অবস্থায় পতিত ছিলাম; তথায় নিশাযোগে তপস্বীবেশধারী সেনাপতি জয়সিংহের এবং অমাত্য মহাশয়ের নয়নপথের পথিক হইলে তাঁহাদিগের যত্নে ও শুশ্রূষায় জীবন রক্ষা হইয়াছিল। তৎপরে পরস্পর পরস্পরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অপরিসীম আনন্দানুভব করিলাম। অপিচ সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা তিনজনে বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই পুণ্যক্ষেত্র ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিতেছি;" এই বলিয়া নৃপসুত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

একে একে সকলের দুঃখ বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহীপতি বহুবিধ শোক প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় দুর্ঘটনার বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া কানন বাস, তদন্তে সরসীকূলে নিশাকালে দৈত্য বিনাশ করিয়া শশিকলার উদ্ধার সাধন, দৈত্য আবাসে বাস, তথায় শশিকলার পাণি-গ্রহণ করিয়া তৎসহিত সুবর্ণপুরে গমন, রাজা জীমূতবাহনের সহিত পরিচয়, তথায় বহুদিন অবস্থানের পর একদা শর্ব্বরীশেষে স্বপ্ন দর্শন করিয়া শশিকলার নিকট বিদায় লইয়া যামিনীযোগে পুত্র ও পত্নীর অন্বেষণে গমন, বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া নিশাকালে ঘোর গহন মধ্যস্থ কুটীরে মহিষী ও মন্ত্রীতনয়ের সহিত মিলন এবং উপস্থিত ব্রজধামে অবস্থান প্রভৃতি আদ্যন্ত সমুদয় বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন।

অতঃপর মহিষীর বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সলজ্জ বদনে সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, "প্রিয়ে! এই বিশ্বসংসারস্থ প্রাণিসকল বিশ্বস্রষ্টার লিখনানুসারে ফলাফল লাভ করিয়া থাকে; নচেৎ স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই যে, আমাকে রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধু বান্ধব বিহীন হইয়া অশেষ ক্লেশে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে হইবেক। অতএব তাঁহার লিখনই মূল, তৎপ্রভাবে আকস্মিক স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় কতই যে অঘটন সংঘটন হইয়া থাকে, তাহার সীমা নাই; অতএব সেই বিধিলিপি অনুসারে শশিকলার পাণি-গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া দোষী হইতে পারি না।"

মহারাজের বচনাবসানে মহিষী ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম! সে জন্য কুণ্ঠিত হইতে হইবেক না; তদ্বিষয়ে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত বা অসুখী নহি। জগদীশ্বরের

কৃপায় বহুকালের পর পুনরায় যে আপনার চরণ সেবায় অধিকারিণী হইলাম, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় ও অপরিসীম সুখের নিদান বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।" এই বলিয়া নরনাথের লজ্জা ভঞ্জন করিলেন।

এবম্প্রকার তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দুঃখকর বিবরণ সকল শ্রবণগোচর করিয়া যারপর নাই সন্তাপিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সুখ দুঃখ ভোগাভোগ অদৃষ্ট আয়ত্ত, ইহা নিশ্চয় করিয়া, তাঁহারা সকল মনোমালিন্য বিদূরিত করিলেন এবং বহুদিনের পর পরস্পর সমাগম লাভ করিয়া সুখসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। সুখের দিন যে শীঘ্র বহির্ভূত হয়, এ কথা যথার্থ; যেহেতু ভগবান সরসিজ নায়ক তাঁহাদিগকে সুখ তরঙ্গে ভাসমান দেখিয়াই যেন ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে অস্তগমন করিলেন। অরুণদেবকে অস্তগত দেখিয়া প্রদোষ তিমির বেগে আসিয়া অবনীমণ্ডল অধিকার করিল; তৎপ্রভাবে সেই কানন প্রদেশও অন্ধকারময় হইল।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সকলেই কথোপকথনে বিরত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সন্ধ্যাবন্দনার্থ যমুনার সিকতাময় তটে গমন করিলেন। সেই কালিন্দীর নীলিমাময় পবিত্র সলিলে তৎকালোচিত নিত্য-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

এই কালে ঐ সকল ব্যক্তির মানস তরুতে হর্ষকুসুম প্রস্ফুটিত দেখিয়াই যেন গগণমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্র

প্রস্ফুটিত. হইতে লাগিল। উঁহাদের অন্তঃকরণে আনন্দ রবি উদিত হইয়া বিষাদ অন্ধকার বিদূরিত ও হৃদপদ্ম বিকশিত করিয়াছিল, তাহা অবলোকন করিয়া ভগবান চন্দ্রদেব ঈর্ষান্বিত হইয়াই যেন, আকাশপথে উদয় হইলেন এবং প্রদোষ অন্ধকার তিরোহিত ও কুমুদিনীচয় বিকশিত করিতে লাগিলেন। গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সেই সকল কুমুদগন্ধ বহন করতঃ জগজ্জনের হৃদয়ানন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রায় চারিদণ্ড হইল।

এই সময়ে তাঁহারা আশ্রম কুটীরে সমাগত হইয়া ফল মূল ভক্ষণ করতঃ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা শশাঙ্কশেখর কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "অমাত্য! এক্ষণে হিতোপদেশ প্রদান কর; বল, কি উপায়ে শ্রেয়লাভে সমর্থ হইব? বৈরনির্য্যাতন একমাত্র ধ্যান স্বরূপ হওয়াই ক্ষত্রীয়দিগের সুমহৎ কার্য্য। দুরন্ত বৈরী প্রবল, আমি হীনবল, অর্থাৎ সৈন্য সেনাপতি প্রভৃতি বিয়োজিত; এমন অবস্থায় কি প্রকারেই বা শত্রু জয় করিয়া অপহৃত রাজ্য উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইব? হায়! আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি; এই ধরাধামে ধরাধর তুল্য হইয়াও শত্রুবেগ প্রভাবে তৃণের ন্যায় লঘুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহজন্মে যে এই দুঃসহ দুঃখ-সিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখসেতু স্পর্শ করিতে সমর্থ হইব, সে আশা সুদূর পরাহত। হা দুরদৃষ্ট! তোকে ধিক্!" এই প্রকার পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

প্রজানাথকে কাতর দেখিয়া পাত্র কহিলেন, "হে অনঘ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। বিপদ কালে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই পুরুষোচিত কার্য্য। সম্পদের পর বিপদ, বিপদের পর সম্পদ; সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ অবশ্যম্ভাবী। সংসারের এই নিয়ম ভগবান বিবস্বানের স্যন্দন চক্রের ন্যায় অবিরত চলিয়া আসিতেছে। কোন প্রাণী আজন্ম নিয়ত সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে পারে না; সকলেই ঐ নিয়মাবলির অধীন; বিশেষতঃ কষ্টানুভব ব্যতিরেকে সুখের লালিত্য বোধ হয় না। যেমন পরিশ্রম ভিন্ন বিশ্রাম সুখানুভব করা যায় না এবং গ্রীষ্মঋতুর উদ্ভব ব্যতীত শৈত্যবায়ু প্রীতি-দায়ক হয় না, তদ্রূপ বিষয়-চ্যুতি ভিন্ন বৈষয়িক সুখের উৎকর্ষ লাভ করা দুরূহ। হে নরেশ! আপনি যে অপহৃত রাজ্য উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইবেন, ইহা কে বলিতে পারে? এক মাত্র ধর্ম্ম সহায় থাকিলে সকল কার্য্যই সুলভ হইয়া থাকে। আপনারা আমাদিগের এবং আমরা আপনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই রূপ আনন্দানুভব করিব, ইহা কাহার মনে ছিল? কিন্তু জগৎপাতা জগদীশ্বর কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া তাহাও সিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্ম সহায় থাকিলে অতীব দুরূহ কার্য্য সকলও অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; সে জন্য নিরাশ হইবেন না। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই; চেষ্টা দ্বারা অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে চলুন, সকলেই একত্রিত হইয়া রাজা কমলাকরের রাজধানী হিরণ্যনগরে গমন করি। আপাততঃ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক

সংবাদ প্রদানে মহীপতি জীমূতবাহনকে আনয়ন করিয়া উল্লিখিত নৃপদ্বয়ের সহিত যুক্তিস্থির করণানন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব; সে পক্ষে আপনার অভিপ্রায় কি ব্যক্ত করুন।”

নৃপাল মন্ত্রীর নীতিপূর্ণ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, “অমাত্য! তোমার এ প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু আমি বিশেষ অবগত আছি যে, রাজা জীমূতবাহনের সৈন্য গণনায় ছয় লক্ষ মাত্র;” এই বলিয়া মহীপাল কমলাকরের সৈন্য সংখ্যা জানিবার জন্য যুবরাজকে কহিলেন, “বৎস চন্দ্রশেখর! তুমি হিরণ্য-নগরাধিপের সেনাপতি; অতএব বল, তোমার অধীনে কত সৈন্য আছে?” নৃপনন্দন কহিলেন, “পিতঃ! আমার অধীনে অষ্টলক্ষ সৈন্য অবস্থিতি করে।” মহীনাথ কহিলেন, “মন্ত্রীন্! বুঝিলাম, অস্মদ্ পক্ষে চতুর্দ্দশ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ হইতে পারে; কিন্তু আমি শুনিয়াছি, বৈরীপক্ষে বিংশতি লক্ষ সৈন্য আছে; অতএব এত অল্প সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষীয় বিপুল সৈন্য জয় করা দুর্ঘট; এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, জগজ্জননী রাজলক্ষ্মী আমাদিগকে নিতান্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি এত কি পুণ্য করিয়াছি যে, পুনর্ব্বার তাঁহাকে সেই পুণ্যরজ্জুতে বন্ধন করিব?” এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর সেনাপতি জয়সিংহ করযোড়ে বিনয় বচনে কহিলেন, “মহারাজ! বিপক্ষ পক্ষীয়েরা বিংশতি লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া

দেখিলে ইহা স্পষ্ট বোধ হইবে যে, কেবল আমাদিগের অনবধানতা দোষেই বৈরীপক্ষ এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; নচেৎ সেই দুষ্টমতি আমাদিগের করপ্রদ রাজা হইয়া সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিতে কখনই সমর্থ হইত না। আপনার অধীনে যে সমস্ত নৃপতি অবস্থান করিতেন, তন্মধ্যে ধূর্ত্ত রণপ্রতাপ কতিপয় দুষ্ট রাজার সহায়তায় প্রবল হইয়া বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল। যদি পূর্ব্বে আমরা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতাম, তাহা হইলে ঐ দুষ্ট কখনই এতাদৃশ গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিত না। আপনি অতিশয় উদার প্রকৃতি; মনোমধ্যে ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে, আমিত কখন কাহারও অনিষ্টাচরণ করি না, তবে অধীনস্থ রাজগণ অকারণে কেনই বা বিদ্রোহী হইবে? ফলকথা, ইহা ভাবিয়া সম্রাটদিগের নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্যের প্রতি যে সমস্ত বিষয়ের বিশ্বাস করা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যুক্তি প্রদানের বিশ্বাস নিরতিশয় গুরুতর; মন্ত্রণাই রাজ্যের জীবনৌষধ এবং ভূপতির জীবন; তাহাই মন্ত্রীর উপর বিন্যস্ত করিয়া রাখিতে হয়; ইহা ভিন্ন অন্য কাহাকেও কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তাহার উপস্থিত দৃষ্টান্ত দেখুন; আপনি অধীনস্থ রাজা রণপ্রতাপ কর্ত্তৃক যে রাজ্যধন বিচ্যুত হইবেন, ইহাত কল্পনার অতীত; ঐ দুষ্ট যে অনায়াসে আমাদিগের রাজ্যাধিকার করিয়াছে, ইহা কেবল তাহার প্রতি অকপট বিশ্বাসের ফল মাত্র। যাহাহউক, আর সেই গত কার্য্যানুশোচনায় ফল নাই।

আমি সাধুগণ প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, বহুসৈন্য সংগ্রহ করিলেই যে জয়লাভ হয়, এমত নহে। পূর্ব্বকালে কৌরবপতি রাজা দুর্য্যোধন বহুসৈন্য এবং মহাবাহুবলশালী সেনাপতি সকল সংগ্রহ করিয়াও অল্পসৈন্য পরিবৃত ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে জয় করিতে সমর্থ হন নাই। সৈন্য অল্প বা অধিক হউক, একমাত্র উৎসাহই যোদ্ধৃবর্গের শুভলক্ষণ বলিয়া স্থির হয়। ন্যায়-পরায়ণ ধর্ম্মভীরু অল্পসৈন্য বিপুল বলকেও বিদ্রাবিত করিতে পারে; অতএব হে রাজন্! অধিক বল সংগ্রহ হইলেই যে জয় লাভ হয়, তাহার নিশ্চয় কি? সংগ্রামে জয়-পরাজয় উভয়ই আছে; তন্মধ্যে কেবল যে পক্ষে যোদ্ধাগণের উৎসাহ ও ধর্ম্মবল প্রকাশ পায়, সেই পক্ষই বলবান এবং বিজয় রাজশ্রী লাভ করিতে সমর্থ হয়।”

সেনাপতির বচনাবসানে রাজনন্দন চন্দ্রশেখর কহিলেন, “পিতঃ! আপনি কি জন্য চিন্তা করিতেছেন? সেই দুরাত্মা রণপ্রতাপ কতবড় বলবান যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন? সে বহুসৈন্য সংগ্রহ করুক না কেন, আমি তৎপ্রতি লক্ষ্য করি না; যদি আমার গুরুজনে ভক্তি এবং ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে অবশ্যই সেই দুরাচারকে সসৈন্যে পরাজয় করিব; সে জন্য চিন্তার বিষয় কি আছে? আপনাকে অধিক আর কি বলিব; আমি ও সেনাপতি জয়সিংহ আমরা উভয়ে এই ভাবী যুদ্ধের সমগ্র ভার গ্রহণ করিলাম; ভবদীয় শ্রীচরণ প্রসাদে নিরাপদে সমর-সাগর উত্তীর্ণ হইব। সেই পাপাচারী যেরূপ গর্হিত কার্য্য

করিয়াছে, তাহার সহস্র গুণে প্রতিফল প্রদান করিয়া মনোবেদনা দূর করিব। যখন শাণিত তীক্ষ্ণধার তরবারি আঘাতে পাপাত্মার পাপমস্তক দ্বিধা করিয়া উর্ব্বীতলে নিক্ষেপ করিব, যখন মাতৃভূমি পৃথিবীকে শত্রু করকবল হইতে উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইব, তখন নিশ্চয় জানিব যে, অদ্যাপি সুপবিত্র ধর্ম্ম যথার্থই অবনীতে অবস্থান করিতেছেন। হে জনক! আমি রিপু দমন কার্য্যের সম্যক্ প্রকার ভার গ্রহণ করিলাম, আপনি নিরানন্দ পরিত্যাগ করিয়া সানন্দচিত্ত হউন।" এই বলিয়া মহীপালকে অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

অবনীপাল সেনাপতি ও তনয়ের বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে অমাত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মন্ত্রিন্! তবে আর কালবিলম্বে কার্য্য নাই; কল্যই আমরা হিরণ্যনগর যাত্রা করিব।" এই রূপ স্থির করিয়া সকলেই স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

তাঁহারা প্রভাত কালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে যমুনার নির্ম্মল নীলসলিলে অবগাহন করতঃ ইষ্টপূজাদি সমাপ্ত করিয়া কূলে উঠিলেন এবং সকলেই একত্রিত হইয়া ব্রজপুরীর দেবমূর্ত্তি সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। বহুকালের পর পবিত্রক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবেক, মহীনাথ এই শোকে শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে মহিষীর সহিত

পরম ভক্তিসহকারে ভগবল্লীলার স্থান সকল অবলোকন এবং প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা আপনাপন অভীষ্টনাম স্মরণ পূর্ব্বক হিরণনগর যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজা শশাঙ্কশেখর স্বগণ সহিত ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া সপ্তমদিবসের সন্ধ্যাকালে রামনগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গমন করিতে করিতে কিছুদূরে সম্মুখভাগে একটী বহুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ মেরু সরলভাবে দণ্ডায়মান আছে, অবলোকন করিলেন। ঐ গিরিরাজের শিরোদেশ তুষারাবৃত হওয়ায় অসংখ্য হীরকখচিত শুভ্র মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে বহুতর মহীরুহ শ্রেণী কুঞ্চিত কুন্তলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। কোন কোন শিখর তাঁহার কর্ণপট্টের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। তাঁহার একটি চূড়া বিমানমণ্ডল ভেদ করিয়া কল্পনার ঊর্দ্ধতাকে

নম্র করিয়াছে। তাঁহারা মধ্যাহ্নকালে ঐ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, উপত্যকায় একটি বস্ত্রগৃহ সংস্থাপিত রহিয়াছে ; তাহার চতুর্দ্দিকে শস্ত্রধারী বীরপুরুষগণ সতর্কতা সহকারে প্রহরীর কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। কিঞ্চিদ্দূরে বামভাগে একটি নির্ঝর নদী মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিতা হইতেছে ; তাহার জল অতি নির্ম্মল ; ঐ স্রোতস্বতীর তীরবর্ত্তী পাদপশ্রেণী ফলপুষ্পে সুশোভিত থাকায়, যেন পথিকগণের বিশ্রামভবন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তাঁহারা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডোত্তাপে সন্তাপিত হইয়া শ্রান্তিদূর করণাভিলাষে তরঙ্গিণীতীরে গমনপূর্ব্বক বিটপীমূলে উপবেশন করিলেন।

যুবরাজ চন্দ্রশেখর বস্ত্রগৃহের প্রতি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্রীনন্দন গুণাধারকে কহিলেন, "সখে! অবলোকন কর ; ঐ দেখ, শিবিররক্ষক সৈন্যগণের পরিচ্ছদ দৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে হিরণ্যনগরীয় সৈন্য বলিয়া সুস্পষ্ট অনুভব হইতেছে।" এতচ্ছ্রবণে অমাত্যকুমার সবিস্ময় চিত্তে স্কন্ধবার প্রতি কিয়ৎকাল নেত্রপাত করিয়া সন্দিগ্ধ মনে কহিলেন, "মিত্র! আমারও তাহাই অনুভব হইতেছে ; যাহাহউক, এক্ষণে আর সন্দেহের আবশ্যক নাই ; চলুন, আমরা উভয়ে ঐ পটমণ্ডপে গমন করিয়া সবিশেষ অবগত হই।" এই বলিয়া উভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহীপালকে কহিলেন, "রাজন্! ঐ মন্দুরা রক্ষক সেনাগণের পরিচ্ছদ অবলোকনে উহাদিগকে হিরণ্যনগরীয় সৈন্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; অতএব আপনারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমরা

উঁহার প্রকৃততত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া আসিতেছি।” এই বলিয়া দ্রুতপদে শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিবির সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক আশালতা যথার্থই ফলবতী বলিয়া জানিলেন। নৃপাত্মজ প্রসন্ন বদনে দ্বাররক্ষক প্রহরীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া সস্নেহ বাক্যে কহিলেন, “বিজয়সিংহ! তোমার মঙ্গল হউক! আমাদের কি চিনিতে পারিয়াছ? মহারাজ কোথায়? তিনি কি এই বস্ত্রগৃহে অবস্থান করিতেছেন?” বিজয়সিংহ কিয়ৎকাল উভয়ের বদন প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের হীনবেশ অবলোকনে প্রথমতঃ চিনিতে পারিলেন না; পরে অনুভবে কৃতকার্য্য হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “প্রভো! এক্ষণে আপনাদিগকে চিনিতে পারিয়াছি;” এই বলিয়া তাঁহাদের পাদ বন্দনা পূর্ব্বক বিনয় বচনে কহিতে লাগিল, দেব! অমাত্য সহিত মহীপতি এই শিবির মধ্যে আছেন।” চন্দ্রশেখর কহিলেন, “তাঁহারা কোথায় যাইতেছে?” বিজয়সিংহ কহিলেন, “আপনাদিগের অন্বেষণেই নির্গত হইয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সল্পায়াসেই আপনাদিগের দর্শন লাভ হইল; অতএব এক্ষণে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, আমি তাঁহাদের নিকট এই শুভ সমাচার প্রদান করিয়া আসিতেছি।” এই বলিয়া দ্রুতপদে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক যোড়হস্তে কহিতে লাগিল, “মহারাজ! আপনারা যাঁহাদিগের অন্বেষণে রত হইয়া শারীরিক ও মানসিক ক্লেশানুভব করিতেছেন, জগদীশ্বরের

অনুকম্পায় তাঁহারা এই শিবির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।” বিজয়সিংহের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে মহীশ্বর বিস্ময় ও আনন্দের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্যস্ততা সহকারে কহিলেন, “বৎস! স্পষ্ট করিয়া বল, চন্দ্রশেখর ও গুণাধারের কি দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছ?” বিজয়সিংহ পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া করযোড়ে বিনয় বচনে নিবেদন করিল, “নরনাথ! আমাদের সেনাপতি চন্দ্রশেখর গুণাধারের সহিত যথার্থই শিবির দ্বারে সমাগত হইয়াছেন; এক্ষণে বিহিত আজ্ঞা প্রদান করুন।”

প্রহরীর বাক্যাবসানে অবনীপতি অমাত্যের সহিত আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ “কৈ? তাঁহারা কোথায়?” এই বলিয়া গমনোন্মুখ হইলে প্রহরী তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। নৃপবর অমাত্যের সহিত পটগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া উভয়কে অবলোকন করতঃ অপার আনন্দসিন্ধুনীরে নিমগ্ন হইলেন। সখাদ্বয় মন্ত্রী ও পার্থিবের চরণ প্রান্তে নিপতিত হইয়া যথাবিধি অভিবাদন করিলে, তাঁহারা উভয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। নরপতি তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক মধুরবচনে কহিলেন, “বৎসগণ! তোমাদিগের কুশলত? তোমরা যে অভীষ্ট কার্য্য সাধনোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে, তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না, তাহা বল? বৎস চন্দ্রশেখর! আমি তোমাকে শৈশবাবস্থায় কানন মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া এতাবৎকাল পুত্রবৎ লালনপালনে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি এবং তুমিও আমাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিয়া থাক;

সুতরাং আমি চিরদিন তোমাকে আপন ঔরসপুত্র বলিয়াই জ্ঞান করিব; কিন্তু, বৎস! তুমি যে রাজাধিরাজ শশাঙ্কশেখরের পুত্র, এক্ষণে তাহাও সম্যক্ প্রকারে অবগত হইয়াছি। আমি অমাত্যের সহিত স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া তোমাদিগের অন্বেষণেই গমন করিতেছি; অধুনা ঈশ্বরানুকম্পায় অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে তোমার নিরুদ্দেশ জনক জননীর উদ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছ কি না, তাহা বর্ণন কর।”

চন্দ্রশেখর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, “প্রভো! যে জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া হীনবেশে দেশে দেশে বিহঙ্গমের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলাম, ঈশ্বরানুকম্পায় এবং আপনার আশীর্ব্বাদে সে বিষয়ে সফল মনোরথ হইয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন জন্য সমাগত হইয়াছি; অতএব তজ্জন্য আর চিন্তা করিবেন না। ঐ দেখুন, অদূরে নদীতীরে বৃক্ষমূলে পিতৃদেব মদীয় মাতার ও অমাত্য সেনাপতির সহিত বিশ্রাম করিতেছেন।” হিরণ্যনগরাধিপতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসীম আনন্দনীরে নিমগ্ন হইয়া অমাত্যকে কহিলেন, “মন্ত্রিন্! চল, আমরা স্বয়ং যাইয়া সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শিবিরে আনয়ন করি।” এই বলিয়া গমনোদ্যোগী হইলে, অমাত্য তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। ভৃত্যগণ তাঁহাদিগের মস্তকোপরি বিচিত্র আতপত্র ধারণ করিল এবং শান্তিরক্ষকগণ সশস্ত্র হইয়া সতর্কতা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল। চন্দ্রশেখর ও গুণাধার তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইলেন।

রাজা শশাঙ্কশেখর যুবরাজ ও মন্ত্রীনন্দনের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া সন্দিহান মনে বারম্বার শিবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপরে শিবির হইতে কতকগুলি সৈনিকপুরুষে পরিবেষ্টিত হইয়া কয়েকব্যক্তি আগমন করিতেছেন, অবলোকন করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "অমাত্যবর! ঐ দেখ চন্দ্রশেখর ও গুণাধারের সহিত প্রহরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অপরিচিত দুই ব্যক্তি এই দিকে আসিতেছেন; ঐ আগন্তুকদ্বয় কে? যদি জ্ঞাত থাক, তবে বর্ণন কর।" নৃপতির বাক্যাবসানে সকলেই তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইলে, সেনাপতি জয়সিংহ কহিলেন, "ধরাধীশ্বর! আমি ঐ আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়কে চিনিতে পারিয়াছি; ঐ দেখুন, ভৃত্যগণ যাঁহার মস্তকে মুক্তাকলাপ সন্নিবেশিত বিচিত্র আতপাত্র ধারণ করিয়াছে এবং যাঁহার শিরোপরি মহামূল্য মণিরত্ন বিভূষিত অপূর্ব্ব উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে, উনিই হিরণ্যনগরাধিপতি মহারাজ কমলাকর। তদীয় বামপার্শ্বে যাঁহার শিরোদেশ শুভ্রবর্ণ ছত্র ও উষ্ণীষে আচ্ছাদিত হইয়াছে, উনিই রাজমন্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রী। আমি পূর্ব্বে সন্ন্যাসীবেশে উঁহার নিকট যুবরাজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলাম। এক্ষণে অনুভব হয়, যুবরাজের প্রমুখাৎ এই স্থানে আপনার অবস্থানের বিষয় অবগত হইয়া সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে আগমন করিতেছেন।" মহীপতি ব্যগ্রতা সহকারে কহিলেন, "মন্ত্রিন্! তবে চল! চল!" আমরা

অগ্রগামী হইয়া নৃপবরকে আনয়ন করি," এই বলিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মহিষী পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া পাদপ অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। অপিচ উভয় নৃপ সমাগত হইলে, রাজা কমলাকর শশাঙ্কশেখরের পদে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "অবনীনাথ! ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাকে যে, অবলোকন করিতে সমর্থ হইলাম, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি সমগ্র ধরিত্রীর অধীশ্বর; আমরা আপনার অধীনস্থ করপ্রদ রাজা; আপনি দুষ্ট গ্রহচক্রে নিপতিত হইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়াও একমাত্র পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করণানন্তর কালগত করিতেছেন; এক্ষণে ঐ ধর্ম্মবল প্রভাবে অবশ্যই শত্রুনাশ করিয়া অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যোড়-হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা শশাঙ্কশেখর প্রেম-পুলকিত-চিত্তে প্রতিনমস্কার ও আলিঙ্গন প্রদান করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার প্রাণসম পরম বন্ধু; আমি কেবল আপনার পবিত্রতা গুণেই প্রাণাধিক চন্দ্রশেখরকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব এই জগন্মধ্যে আপনার ন্যায় হিতকারী মিত্র আমার আর কে আছে? আমি যাবজ্জীবন আপনার কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।" এই বলিয়া হিরণ্যনগরাধিপের করধারণ করতঃ পূর্ব্বোক্ত পাদপমূলে সমাগত হইলেন। মন্ত্রীদ্বয় পরস্পার নমস্কার ও প্রতিনমস্কারাদি করিয়া উভয়ে উভয় নৃপকে অভিবাদন করিলেন। তখন হিরণ্যনগর পতি ফুল্লারবিন্দু

নগরাধীশ্বরকে কহিলেন, "মহাত্মন্! অনুগ্রহ করিয়া মদীয় মন্দুরাতে চলুন;" এই বলিয়া নিকটস্থ একজন প্রহরীকে কহিলেন, "রাঘবসিংহ! তুমি সত্বরে শিবির হইতে একখানি শিবিকা ও বাহক চতুষ্টয় আনয়ন কর।" রাঘবসিংহ রাজ-আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া দ্রুতপদে শিবিরাভিমুখে গমন ও কিঞ্চিৎ পরেই বাহকগণ সহ শিবিকা আনয়ন করিল। মহিষী প্রভাবতী পতি আদেশে সেই যাপ্যযানে অধিরোহণ করিলেন; বাহকগণ শিবিকা লইয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। তৎপশ্চাৎ মহীপালদ্বয় মন্ত্রী ও সেনাপতির সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্কন্ধবার সমীপবর্ত্তী হইলে, মহিষী যাপ্যযান হইতে অবতীর্ণ হইয়া শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; অন্যান্য সকলে বস্ত্রগৃহের অপর কক্ষে প্রবেশ করিয়া যথা যোগ্যাসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে সকলে পান ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে, তাঁহারা সকলেই সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক একত্রে উপবেশন করিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাজা কমলাকর বিনয়নম্র বচনে ফুল্লারবিন্দু নগরাধীশ্বরকে কহিলেন, "অবনীপতে! আমি চন্দ্রশেখরকে চতুর্থ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অরণ্য মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক এতাবৎকাল যে, পুত্ত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সার্থক হইল; যেহেতু ভবাদৃশ মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে আত্মামনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে

সমর্থ হইলাম; অধুনা ভরসা করি, এই আশ্রিতের প্রতি কৃপাদান করিতে পরাঙ্মুখ বা কুণ্ঠিত হইবেন না। এই দেখুন, আমি অমাত্যের সহিত চন্দ্রশেখর ও গুণাধারের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছি; কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় অল্প ক্লেশেই তাঁহাদিগের অধিকন্তু আপনাদিগেরও দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দসাগরে সন্তরণ করিতেছি; অধিক আর কি বলিব, অসীম আনন্দাবেগ প্রভাবে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না;" এই বলিয়া নিরুত্তর হইলেন।

সম্রাট তাঁহার বিনয়পূর্ণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রীতি প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, "মিত্র! আপনার বিনয় পূর্ণ অমৃতোপম বাক্য সকল মদীয় কর্ণচকোরকে পরিতৃপ্ত করিল; উহা কেবল আপনার মহদ্‌গুণের পরিচয় মাত্র।" এই বলিয়া গুণার্ণব শাস্ত্রীকে কহিলেন, হে সচিবশ্রেষ্ঠ! আপনি যেরূপ মহৎ এবং উদার প্রকৃতি, ঈশ্বর কৃপায় তদনুরূপ সর্ব্বগুণাকর পুত্রও লাভ করিয়াছেন; বিধাতা যে উত্তমে উত্তম ও অধমে অধম সংঘটন করেন, এই কিম্বদন্তি মিথ্যা নহে; যেহেতু একমাত্র মিত্রতার অনুরোধে ত্বদীয় কুমার গুণাধার যে শারীরিক ও মানসিক দুঃসহ ক্লেশভোগ করিয়াছেন, উহা কেবল মহদ্বংশীয়ের উপযুক্ত যশোৎকর্ষ বলিতে হইবেক।" এবম্প্রকার বাক্যালাপের পর রাজা শশাঙ্কশেখর হিরণ্যনগর-পতিকে কহিলেন, "রাজন্! আমি দুর্ভাগ্য ক্রমে সহায়-সম্পদ বিহীন হইয়া ব্যাধের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করতঃ

নিয়ত অশেস দুঃখে কালহরণ করিতেছি; এই ধরণীতলে এমন সহায় কে আছে যে, তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইব? এক্ষণে মনোমধ্যে স্থির করিয়াছি যে, কল্যই সুবর্ণপুরে মহারজ জীমূত বাহনের নিকট গমন করিব; তিনি আত্মীয় ব্যক্তি; অবশ্যই যুদ্ধার্থে সৈন্যাদি প্রদান এবং স্বয়ংও সাহায্য করিবেন। মহীপতির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই রাজা কমলাকর কহিলেন, “নরেন্দ্র! যখন কুমার চন্দ্রশেখরকে পুত্রবৎ পরিগ্রহ করিয়াছি এবং আপনার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন হইল; তখন আপনার বিপদ আমার বলিয়া জ্ঞান করিব; বিশেষতঃ চন্দ্রশেখর আমার সেনাপতি; সমগ্র সৈন্য এবং অশ্ব গজ প্রভৃতি যাবদীয় যুদ্ধোপকরণ তাঁহার অধীন; অতএব আমার যে কিছু যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য আছে, সে সমস্ত আপনারই জ্ঞান করিবেন; আমি মহারাজের সাহায্যার্থে সে সমস্তই প্রদান করিব; অধিক কি স্বয়ং এই যুদ্ধে ব্রতী হইয়া প্রাণপণে আপনার হিতসাধন করিতে যত্নবান হইব; সে জন্য চিন্তা করিবেন না। চলুন, কল্য প্রত্যুষে হিরণ্য-নগর গমন করি। তথা হইতে সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক সুবর্ণপুর পতিকে আনয়ন করিয়া তৎসহিত যুক্তিস্থির করতঃ যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। এই রূপ কথোপকথন স্থির করিয়া সকলেই আহারাদি সমাধান পূর্ব্বক শয়ন করিয়া নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম সুখভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রভাত সময়ে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহারা যথা

রীতি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রাজ আজ্ঞায় শিবির ভঙ্গ হইল। সৈন্যগণ হিরণ্যনগর গমনোৎসুক হইয়া শস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বর্ত্মের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে স্কন্ধবারস্থিত যাবতীয় ব্যক্তি কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহবা শকটে ও কেহ কেহ শিবিকা আরোহণে গমন কারণ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। বস্ত্রগৃহ সকল শকটোপরি সংস্থাপিত হইল। সর্ব্বাগ্রে রাজা শশাঙ্কশেখর ও কমলাকর পুত্র এবং অমাত্য সহিত অশ্বারোহণে ও তৎপশ্চাৎ রাজমহিষী প্রভাবতী শিবিকা আরোহণে যাত্রা করিলেন। এই কালে মহাশব্দে ভেরী ও দামামা ধ্বনি হইতে লাগিল। এবম্প্রকার ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া অষ্টম দিবসের প্রদোষ কালে রাজধানী হিরণ্য-নগর প্রাপ্ত হইলেন। নগর প্রান্তে সৈন্যাদি সংস্থাপন করণানন্তর রাজা কমলাকর অগ্রে দূত দ্বারা নগরমধ্যে আগমন বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। নগরবাসী ও পৌরজন সকলে এই শুভ সংবাদ শ্রবণমাত্র আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মহীনাথের নগর প্রবেশ পথে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কুলকামিনীগণ নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গবাক্ষ দ্বার দিয়া রাজপথে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। রাজপুরুষগণ মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ নৃপতির আগমন অপেক্ষায় সোৎসুক চিত্তে রাজপথে দণ্ডায়মান হইলেন। সাধারণ প্রজাবর্গের দ্বারদেশে কদলীবৃক্ষ রোপিত ও বারিপূর্ণ কলস সকল সংস্থাপিত হইল। নগর রক্ষক প্রহরীগণ তরবারি ও বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া

নগর মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। রাজপুরী উৎসবে পরিপূর্ণ। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ মহারাণী এবং কমলমঞ্জরীর সহিত প্রাসাদোপরি আরোহণ করতঃ মহীপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কমলমঞ্জরী বহুদিনের পর হৃদয় বান্ধবের বদন সুধাকর দর্শন লালসায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া একতান দৃষ্টে রাজপথ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রাজপ্রাসাদোপরি বিবিধ বর্ণের পতাকা সকল মৃদুল নৈশ-সমীরণে মন্দ মন্দ বেগে উড্ডীন হইতেছে। রাজপুরীর চতুর্দ্দিক অপূর্ব্ব আলোকমালায় সুশোভিত; তৎপ্রভায় সেই স্থান কৌমুদীময় বোধ হইতে লাগিল।

এই কালে রাজা শশাঙ্কশেখর ও মহীপতি কমলাকর প্রভৃতি নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন দুর্গ মধ্যে পঞ্চশত তোপ এবং দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। দ্বিজগণ বেদধ্বনির সহিত বিহিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ও বন্দীগণ স্তুতিপাঠ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিল। তাঁহারা রাজপুরীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাসাদ স্থিত মহিলাগণ তাঁহাদিগের মস্তকোপরি চন্দন চূর্ণ ও সুগন্ধ পুষ্প সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পুরবাসীদিগের আনন্দজনক কোলাহলে এবং ঘোর জয়শব্দে রাজপুরী পরিপূর্ণ হইল। হিরণ্যনগরপতি শশাঙ্কশেখর প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া সানন্দমনে বিরামগৃহে প্রবেশ করিলেন। অনুজীবীগণ তাঁহাদিগের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

এদিকে বাহকগণ শিবিকা লইয়া অন্তঃপুর দ্বারে সমুপস্থিত হইলে, নৃপজায়া প্রাসাদ হইতে অবলোকন করতঃ দাসীগণে পরিবৃত হইয়া দ্রুতপদে অবতরণ পূর্ব্বক শিবিকা সন্নিকটে আগমন করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল বদনে মহিষী প্রভাবতীর করকমল ধারণ করিয়া পরম যত্নে যাপ্যযান হইতে অবতীর্ণ করাইয়া মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করণানন্তর তৎসহিত স্বীয় প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরিচারিকাগণ সুশীতল সলিল দ্বারা পাদধৌত করিয়া দিলে, রাজ্ঞী প্রভাবতী বিচিত্র আসনে উপবেশন করিয়া হিরণ্যনগরাধীশ্বরীকে কহিলেন, "প্রিয়বান্ধবে! আপনাকে প্রণাম করি; হে প্রাণসমা হিতৈষিণী সহচরি! আমি অদ্য হইতে আপনাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিব; যেহেতু আপনি দয়া করিয়া আমার জীবন কুমার চন্দ্রশেখরকে পুত্রবৎ লালনপালন করতঃ পরম যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। আপনার সুনির্ম্মল স্নেহগুণেই আমি হারানিধি সন্তানধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি; অধিক আর কি বলিব, আপনার নিকট আজীবন বিনামূল্যে বিক্রীতা হইলাম।" মহিষীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কমলাকরজায়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "প্রিয়বয়স্যে! আপনি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরী, রত্নগর্ব্ভা ও কামিনীকুল-কমলিনী; আমাকে যে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহা মাদৃশ গুণবিহীনাগণের সমূহ সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অয়ি গুণবতি! আপনাতে যদি ঈদৃশ সরলতা গুণ না থাকিত, যদি আপনি কোমল স্বভাবা না

হইতেন, তাহা হইলে জগদীশ্বর কখনও আপনাকে পৃথিবীস্থ যাবতীয় রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিতেন না। সহৃদয়ে! অদ্য আপনার শুভাগমনে এই পুরী পবিত্র হইল।" উভয়ে এবম্বিধ বাক্যালাপ হইতেছে, এমন সময়ে নৃপকুমারী কমল-মঞ্জরী ধীরে ধীরে আগমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্বীয় জননীর এবং মহারাণী প্রভাবতীর চরণে প্রণাম করিলেন। মহিষী প্রভাবতী আশীর্ব্বাদ করিয়া সস্নেহে তাঁহার করযুগল ধারণ করতঃ তাঁহাকে স্বীয় উৎসঙ্গে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার অকলঙ্ক বদন সুধাকরে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হিরণ্যনগরাধীশ্বরী রাজ্ঞী প্রভাবতীকে কহিলেন, "প্রিয়সখি! আমি বহুকাল হইতে মহারাজের সহিত যুক্তি করিয়া একটী বিষয় মনস্থ করিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণে আপনার ও ফুল্লারবিন্দুনগরাধিপের অভিপ্রায় হইলেই আমাদিগের সেই চিরমনোরথ পূর্ণ হইতে পারে।"

নৃপজায়ার বচনাবসানে রাজ্ঞী প্রভাবতী কহিলেন, প্রিয়ম্বদে! কিরূপ বাসনা করিয়াছেন বলুন? যদি সে বিষয়ে আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে, আপনাদিগের মনাভিলাস অবশ্যই পূর্ণ হইবেক, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।" মহিষী কহিলেন, "আমার এই একমাত্র জীবনাধিকা তনয়া কমলমঞ্জরীর সহিত আপনার জীবন কুমার চন্দ্রশেখরের শুভ পরিণয় সম্পাদন করিয়া মানব জন্ম সফল করি, এই আমার অভিলাষ।" জননীর প্রমুখাৎ বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া নৃপকুমারী লজ্জাবনত বদনে গাত্রোত্থান করণানন্তর

দ্রুতবেগে স্বীয় প্রকোষ্ঠ মধ্যে গমন করিলেন। তখন মহিষী প্রভাবতী সহাস্য বদনে কহিলেন, "অভিন্নহৃদয়ে! এত পরম আনন্দের বিষয়; ইহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র অমত নাই; যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে, অবশ্যই এ শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। উভয়ে এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে যুবরাজ চন্দ্রশেখর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বীয় জননী ও রাজমহিষীর চরণপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে সস্নেহে যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে হিরণ্যনগরাধীশ্বরী কহিলেন, "বৎস! তুমি ধন্য! তোমার ন্যায় অমূল্য পুত্ররত্ন এই ধরণীমধ্যে কাহার কখন জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বাছা! তুমিই এই অবনীমণ্ডলে সৎপুত্রের দৃষ্টান্তস্থল হইলে।" এই বলিয়া রাজ্ঞী প্রভাবতীকে কহিলেন, "সখি! আপনি সর্ব্বগুণাকর কুমার লাভ করিয়া জনসমাজে রত্নগর্ভা বলিয়া পরিচিতা হইয়াছেন; অধিক আর কি বলিব, পৃথিবীতে আপনার ন্যায় ভাগ্যশালিনী রমণী দ্বিতীয় নাই।" উভয়ে অপার আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া এই প্রকার নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

নৃপাত্মজ তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া পুরবাসিনী নমস্যাগণকে প্রণাম ও সাদর সম্ভাষণ করতঃ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া বিশ্রাম ভবনে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসীগণ আনন্দে মগ্ন হইয়া কেহ গান বাদ্যে, কেহ ক্রীড়াদি প্রমোদে, কেহবা হাস্য পরিহাসে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাতকালে সকলেই প্রভাতিক কার্য্য সমাধা করিয়া বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সভামধ্যে সমাগত হইলেন। নৃপদ্বয় মণিরত্ন খচিত হেমনির্ম্মিত পৃথক পৃথক সিংহাসনোপরি উপবেশন করিয়া ইন্দ্র এবং উপেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী গুণার্ণব শাস্ত্রীর সহিত এবং যুবরাজ চন্দ্রশেখর গুণাধারের সহিত অপূর্ব্ব আসনে সমাসীন হইলে, দেবলোকবাসী বৃহস্পতি ও ভার্গব এবং অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। সেনাপতি জয়সিংহ এবং অন্যান্য সভ্যগণ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজাবর্গ সেই মহাসভায় সমাগত হইলেন। অনন্তর নৃপযুগলের আজ্ঞাক্রমে সুবর্ণপুরে রাজা জীমূতবাহনের নিকট উপস্থিত বৃত্তান্ত ঘটিত লিপিসহ দূত প্রেরণ করা হইল। অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবী যুদ্ধের বিষয় আন্দোলন হইতে লাগিল এবং নিশ্চয় হইল যে, রাজা জীমূতবাহন আসিয়া পঁহুছিলে, তাঁহার সহিত যুক্তি করিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরতর হইবেক। এদিকে ভগবান্ দিননাথ মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। এই কালে সভাভঙ্গ সূচক সাঙ্কেতিক ভেরী ও বংশীধ্বনি হইতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে নৃপদ্বয় সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করতঃ আত্মীয়স্বজন সহিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সভ্যগণও সভাভঙ্গ করিয়া নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর। এই সময়ে রাজকুমারী কমলমঞ্জরী স্বীয় প্রকোষ্ঠে সুরম্য কক্ষমধ্যে দ্বিরদ দন্ত বিনির্ম্মিত

পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া আছেন; কিন্তু নিদ্রা হয় নাই; করকমলে একখানি চিত্রপট ধারণ করিয়া স্থির নয়নে তাহা অবলোকন করিতেছিলেন। চিত্রটী রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি; রাধিকা মানিনী হইয়া অধোবদনে বসিয়া আছেন, গোবিন্দ গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া মানভঙ্গের চেষ্টা করিতেছেন। সখিগণ গণ্ডদেশে করাঙ্গুলি সংস্থাপন করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন, ঐ সকল দেখিয়া রাজবালা একটু হাস্য করিলেন। হাসিবার কারণ এই তিনি মনোমধ্যে নিশ্চয় করিলেন যে, এই সংসার মধ্যে পুরুষাপেক্ষা রমণীর গৌরবই অধিক। তখন হাস্য করিতে করিতে আলেখ্য স্থিত রাধিকা মূর্ত্তিকে সজীব বিবেচনায় কহিতে লাগিলেন, "দেবি ভগবান এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, এরূপ কঠিন দণ্ড স্বীকার করিয়াও আপনাকে প্রসন্ন করিতে পারিতেছেন না। হে জগদারাধ্যে! এক্ষণে সদয়চিত্তে স্নিগ্ধকর দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক বদন চন্দ্রিমার বাক্যপীযূষ বর্ষণ করিয়া স্বীয় প্রাণকান্তের দুঃখানল নির্ব্বাণ করুন। এ কি অসম্ভব; সূর্য্যোদয়ে পদ্মিনী বিকশিতই হয়; কিন্তু ইহাতে, দিনমণি উদয়েও কমলিনীকে মুদিতা দেখিতেছি। হে দেবি! আপনার ঐ নীলনলিণীনয়ন বিকশিত করিতেই তব মানাকাশে কান্তরূপ-মার্ত্তণ্ড উদয় হইয়া পদযুগল ধারণ করতঃ প্রভূত মিনতি-কিরণ বিস্তার করিতেছেন; কৈ, আপনিত একবার বদন উত্তোলন করিয়া ইঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতেছেন না?

হে নির্দ্দয়ে! যেমন অন্ধজন অদৃষ্ট বশতঃ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াও দৃষ্টিহীনতা প্রযুক্ত তাহাকে সামান্য প্রস্তর জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, সেই অমূল্য ধনের যে কত গৌরব তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারে না, তদ্রূপ আপনি ত্রিলোক দুর্ল্লভ রত্ন লাভ করিয়াও অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্না হইয়া নয়ন সত্বেও অন্ধের ন্যায় সেই পূজ্যপাদ ধনকে হতাদরে পরিত্যাগ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! এই সাধনের ধন আপনার পদধারণ করিয়া সাধনা করিতেছেন বলিয়াই কি ইঁহাকে হীনগৌরব বোধ করিতেছেন? এ আপনার কেমন অন্ধতা, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হে অনার্য্যে! এই শ্রীনাথ স্বীয় মস্তকে তুলসীকে ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই কি, তন্নিকটে ইঁহার অনাদর হইয়াছে? কখনই না; তুলসী চরণাভিলাষিনী হইয়া দিবানিশি ইঁহার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্তা আছেন। ভগবান গঙ্গাধর উত্তমাঙ্গে গঙ্গাদেবীকে ধারণ করিয়া কি জাহ্নবীর নিকট মর্য্যাদা শূন্য বা পর্ব্বত-রাজনন্দিনী পার্ব্বতীকে হৃদপদ্মে রক্ষা করিয়া তন্নিকটে অমান্য হইয়াছেন? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ত্রিপথগামিনী সুরধনী মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক আমন্ত্রিতা ও সংপূজিতা হইয়াও তৎকৃত বারাণসীতে বাস করিতে অস্বীকার করিয়া দ্বৈপায়নের ভৎর্সনা-ভাজন হইতেন না ও শঙ্করী শঙ্করের অবমাননায় ক্রোধিতা হইয়া স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া পিতার জীবন ও যজ্ঞ বিনাশের কারণ হইতেন না। হে ভ্রমশীলে! এক্ষণে বুঝিলাম, আপনার ন্যায় অহংকৃতা রমণী আর দ্বিতীয়া নাই;

সুতরাং আপনার সহিত সম্ভাষণ করা কামিনী-কুলের অকর্ত্তব্য। এই বলিয়া সক্রোধে সেই রাধাশ্যামের মূর্ত্তি বিপর্য্যস্ত করিলেন এবং আলেখ্যের অপরদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, প্রজারঞ্জনানুরোধে রাম কর্ত্তৃক বিনা দোষে নির্ব্বাসিতা হইয়া বাল্মীকের তপোবনস্থ তরুতলে দীনা, ক্ষীনা, মলীনা, আলুলায়ীতকেশা সীতাদেবী বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক ধরাসনে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন ; বোধ হইতেছে, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অজস্র অশ্রুবারি নিপতিত হইয়া যেন, ধরাকে অভিষিক্ত করিতেছে। আহা! সে হৃদয়বিদারক মূর্ত্তি দেখিলে বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁহার দক্ষিণ ভাগে অদূরবর্ত্তী তেজঃপুঞ্জ কলেবর জটা বল্কলধারী পরম কারুণিক তাপস শ্রেষ্ঠ ভগবান বাল্মীকি দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে যেন, আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। নৃপকুমারী চিত্রপটের এই অংশ অবলোকন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে নয়ন জলে গণ্ডদেশ ভাসাইতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "উঃ! পুরুষের কি কঠিন হৃদয়! এমন পতিপ্রাণা সরল হৃদয়া শুদ্ধাচারিণী কামিনীকে অকারণে এই জনশূন্য বিজন বিপিনে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি কঠিনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন!" এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে জীবিত ভ্রমে আলেখ্যস্থিত সীতা মূর্ত্তিকে কহিতে লাগিলেন, "হে জগদারাধ্যে, রাম দয়িতে! নির্দ্দয়

রামচন্দ্র আপনাকে পরিত্যাগ করায় আপনি যেরূপ দুঃসহ প্রিয়বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছেন, আপনার এই দুর্ভাগিনী তনয়ার ভাগ্যেও তদ্রূপ ঘটিয়াছে। হে ত্রিভুবন জননি! আমি এই ভুবন মধ্যে যাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়াছি, যাঁহার পদপ্রান্তে দেহ, মন ও প্রাণ সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি ও যাঁহাকে একমাত্র হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া স্বাধীনতা হইতে নিস্ব হইয়াছি, সেই হৃদয়বান্ধব ত আমাকে দাসী বলিয়া মনে করেন না; যদি অনুগত দাসী জানিয়া স্নেহ করিতেন, তাহা হইলে কি বহুদিবসান্তে স্বদেশে আসিয়া এই অধিনীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া পঞ্চদশ দিবস সুস্থচিত্তে থাকিতে পারিতেন? কখনই না।" এই বলিয়া চিত্রপট খানি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমি যাঁর আসার আশায় আশ্বাসিতা হইয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি, তিনি যদি বিমুখ হইলেন, তবে আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ ধারণের ফল কি? এই দণ্ডে জীবন পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করি।" সন্তপ্ত হৃদয়ে এবম্প্রকার বহুবিধ বিলাপ বাক্য প্রয়োগ করতঃ নয়ন জলে বদন কমল ভাসাইতে লাগিলেন।

এই কালে অপর কক্ষ হইতে "রাজনন্দিনী ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, এত উতলা হবেন না" যুগপৎ এই শব্দ সমুত্থিত হইল।

তচ্ছ্রবণে নৃপবালা সচকিতে বদন ফিরাইয়া স্বীয় সখি হেমলতা ও স্বর্ণলতাকে উপস্থিত দেখিয়া লজ্জায় বদনাবনত

করিলেন। তদ্দর্শনে সহচরীদ্বয় তাঁহার উভয় পার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্ব স্ব বসনাঞ্চলে নয়ন বারি মোচন করতঃ প্রবোধ বাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন।

হেমলতা কহিলেন, "নৃপনন্দিনী! এত অধৈর্য্য হচ্ছেন কেন? আপনারত মনোরথ সফলোন্মুখ হয়েছে। নব জলধর গগণোপরি উদিত মাত্রেই যে সলিল বর্ষণ করে, তার নিশ্চয় কি? কিছু বিলম্বেও ত বর্ষণ হয়ে থাকে; তজ্জন্য কি তৃষিত চাতকিনী জীবন ত্যাগ করে? কখনই না। মেঘাগমে বারি-বর্ষণ অবশ্যম্ভাবী, এই বিবেচনায় বরং আনন্দই প্রকাশ করে। হে প্রিয়ভাষিণি! কান্তরূপ বারিদ অবিলম্বেই আপনার হৃদয়ক্ষেত্রে সুশীতল প্রেম সলিল বর্ষণ করিয়া ভবদীয় চিত্ত-চাতকিনীর দুরন্ত পিপাসা অন্তরিত কর্ব্বেন; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।"

কমলমঞ্জরী কহিলেন, "সহচরি! তিনি যে প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া আমার হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ দুঃখানল নির্ব্বাণ করিবেন, সে আশার প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা করিতে পারি না। যদি আমার ততদূর সৌভাগ্য হইত, তাহা হইলে কি জীবন-বল্লভ এই চিরদাসীকে দর্শন না দিয়া সুস্থ হইয়া থাকিতে পারিতেন?"

হেমলতা কহিলেন, "সখি রাজকুমারি! সে জন্য ব্যাকুল হবেন না; আমি কল্য মহারাণীর প্রমুখাৎ শুনেছি, তাঁরা স্বরাজ্যোদ্ধার জন্য বিহিত মন্ত্রণায় ব্যাপৃত আছেন; বোধ করি সেই জন্যই আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে অবকাশ

পান নাই; অবসর প্রাপ্ত হ'লেই ভবদীয় অকলঙ্ক বদন সুধাকর দর্শনার্থ অবশ্যই আসিবেন।”

হেমলতার বাক্যাবসানে স্বর্ণলতা কহিলেন, “ভর্ত্তৃসুতে! আমিত আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে, পাষাণ তুল্য কঠিন হৃদয় পুরুষের প্রতি আপনার সুকোমল মন সমর্পণ কর্ব্বেন না। কিন্তু তৎকালে আমার সে কথায় আপনি কতই বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন; এক্ষণে সেই সকল কথার পরিণাম ফল প্রাপ্ত হলেনত? আমি যে কবে মর্‌বো, কেবল তাই বল্‌তে পারিনে; নচেৎ সকলই বল্‌তে পারি।”

স্বর্ণলতার বাক্য শ্রবণে হেমলতা ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিলেন, “স্বর্ণলতে! ক্ষান্ত হ! তোর আর দ্বিগুণাগুণ প্রজ্জ্বলিত কর্ত্তে হবে না। চুপ কর, ঐ শোন্, সোপানোপরি পদশব্দ শোনা যাচ্ছে; বোধ করি কেউ আস্‌ছেন।”

তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া সকলেই শ্রবণ উন্নত পূর্ব্বক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তৎপরে আগন্তুককে নয়নগোচর করিয়া হেমলতা সহাস্য আস্যে কহিলেন, “রাজনন্দিনি! ঐ দেখুন, আপনার চিত্তরঞ্জন চিত্তরঞ্জনার্থে আগমন কচ্ছেন, এক্ষণে আমরা অপসৃতা হলাম।” এই বলিয়া সখীদ্বয় হাস্য করিতে করিতে গৃহান্তরে গমন করিলেন।

এক্ষণে চন্দ্রশেখর গৃহদ্বারে সমাগত হইলে রাজকুমারী কমলমঞ্জরী ম্লানবদনে একবার কান্তের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাত করিয়া অবনত মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজনন্দন কহিলেন, “প্রিয়ে! যথেষ্ট অভ্যর্থনা করা হইয়াছে, এক্ষণে

উপবেশন কর। এই বলিতে বলিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভূপালনন্দিনী প্রাণকান্তের পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া অভিমানে অধোবদনে উপবেশন পূর্ব্বক নয়ন জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। ভূপতিতনয় ধীরে ধীরে প্রণয়িণীর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সস্নেহে প্রেম পরিপূর্ণ বাক্যে কহিলেন, "কমল। কেমন আছ?" কমলমঞ্জরী পূর্ব্ববৎ নীরবে রহিলেন; কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন চন্দ্রশেখর সহাস্য বদনে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! এরূপ জনপ্রবাদ আছে, যদি দুরদৃষ্ট ব্যক্তি একমাত্র খঞ্জন বিহঙ্গকে সরোজোপরি উপবিষ্ট অবলোকন করে, তাহা হইলে তাহার দুরদৃষ্ট অপনীত হইয়া শুভাদৃষ্টের সঞ্চার হইয়া থাকে; অর্থাৎ সে মহীপাল হয়। কিন্তু মমভাগ্যে তাহার সকলই বিপরীত দেখিতেছি। যেহেতু প্রস্ফুটিতা কমলোপরি যুগল খঞ্জন দর্শন করিয়াও শুভফল লাভে সমর্থ হইলাম না। ইহা যে আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ এবং অশুভ যাত্রার ফলে ঘটিতেছে, তাহার আর সন্দেহ কি? সে যাহাহউক, হে প্রাণেশ্বার! তুমি আমার প্রতি সানুকূল হও বা প্রতিকূলই হও, আমি উভয়েই তুল্যফল প্রাপ্ত হইব; যেমন উত্তপ্ত বা সুশীতল সলিল প্রদান মাত্রেই অনল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ তুমি সুপ্রসন্ন বা অপ্রসন্ন মনে একবার বাক্যসুধা বর্ষণ করিলেই মদীয় হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেক।" এই বলিয়া নৃপকুমারীর করপল্লব ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে সুকুমারি রাজতনয়ে! হে দেহার্দ্ধভাগিনি! হে দীর্ঘ-

লোচনে! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া এই আশ্রিতের প্রতি প্রীতি নেত্রপাত কর।" এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় উত্তরীয় বসনে নয়ন জল মুছাইয়া প্রাণকান্তার দুরন্তমান অন্তরিত করিলেন।

অনন্তর রাজকুমারী জীবন কান্তের হস্ত ধারণ করিয়া বাষ্পপূরিত লোচন ও গদগদ স্বরে কহিলেন, "প্রাণবল্লভ! এই অনুগতা রমণীর প্রতি নির্দ্দয় হইয়া কি এত যাতনা দিতে হয়? হৃদয়েশ! এ দাসী যে একান্ত আপনার চরণপ্রান্তে জ্ঞান, মন, প্রাণ, সুখ ও সম্পদ সমস্তই সমর্পণ করিয়া অকিঞ্চিৎকর দেহভার মাত্র বহন করিতেছে, তবে এই আশ্রিতার প্রতি দুঃসহ বিচ্ছেদ শেল প্রহার করিবার কারণ কি? নাথ! আপনার বিষম বিচ্ছেদ শেলের আঘাতে অধিনী যে কিরূপে এই দীর্ঘকাল মর্ম্মান্তিক যাতনায় কালহরণ করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। দিবা-যামিনী, শয়নে বা স্বপ্নে জাগ্রত কি নিদ্রিতাবস্থায়, সকল সময়েই কেবল আপনার মনোমোহন মূর্ত্তিই দৃষ্টি করিতাম; আবার মনে ভাবিতাম, বিধাতা কবেই বা সেদিন দিবেন, যেদিন আপনার পুনর্দর্শন লাভ করিব; কবেই বা আপনার কাছে বসিয়া বহুদিনের মনের দুঃখের কথা বলিয়া জীবন যুড়াব; কবেই বা "ছি! ছি!! আপনি বড় নির্দ্দয়," এই বলিয়া আপনাকে প্রণয়-কোপভরে ভৎসনা করিব; আবার পরক্ষণেই সে কোপ দূরিত করিয়া আপনার চরণ ধরিয়া ভৎসনা অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব; দিবানিশি এই সকল ভাবিতে ভাবিতেই কালগত করিতেছি। সঙ্গিনীগণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে

তাহাদের কোন্ কথার যে কি উত্তর দিই, তাহার ঠিক নাই; আমাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখে তাহারা কত বুঝায়, কত উপদেশ দেয়, আমার সে সকলত কিছুই ভাল লাগে না এবং কর্ণেও স্থান পায় না। তবে ভাল লাগে কি? না, যখন নির্জ্জনে বসিয়া আপনার গুণগান করিতে করিতে রোদন করি, তখন কেবল সেই কান্নাই ভাল লাগে। প্রাণেশ্বর! পূর্ব্বে আমি কেমন ছিলাম, আর আপনার অদর্শন কালের মধ্যেই বা কেমন হইয়া গিয়াছি, একবার দেখুন দেখি; আমারত আর পূর্ব্বের ন্যায় মনোহারিণী কান্তি নাই, আর সে মন নাই এবং সে সুখও নাই; কিছুই নাই। বিলাস-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি। অঙ্গরাগ অঙ্গারের ন্যায়, কেশ-সংস্কার বিষবৎ, অলঙ্কার উচ্ছিষ্ট বোধে ও পট্টসাটী অস্পার্শ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আতর গোলাপের সৌরভ আর ভাল লাগে না; চন্দ্রের সুধাময় কিরণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অঙ্গ দগ্ধ করে; মনোহারিণী বিনা ধ্বনি বজ্রধ্বনি বোধ হয় ও মনুস্য কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত কর্ণে যেন লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে। ভাল লাগে কি? কেবল আপনার সুকোমল কণ্ঠধ্বনি; ঐ কণ্ঠধ্বনি আমাকে এমন আত্মহারা করে কেন? আমার মাথার দিব্য; আমাকে সত্য করিয়া বলুন, আপনি মনুষ্য না দেবতা?”

রাজকিশোর কিছুই উত্তর প্রদান না করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই বালার প্রীতিসিন্ধুনীরে নিমগ্ন হইয়া মরিলে হয় না?

রাজকিশোরী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। "যখন পূর্ণিমার নিশারম্ভে শোভনীয় নীলআকাশে আকাশ ভরা জ্যোৎস্না এবং অনন্ত নক্ষত্র নয়নগোচর করি, তখন মনে মনে করি, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিণীর ন্যায় এই পরাধিনী রমণী-জন্মের পরিবর্ত্তে যদি নক্ষত্র হইতাম, তাহা হইলে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমি এই অনন্ত আকাশে থাকিয়া নয়ন ভরিয়া আপনার সুষুপ্ত বদনচন্দ্র অবলোকন করিয়া সুখময়ী ত্রিযামা বিভাত করিতাম; আবার মনে করি যে, যদি মলয়সমীরণ হইতাম, তাহা হইলে পৃথিবীর কুসুম সৌরভ বক্ষে করিয়া আপনার মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া; আপনার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে কৃতার্থ হইতাম; আর সেই স্নিগ্ধ সৌরভ আপনার গাত্রে ঢালিয়া আপনার নিশ্চিন্ত নিদ্রা গাঢ়তর করিয়া দিতাম; আর যে কত চিন্তা করিতাম, তাহার সীমা নাই। হৃদয়নাথ! দাসীর মাথায় হাত দিয়া সত্য করিয়া বলুন, আপনিও কি এই অধিনীর জন্য এই সকল চিন্তা করিতেন?"

যুবরাজ. কোন উত্তর না দিয়া কিয়ৎকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রণয়িণীর সরল সুন্দর প্রফুল্ল বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর কত আদরে, কত সোহাগে, কত যত্নে, উদ্ভ্রান্ত মনে, অবশ হৃদয়ে, প্রীতির পূর্ণোচ্ছাসে প্রেম প্রতিমার বদন কমলে সুশীতল চুম্বন করিয়া তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন।

নৃপকুমারী আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ সংসার যে এত সুখের, ইহাত

জানিতাম না; বোধ করি এ সুখ অন্যের জন্য নয়, কেবল আমাদের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে;" এই ভাবিয়া অসীম আনন্দ নীরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর চন্দ্রশেখর কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি দুর্গম পথে যাত্রা করিয়া পিতা মাতার অন্বেষণ জন্য যেরূপ দুরূহ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি, বিধাতা যদি তাহার শুভফল দানে মনো বাসনা পূর্ণ না করিতেন, তবে সেই অনিবার্য্য ক্লেশের বিষয় স্মরণ করিয়া কখন ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হইতাম না। হায়! সেই দুঃখের কথা কতই বা কহিব। এক দিবস ঘোর বনমধ্যে পিপাসার্ত্ত হইয়া বারি আনয়ন জন্য সখাকে প্রেরণ করিলাম; তিনি আর প্রত্যাগত হইলেন না। একদিন অকস্মাৎ অশ্বটির মৃত্যু হইল; তাহাতে দুর্ব্বিষহ কষ্টে নিপতিত হইয়া পদব্রজেই বন পর্য্যটন করিতে লাগিলাম; ভ্রমণ জনিত পরিশ্রম বশতঃ দুরন্ত জ্বরাক্রান্ত হইয়া বিজন কান্তারে বৃক্ষমূলে ধূলি শয্যায় পতিত রহিলাম। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, কি তুমি, কেহই নিকটে নাই; সুতরাং এককালে জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কেবল পিতা মাতার অন্বেষণ এবং তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, এই দুঃখেই সাতিশয় কাতর হইলাম। কিন্তু দৈবানুগ্রহে সেই স্থানেই আমার পিতার মন্ত্রী ও সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাদিগের অনুকম্পায় জীবন রক্ষা হইয়াছিল। অতএব প্রিয়ে! মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর; আমি তোমার চিরবাধ্য প্রেমাধীন।"

নাথের বদনাম্বুজ বিনির্গত বাক্যসুধা পান করিয়া ভূপাল-

তনয়া আনন্দে উন্মাদিনী হইয়া কান্তের চরণ ধারণ করতঃ বাষ্পাকুল লোচনে ও দীনবচনে কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! এ দাসীর এই মাত্র প্রার্থনা, যেন নিয়ত আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিয়া কালহরণে সমর্থা হই; অধিনীকে আর অন্তর হইতে অন্তরিত করিবেন না।"

প্রণয়িণীর পিকবিনিন্দিত মধুময় করুণ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া নৃপসুত সস্নেহে তাঁহার ভুজমৃণালযুগল ধারণ করতঃ প্রেম পুলকিত হৃদয়ে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "জীবিতেশ্বরি! প্রিয়বল্লভে! হৃদয় বিলাসিনি! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, জীবনান্ত ব্যতীত আর কখন তোমাকে হৃদয় বা নয়নান্তর করিব না। অয়ি হৃদয়েশ্বরি! তুমি আমার হৃদপদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যখন মুদ্রিতলোচনে হৃদয় মধ্যে তোমার ঐ মনমোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি, তখন স্বর্গলাভ অপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকি; অতএব এক্ষণে ঐ সকল অমূলক চিন্তা পরিত্যাগ করতঃ শান্তচিত্ত হও।"

নৃপকুমারী কহিলেন "নাথ! আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন। আমি সখীগণের মুখে শুনিলাম, আপনি নাকি স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধন জন্য রিপুসহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন?"

চন্দ্রশেখর। "ঐ রূপ যুক্তি হইতেছে বটে; আমরা অবিলম্বেই মহাযুদ্ধে ব্রতী হইব।"

ক, ম। "রাজকুমার! আপনার বদন বিনির্গত অপ্রিয়

বাক্য শ্রবণ করিয়া এ অধিনীর প্রাণবিহঙ্গিনী হৃদয় পিঞ্জর ভেদ করতঃ পলাইবার উপক্রম করিতেছে। প্রাণেশ! আবার কি আমাকে অকূল দুঃখার্ণবে নিক্ষেপ করিবেন? সত্য বলুন, যদি সত্য সত্যই সমরসাগরে অবগাহন করেন, তবে অগ্রে আপনার চরণতলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করি; বারম্বার যাতনা ভোগ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়।"

চন্দ্র, শে। (ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কমলমঞ্জরীর কর ধারণ করিয়া) "প্রিয়ে! আশঙ্কার বিষয় কি আছে? তোমার ন্যায় সাধ্ব্যাসতী গুণবতী রমণী যাহার পত্নী, সে কি কখন সামান্য রিপু কর্ত্তৃক পরাজিত হয়? যখন মদ্রদেশাধিপ অশ্বপতিনন্দিনী সাধ্ব্যাসতী সাবিত্রী সতীত্বগুণে স্বীয় স্বামী সত্যবানকে মহারিপু কৃতান্তের করালকবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হে সাবিত্রী-সমা সতী কমলমঞ্জরি! তখন তুমি কি আমাকে সামান্য রিপুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না? অবশ্যই হইবে।"

ক, ম। [প্রীতি প্রফুল্ল মনে ঈষদ্ধাস্যে] "প্রিয়তম! এই জন্যই আপনাকে প্রিয়বর বলিয়া সম্বোধন করি। আপনি এই অধিনীর প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তাহা হইতে স্ত্রী জাতির আর অধিক সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? আমি পরমেশ্বরের সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরে আপনার পত্নীরূপে পরিগৃহীতা হইয়া চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকি।"

চন্দ্র, শে। "প্রাণাধিকে! যদি জগৎপতি আমাদিগের প্রতি করুণাকণা বিতরণ করেন, তাহা হইলে উপস্থিত সংগ্রামে জয়লাভ করণানন্তর স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধন এবং তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া মহানন্দে কালহরণ করিব; নচেৎ সকল বাসনাই পাংশুপরি হবি প্রদানের ন্যায় নিষ্ফল হইবে। এক্ষণে তুমি কায়মনোবাক্যে জগৎপতির নিকট প্রার্থনা কর, যেন নির্ব্বিঘ্নে শত্রুকুল ধ্বংস করিয়া স্বকুলের কুশল সংস্থাপন করতঃ নৃপকুলসমাজে কুল পরিচয় প্রদান করিতে পারি।"

ক, ম। "হৃদয়বন্ধো! আমি নিয়ত জগৎনিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন কৃপাময়ের কৃপাচক্ষে পতিত হইয়া আপনি সকল বিপদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।" এই বলিয়া ঊর্দ্ধমুখে দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক জগৎপতির উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, "হে অজ, অব্যয় অখণ্ড ব্রহ্মোণ্ডস্বামিন্ অনন্তরূপ বিশ্বাধার! আপনি ইচ্ছাক্রমে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন; হে বিভো! আপনি যাহার প্রতি কৃপা বিতরণ করেন, সে অনায়াসে দুস্তর বিপদার্ণব গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদ হইয়া থাকে; অতএব হে জগন্নাথ! যদি আমার জন্মান্তরীয় পুণ্য সঞ্চয় থাকে এবং ইহজন্মে জ্ঞানকৃত পাপানুষ্ঠান না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য সত্য হউক; অর্থাৎ জীবনকান্ত রিপু বিনাস করিয়া জয়শ্রী লাভ করুন।" এই রূপ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক

ঈশ্বরোদ্দেশে শত শত প্রণাম করিলেন। তৎপরে উভয়ে নানাবিধ কথাবার্ত্তায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিলেন।”

ক্রমে স্বায়ংকাল সমুপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে নৃপকুমার প্রণয়িনীর করধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, “প্রাণেশ্বরি! সন্ধ্যা সমাগত হইল; অদ্য বিদায় হই।”

ক, ম। “রাজকুমার! যদি নিস্ব ব্যক্তি বহুক্লেশে অমূল্য রত্নলাভ করে, সে কি তাহা জীবন সত্বে ত্যাগ করিতে পারে? কখনই না। অধিনী যে আপনার বিদায় প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।” এই বলিয়া সজলনেত্রে প্রাণকান্তের বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নৃপকুমার বহুবিধ সান্তনা বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক প্রিয়তমার সন্তোষসাধন করিয়া বিদায় গ্রহণ করণানন্তর সানন্দমনে সভাভবনে গমন করিলেন। অনন্তর নৃপতি জীমূতবাহনের আগমনাপেক্ষায় কয়েকদিবস অতীত হইল।

একদিন পূর্ব্বাহ্নে নগরপাল সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া নৃপতিদ্বয় এবং অন্যান্য সভ্যগণকে বিহিত অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, “মহারাজ! সুবর্ণপুরাধিপতি রাজা জীমূতবাহন সপরিবারে নগরদ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছেন; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়?” নগরপালের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নৃপযুগল সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অমাত্য বান্ধবের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তাঁহারা নগরপ্রান্তে উপনীত হইলে রাজা জীমূতবাহন যান হইতে অবতীর্ণ হইবামাত্র রাজা শশাঙ্কশেখর ভক্তিপূর্ব্বক

শ্বশুরের পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। নৃপাল জীমূতবাহন স্বীয় জামাতার হস্তধারণ পূর্ব্বক ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজা কমলাকরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর নমস্কার ও প্রতিনমস্কার এবং আলিঙ্গন প্রদান করিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা কমলাকর পরম যত্নে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহার্হ আসনে উপবেশন করাইলেন এবং স্বয়ং নৃপ শশাঙ্ক শেখরের সহিত পৃথক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রিয় সম্ভাষণাদি দ্বারা সুবর্ণপুরাধিপের সন্তোষ সাধন করিলেন। যুবরাজ চন্দ্রশেখর ভক্তিপূর্ব্বক মাতামহের চরণ বন্দনা করণানন্তর আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এ দিকে মহিলাগণ শিবিকাসহ অন্তঃপুর দ্বারে সংস্থাপিত হইলে, মহিষীদ্বয় অন্তঃপুরচারিণী দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া আগমন করণানন্তর পরমানন্দে তাঁহাদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক যান হইতে অবতীর্ণ করাইয়া পরস্পর মধুরালাপ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

জীমূতবাহন মহিষী প্রভৃতি রমণীগণ পরস্পর সম্মানিতা হইয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী শশিকলা ভক্তিভাবে স্বীয় সপত্নী প্রভাবতী ও কমলাকর

মহিষীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্নেহময় বাক্যে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহিষী প্রভাবতী সপত্নী শশিকলার করকমল ধারণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, "সহোদরে! আজি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহা একাননে বর্ণন করা দুরূহ। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি তোমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিব।" শশিকলা কহিলেন, "দিদি! আপনি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী; আমি নিয়ত আপনার অনুগত থাকিয়া দাসীর ন্যায় সেবা করিব; এক্ষণে দীননাথ শুভদিন প্রদান করিলেই সকল বাসনা ফলবতী হইবে।" এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর সকলেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে সে দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিবাবসান ও বিভাবরী সমাগতা হইলে চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। পুরবাসীগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করণানন্তর শয়ন গৃহে গমন করিলেন। এই কালে রাজা শশাঙ্কশেখর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শশিকলার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ পরস্পর সানন্দ মনে প্রণয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক সুবর্ণপুর পরিত্যাগের পর যেরূপে সফল মনোরথ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক কথোপকথনে উভয়েই মনোযাতনা দূর করিলেন।

প্রভাতে নৃপত্রয় একত্রে সভাসীন হইলে যাবতীয় সভ্যগণ সমাগত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। জনতায় রাজসভা পরিপূর্ণ হইল। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধিদাতা

শাস্ত্রদর্শী সভাপণ্ডিতগণ আগমন করিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাসভা সুররাজ শতক্রতুর সভার ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর রাজা শশাঙ্কশেখর সভাস্থ সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে মাননীয় সভ্যগণ! অবধান করুন। আমি রাজধানী ফুল্লারবিন্দুনগরে সার্ব্বভৌম স্বর্গগত মহারাজ বীরেন্দ্রশেখরের ঔরস পুত্র রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি; অধুনা সেই চির প্রসিদ্ধ সুনির্ম্মল বংশ মৎকর্ত্তৃক দুশ্ছেদ্য কলঙ্কজালে জড়িত হইয়াছে; কিন্তু এটী যে কেবল আমার দোষে ঘটিয়াছে, তাহা নহে; ইহাতে বিশ্বপাতা বিধাতারও অপূর্ব্ব কৌশল বিস্তৃত আছে। আমি পিতৃদেবের মরণানন্তর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নৃপগণের যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা যথাবিধি সম্পন্ন করিতে ক্রুটী করি নাই। সৎকার্য্যে মনোনিবেশ, পুত্রবৎ প্রজাপালন, জ্ঞাতি, ভৃত্য, বান্ধব, দীন, অন্ধ এবং মূক প্রভৃতিকে অন্ন বস্ত্র দান, শরণাগতকে রক্ষা, কুলপ্রথা প্রতিপালন, সাধু ব্যক্তির সমাদর ও অসাধুর দণ্ড বিধান ইত্যাদি যথাশক্তি সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলাম। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনাতেও ক্রুটী ছিল না। কিন্তু ভবিতব্যতার বিষয় কেহই বলিতে পারে না; যেহেতু, আমি নৃপকুল সিংহ হইয়া ধূর্ত্ত শৃগাল কর্ত্তৃক যে রাজ্যধনে বঞ্চিত হইব, ইহা কাহার মনে ধারণা ছিল? হে সভাস্থগণ! আপনারা পাপাত্মা বৈজয়ন্তপতির দস্যুসম কার্য্যের বিষয় শ্রবণ করুন। দুরাচার গোপনে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক অতর্কিত ভাবে

আসিয়া অস্মদ পক্ষীয় সেনা সকলকে বিনষ্ট করতঃ মদীয় ধর্ম্মরাজ্য অধিকার করিল। তৎকালে আমি অনন্যোপায় ও স্ত্রী পুত্র বিয়োজিত হইয়া শোক দুঃখে পতিত হওনানন্তর ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং নিয়ত কান্তার অতিক্রম করিতে করিতে মহারাজ জীমূতবাহনের কন্যার সহিত সম্মিলিত হইলাম। তথায় দৈত্য নিধন, নৃপবালার উদ্ধার সাধন এবং তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তৎসহিত স্বর্ণপুরে গমন পূর্ব্বক মহারাজ জীমূতবাহনের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর একদা ত্রিযামা শেষে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দর্শন করিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া এককালে অধৈর্য্য হইলাম। অনন্তর নৃপকুমারীর নিকট বিদায় লইয়া সেই রজনীযোগে গোপনে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্রের অন্বেষণে নির্গত হইয়া অশেস কষ্টে বহুদেশ ভ্রমণ করণানন্তর পরিশেষে কৃপাময় পরমেশ্বরের অনুকম্পায় ক্রমে ক্রমে স্ত্রী, পুত্র, অমাত্য ও সেনাপতি প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলাম। অধুনা এই হিরণ্যনগর পতির আলয়ে স্ব পরিবারে অবস্থান করিতেছি। ইনি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও শরণাগত পালক; স্বগুণে স্নেহ প্রকাশ করিয়া আমাকে আশ্রয় দান করায় মদীয় চিন্তানলের অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইনি আরও সম্পূর্ণ ভরসা দিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ সংগ্রামে সৈন্য, সেনাপতি ও অশ্ব গজ প্রভৃতি যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ প্রদান করিবেন। অধিক কি, স্বয়ংও এই যুদ্ধে

অস্ত্র ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; আমি এই কৃপালু সহোদরের মহদীয় গুণে চিরজীবন বদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে ভরসা আছে যে, সুবর্ণপুরেশ্বরও কৃপাপরতন্ত্র হইয়া সৈন্যাদি প্রদানে ভাবী যুদ্ধে সাহায্য করিয়া আমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ; অতএব তাঁহার অভিপ্রায় কি, শুনিতে বাসনা করি।”

ফুল্লারবিন্দনগরাধিপের বাক্যাবসানে মহীপাল জীমূতবাহন কহিলেন, “হে সভ্য সকল শ্রবণ করুন। এই সম্রাট শশাঙ্কশেখর আমার জামাতা ; ইঁহার হিতার্থে এই উপস্থিত সংগ্রামে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আমার অধীনে যে সকল নরপতি অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের বল সমুদয় এবং মৎপালিত সৈন্য, সেনানায়ক ও তুরঙ্গ মাতঙ্গাদি সমস্তই প্রদান করিব ; আর ঐ ভবিষ্য যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক প্রাণপণে আত্ম পক্ষের কুশল সাধনে যত্নবান হইব।” এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তাঁহার বাক্য শ্রবণে রাজা শশাঙ্কশেখর আনন্দিত হইয়া নৃপাল কমলাকরকে কহিলেন, “সখে! আপনার সৈন্য সংখ্যা কত, তাহা বর্ণন করুন ?”

হিরণ্যনগরপতি কহিলেন, “মিত্র! আমার অধীনে অষ্টলক্ষ সৈন্য আছে।” তখন সুবর্ণপুরেশ্বর কহিলেন, “আমার নিজ সৈন্য গণনায় ষট্‌লক্ষ, তদতিরিক্ত আমার অধীনস্থ রত্নপুরাধীশ্বর চন্দ্রসেনের তৃতীয় লক্ষ ও মল্লভূমাধিপতি সুদুর্জ্জয়সিংহের দ্বিতীয় লক্ষ ; এই সমস্ত বীরগণ সম্রাট শশাঙ্কশেখরের সাহায্যার্থে প্রাণপণে সংগ্রাম করিবেন।”

এতচ্ছ্রবণে নৃপতি শশাঙ্কশেখর কহিলেন "এক্ষণে স্থির হইল যে, সর্ব্বশুদ্ধ ঊনবিংশতি লক্ষ সৈন্য মৎপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে।" এই বলিয়া সভাস্থ পণ্ডিতগণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহাত্মা পণ্ডিতগণ! আপনারা যথাবিহিত যুদ্ধ বিধি প্রদান করুন; আমি মানস করিয়াছি যে, আর অকারণ কালক্ষয় না করিয়া সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে নির্গত হইব; সে বিষয়ে আপনাদিগের মত কি, ব্যক্ত করুন।"

নৃপতির বাক্যাবসানে সভাপণ্ডিত গুণনিধি কবিরত্ন কহিলেন, "নরেন্দ্র! আমার মতে হঠাৎ রণসজ্জা না করিয়া কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির উপায় চেষ্টা করা উপযুক্ত হইতেছে। অগ্রে স্বরাজ্য প্রত্যার্পণ জন্য বিপক্ষের নিকট দূত দ্বারা পত্র প্রেরণ করুন; কিন্তু বিজ্ঞ, সুচতুর, সদ্বক্তা ও বলবান দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য; এই সুমহৎ কার্য্য সামান্য দূতের দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। কোন দূরদর্শী কার্য্যদক্ষ রাজসভ্যকে পাঠান হউক; সে যেন তাহার নিকটে নিরাতঙ্কে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম মূলক বাক্য সকল প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই দুর্ম্মতির কুমতি ভ্রষ্ট করতঃ সুমতি দান করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে; সে যদি রাজ্য প্রত্যার্পণে অস্বীকৃত হয়, তবে সংগ্রামই অপরিহার্য্য; কিন্তু সহজ উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ হইলে যুদ্ধাড়ম্বরে প্রয়োজন কি?"

রাজা শশাঙ্কশেখর সভাপণ্ডিতের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অন্যান্য বুধগণ ও সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলে,

তাঁহারাও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন সভ্যগণ ও পণ্ডিতবর্গের মত গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীকে কহিলেন, “অমাত্য! বিপক্ষকে বিহিত বিধানানুসারে পত্র লিখুন; আমি ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিতেছি। সেনাপতি জয়সিংহ লিপিবাহক হইয়া বৈজয়ন্তনগরে গমন করুন। দুরাচার রণপ্রতাপের সভায় সমাগত হইয়া পত্র প্রদান করা সামান্য চরের কার্য্য নহে; জয়সিংহই এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র।” মন্ত্রীবর রাজআজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পত্র লিখন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতঃ নৃপ ও সভ্যগণকে শ্রবণ করাইলেন। তাঁহারা মনোনীত করিলে, রাজা শশাঙ্কশেখর তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া জয়সিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেনাপতি জয়সিংহ পত্র গ্রহণ করতঃ নৃপত্রয় এবং অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করিয়া গমনোদ্যোগী হইলে, যুবরাজ চন্দ্রশেখর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে কি বলিলেন। তৎপরে সেনাপতি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৈজয়ন্ত নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

একদা রাজা রণপ্রতাপ সিংহাসনাসীন হইয়া সগর্ব্বে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; পাত্র মিত্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণ সভামধ্যে যথা যোগ্যাসনে উপবেশন করতঃ ভীতান্তঃকরণে অধোমুখে অবস্থান করিতেছে; স্তাবকগণ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া মহীপতির স্তব পাঠ ও ভৃত্যগণ শ্বেতচামর ব্যজন করিতেছে; শান্তিরক্ষক প্রহরী সকল বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া সতর্কতা পূর্ব্বক প্রহরীর

কার্য্যে ব্যাপৃত আছে; সভ্যগণ নীরবে অবস্থিতি করিতেছেন; আজ্ঞা ব্যতীত কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবার সাধ্য নাই। তিনি স্বেচ্ছাচার প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্য শাসন করণানন্তর কাহারও সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড, কাহাকেও বা স্বধর্ম্মে রত দেখিয়া ঘোর অপরাধী বোধে দৃঢ়তর বন্ধন পূর্ব্বক কারাগারে সমর্পণ এবং কাহারও যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ন্যায় বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন; সভ্যগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহার সেই ঘৃণিত বিচারকে সুবিচার বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। কারাগার জনতায় পরিপূর্ণ; বন্দিগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দে ঘোরতর চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করিতেছে; কেহ দিনান্তরেও একটু জল প্রদান করিতেছে না; তাহার উপর আবার দুরাচার প্রহরীগণের ঘোরতর প্রহারে কতক গুলির জীবনান্ত ও কতকগুলি বিকলাঙ্গ মৃতপ্রায় হইয়া পতিত রহিয়াছে; ফলতঃ সেই ভয়ঙ্কর কারাগৃহ দৃষ্টি করিয়া মগধাধিপতি দুর্জ্জয় জরাসন্ধের কারাগার বলিয়া বোধ হয়।

অনন্তর সিংহদ্বারে ঘোররবে ভোড়ঙ্গধ্বনি সমদ্ভূত হইল। রাজা রণপ্রতাপ অকস্মাৎ সেই সাঙ্কেতিক তূর্য্য শব্দ শ্রবণ গোচর করিয়া সবিস্ময় মনে মন্ত্রীকে কহিলেন, "মন্ত্রিন্! কোন্ রাজ প্রেরিত বার্ত্তাবহ আসিয়াছে, তাহার সংবাদ লও।" মন্ত্রী "যে আজ্ঞা" বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রহরীকে কহিলেন, "বলধর সিংহ! অবিলম্বে আগন্তুককে আনয়ন কর। প্রহরী আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক আগন্তুককে

সমভিব্যাহারে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। আগত ব্যক্তি সভা প্রবেশ করিয়া অতীব ঘৃণিত মনে নৃপতিকে তৎপরে সভ্যগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ রাজ প্রেরিত এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছ বল?" সে কহিল, "মহারাজ! আমি হিরণ্যনগর হইতে আসিয়াছি; রাজা শশাঙ্কশেখর মদ্দ্বারা এই লিপি প্রেরণ করিয়াছেন; ইহা পাঠ করিলেই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।" এই বলিয়া রাজহস্তে পত্র প্রদান করিলেন। রাজা রণপ্রতাপ লিপি প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কিত মনে নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রীকে প্রদান পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুমতি করিলে, অমাত্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন।

মান্যবর শ্রীরাজা রণপ্রতাপ সিংহ।

মান্যবরেষু।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ।

এক্ষণে আমি ভূতপূর্ব্ব সমস্ত বিষয় বিস্মরণ হইয়া আপনার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন মানস করিয়াছি; ভরসা করি, কপটযুদ্ধে আমার যে সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রত্যার্পণ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা ও মদীয় মনোবাসনা সফল করিবেন; শাস্ত্রানুসারে পাপভোগ জন্য যে অন্তে অনন্তকাল ঘোর নরকে অবস্থান করিতে হয়, তাহা সম্যক প্রকার অবগত আছেন।

আর অধিক লিখিতে বাসনা করি না। প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন, এই পত্রবাহক সমভিব্যাহারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন; আপনার অভিপ্রায় অবগত হইলে যথাবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

এই বিশ্বসংসার মধ্যে বিশ্বপাতা বিধাতার নিয়মানুসারে কেহই চিরদিন জীবন ধারণে সক্ষম নহে, অবশ্যই একদিন মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেই হইবেক; এমন স্থলে ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মাত্রেই স্বধর্ম্ম রক্ষা করতঃ অধর্ম্মের সোপানমাত্র স্পর্শ করেন না।

আপনি সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; যদি কুলধর্ম্মে আস্থা করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে বাসনা করেন, তবে অবশ্যই মৎপ্রস্তাবে অর্থাৎ মদীয় রাজ্য প্রত্যর্পণে সম্মতি দান করিয়া বাধিত করিবেন।

অধুনা আমি হিরণ্যনগরপতি নৃপতি কমলাকরের আবাসে অবস্থান করিতেছি; এই রূপ ভাবে কাপুরুষের ন্যায় পরগৃহে বাস করা মাদৃশ বীর কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নহে; সুতরাং স্বকার্য্য সাধনার্থ ক্ষত্রিয় বংশীয়েরা কাহারও সহিত সংগ্রামে পরাঙ্মুখ নহে। ইতি।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরাজা শশাঙ্কশেখর।

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রোধিত ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করণানন্তর মহাকোপে দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করতঃ সভ্যগণ

প্রতি আরক্ত নয়ন নিক্ষেপ করিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "কি! এতবড়স্পর্দ্ধা! আমার নিকট এরূপ পত্র প্রেরণ! তার হৃদয়ে কি তিলার্দ্ধ ভয় নাই? পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে? উঃ। কি অবজ্ঞা প্রদর্শন! কি ভয়ানক সাহস! সেই দুর্ব্বুদ্ধি পরতন্ত্র নর-শৃগাল আমার ভয়ে শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করতঃ রাজা কমলাকরের শরণাগত হইয়া তাহাকে সহায় করিয়াছে বলিয়াই কি নির্ভীক হইয়াছে? বুঝিলাম, দুর্ভাগা আসন্ন মৃত্যুর হস্তগত হইতে বাসনা করিয়াছে। নরাধম বারম্বার ধর্ম্মভয় দর্শাইয়া স্বকার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়াছে। আমার প্রতি ধর্ম্মোপদেশ! দেখি, তাহার কৃতঘ্ন ধর্ম্ম আমার কি করিতে পারে! আমি ধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা করি না, বহু বল সংগ্রহ এবং বাহুবল থাকিলে, সকল পক্ষেই জয়লাভ করিতে পারিব, ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি।

হে সভ্যগণ! আমি যাহা কহিতেছি, ইহা ন্যায়সঙ্গত কি না? যথার্থ বল।" সভাস্থ সকলে ভয় কম্পান্বিত কলেবরে যোড়হস্তে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি সমস্তই ন্যায়মত বলিতেছেন; আপনার তুল্য অদ্বিতীয় বাহুবলশালী মহীপতির উপযুক্ত কথাই বলা হইয়াছে। বাহুবল, বহুবল ও ধনবল থাকিলেই সকল বলকেই দমন করিতে সক্ষম হওয়া যায়; সে স্থলে সামান্য মাত্র ধর্ম্মবল কোন কার্য্যকারক নহে। অতএব শশাঙ্কশেখর যে আপনাকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া জীতরাজ্য প্রত্যার্পণ করিতে বলিয়াছে, ইহা কম দুঃখের

বিষয় নহে; আপনার ন্যায় রাজাধিরাজের প্রতি ধর্ম্মভয় প্রদর্শন করা তাহার উচিত কার্য্য হয় নাই।”

রাজা রণপ্রতাপ সভ্যমণ্ডলীর বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, “হাঁ! তোমরা আমার ন্যায় ন্যায়বান রাজার উপযুক্ত সভাসদই বটে; এক্ষণে তোমাদিগকে এক উপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর। এই সংসারে ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছে, ভ্রমেও তাহা ভাবনা করিও না; স্বভাব বশতঃ সমস্ত উৎপন্ন, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বহু জনপদের অধীশ্বর, ধনবান, বলশালী ও বহুসৈন্য যাহার সংগ্রহ আছে, তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে; এক্ষণে অবনীমধ্যে আমার ন্যায় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ নরপতি আর কেহই নাই; অতএব তোমরা সকলে অর্থাৎ আমার অধীনস্থ সভাসদ ও প্রজা মাত্রেই অদ্য হইতে আমাকে ঈশ্বর জানিয়া তদুপযুক্ত ভক্তি ও অর্চ্চনা করিবে; যে জন আমার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার জীবন দণ্ড নির্দ্দিষ্ট করিলাম।”

দুষ্ট রাজার আদেশ শ্রবণে সভ্য সকল মহাত্রাসে কম্পিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “উঃ! কি দম্ভ! এতাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া ভাল নহে, অধিক বৃদ্ধি হইলে, অবশ্যই অধঃপতিত হইতে হয়; “অত্যুচ্চৈঃপতনায়চ।” ইহার আর অন্য দৃষ্টান্তের আবশ্যক কি? বিন্ধ্যপর্ব্বতের খর্ব্বতাই ইহার সম্পূর্ণ উদাহরণ স্থল।” এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, “হে ধরণীপতে! আমরা অদ্যাবধি আপনাকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভজনা করিব, তাহাতে ত্রুটী হইবেক না।”

নৃপতি সভাস্থগণ সহিত এই রূপ কথোপকথণানন্তর পত্রবাহক দূত প্রতি লোহিত প্রখর লোচন নিপাতিত করতঃ রুক্ষস্বরে কহিতে লাগিলেন, "রে শৃগাল দূত! তোর ধর্ম্ম ভীত নরাধম রাজাকে বলিস্, আমি জীবন সত্ত্বে কখনই জীতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিব না; অতএব তার যতদূর ক্ষমতা থাকে শীঘ্র আসিয়া প্রকাশ করুক।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ হইয়া পুনরায় কহিল, "তাহাই বা কি রূপে হইবে; তুমিত শুভ সংবাদ আনয়ন কর নাই যে, নিরুদ্বেগে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি রিপু পক্ষীয় দূত; সুতরাং তোমাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবেক।" এই বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রহরীকে কহিলেন, "এই দুর্ব্বৃত্ত দূতকে বন্ধন পূর্ব্বক কারাগারে নীত কর।" প্রহরী "যে আজ্ঞা" বলিয়া জয়সিংহের নিকট গমন করতঃ বন্ধনোদ্যোগী হইলে, সেনাপতি চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "তাইত! পৃথিবী কি প্রকারে এই পাপাত্মার ভার গ্রহণে সমর্থা হইতেছেন? উঃ! কি পাষণ্ড! দুর্ম্মতির অন্তরে দয়ার লেশমাত্র নাই। হে জগদারাধ্য জগদীশ! এই দুর্জ্জনকে এত উচ্চপদ প্রদান করা আপনার উচিত হয় নাই। ওঃ! বুঝিলাম, এতাদৃশ নরাধম সংসারে আর দ্বিতীয় নাই; অনুমান করি, কৃতান্ত আলয়ে এই পাপাত্মার অবস্থানের কারণ অভিনব নরকের আবশ্যক। দূতের জীবননাশ বা কারাবদ্ধ বিধি এই পৃথিবী মধ্যে কোন রাজাই সৃষ্টি করেন নাই; এই পাষণ্ড দুরাশয় অম্লান বদনে

সেই ঘৃণিত আদেশ প্রদান করিল। আরও দেখিতেছি যে, এই দুর্জ্জনের সভায় এমন একটী ধার্ম্মিক লোক নাই যে, ইহার অন্যায় আজ্ঞার প্রতিবাদ করে; সকলেই অর্থ লোভে ন্যায় অন্যায় প্রস্তাবে পরাঙ্মুখ; এই স্থলে কখনই ধর্ম্মদেব তিলার্দ্ধকাল অবস্থান করেন না। হায়! এই স্থানে অর্থের গৌরবই অধিক দেখিতেছি; ধর্ম্মের গৌরব কিছুমাত্র নাই। অতি নীচ ব্যক্তি অর্থবান হইলে মহামহোপাধ্যায় ও উচ্চকুল সম্ভূত ব্যক্তিগণ এবং ইষ্টনিষ্ঠ দ্বিজ প্রভৃতি ভদ্র সমাজ তাঁহারই তোষামদের বশম্বদ হয়; আত্ম স্বার্থ-সাধনের বৈপরীত্য হইবে বলিয়া পরস্পর সকলেই তাহার অর্থ বা দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। হায়! কালের কি মাহাত্ম্য; যাঁহারা কখন আত্মস্বার্থসাধনের প্রত্যাশা রাখেন নাই, তাঁহারাও এক্ষণে ঐ পথের পথিক। আর কতকগুলি এমত লোক আছেন যে, তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞান, হিতাহিত এবং আত্মপর কিছুই বিবেচনা নাই; কেবল পরের বাদ্যে নৃত্য করিয়া থাকেন। যাহার সঙ্গে তাঁহাদের একবার মনমিল হইয়াছে, তাহাকে যে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। সে যদি অন্যায় বা ঘৃণিত কার্য্য করে, তাহাও উত্তম বলিয়া সেই মতেই মত প্রদান করেন; ফলতঃ ইটি কেবল তাঁহাদের নিজের বোধগম্য না থাকারই কারণ বলিতে হইবেক। আর কতকগুলি ইতর সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা বেদ, শাস্ত্র, আইন এবং আদালত কিছুই বুঝেনা; কেবল অমুক মহাশয় যাহা বলিলেন, সেই কথাই

শ্রেষ্ঠ, এই বলিয়া অধর্ম্ম বা অকার্য্য করিতে ত্রুটী করে না; ইহা কেবল তাহাদিগের নীচ প্রকৃতি ও ভীরুতার কার্য্য, সন্দেহ নাই। আবার উচ্চশ্রেণী ও ভদ্রসমাজ পরিগণিত কতকগুলি লোক পবিত্র ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া লোভ বশতঃ এমত এমত স্থলে পত্র বিস্তীর্ণ করিয়া ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন যে, তাহা বর্ণনে অশক্ত হইতে হইল। আবার কতকগুলি নব্য সম্প্রদায়ের বাবু আছেন, তাঁহাদের চরিত্রের বিষয়ই বা কি বলিব; বিশেষ করিয়া দেখিতে হইলে, তাহাদিগকে একপ্রকার বাঙ্গালী সাহেব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বিদ্যা বুদ্ধি যত থাক্ না থাক, অগ্রেইত দাড়িটী রাখা, ইংরাজি চালে চলা ও তদুপযোগী দ্রব্যাদি আহার করা চাহি; বাহিরে ভদ্র, বিদ্যান, ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞ ইত্যাদি গুণপনা প্রকাশ করিয়া ভদ্রসমাজে প্রভুত্ব স্থাপনে মহাব্যগ্র; কিন্তু, অন্তঃসলিল বাহিনী ফল্গুনদীর ন্যায় ভিতরে ভিতরে নীচকার্য্য এমন কি আছে যে করেন না? সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বা হিত চেষ্টা করা দূরে থাক, যাহাতে অধঃ-পাতিত হয়, সর্ব্বদা তাহাতেই রত; আবার ছলপূর্ব্বক নিস্ব ব্যক্তির অকারণ অর্থদণ্ড করিয়া আত্মসাৎ, নিরীহ ব্যক্তিকে নিষ্কারণে বিপদে ফেলিয়া তন্নিকটে অর্থ গ্রহণ, ভদ্র ব্যক্তির অবমাননা, ধার্ম্মিক ব্যক্তির অনাদর প্রদর্শন ও অন্ন ব্রহ্ম জ্ঞান করা তাহাদিগের যে একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ ও প্রমোদ জনক কার্য্য হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কথায় বলে, "পণ্ডিতের মত কথা, ভূতের মত ব্যবহার,"

এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত মহোদয়গণই তাহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল। উঃ! কি ভয়ানক কাণ্ড! হরিবল মন! যাক্, চুলোয় যাকু! আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; এই পর্য্যন্তই ভাল। হয়ত ইহাতেই অনেকের কোপ নয়নে পতিত হইতে হইবেক। আবার যদি কোন ধর্ম্ম ভীরু ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মহোদয়গণকে কুপথগামী হইতে নিবারণ করেন, তাহা হইলে ঐ সকল মহাত্মাগণের আর ক্রোধের সীমা থাকে না; প্রতিবাদকারীদিগকে অন্যায়ী, অধার্ম্মিক, পরনিন্দাবাদক, দ্বেষী ও মিথ্যাবাদী বলিয়া কতই যে নিন্দা করেন, তাহা বলা যায় না। বত্রিশসিংহাসনে ভর করিয়া (গৃহে বসিয়া) মুখে মুখেই কখন তাহাদের দায়মাল, কখন বা ফাঁসী, কখন কটুবাক্যে গালাগালিও দিয়া থাকেন এবং বাক্যদ্বারা কখন কখন তাহাদের সর্ব্বনাশ ও জাতি ধ্বংস করিতেও ক্রুটী করেন না। ইহা যে কেবল তাহাদিগের স্ব স্ব শয্যাগুরু ও কতকগুলি হীনবীর্য্য ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যক্তির নিকট আপনাকে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিচয় প্রদান করা মাত্র, তাহার আর সন্দেহ কি? যদি সংসার চক্রের এরূপ গতি না হইবে, তবে সমৃদ্ধিশালিনী ভারত ভূমি দিন দিন অধঃপাতিত হইবেন কেন? হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! ঐ নষ্ট বুদ্ধি দুষ্ট চক্রিগণ একতিলের জন্যও মনে করে না যে, অবশ্যই একদিন মহানিদ্রার ক্রোড়গত হইয়া শ্মশানক্ষেত্রে মহাশয়ন করিতে হইবে। তৎকালে আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কেহই সঙ্গে যাইবে না; কেবল একমাত্র ধর্ম্মবল সহায়

থাকিলেই অক্লেশে দুস্তর ভবসিন্ধু পার হইয়া পুণ্যবানদিগের পবিত্র স্থানে গমন করিয়া নিত্যসুখে নিমগ্ন হইতে সক্ষম হইবে, নচেৎ নিয়ত যে বিষ্ঠাপূর্ণ নরক-কুণ্ডে নিমগ্ন হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ইহা অপরিহার্য্য। অতএব হে পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা ঐ যথেচ্ছাচারী মদ্যপায়ী দুর্বৃত্তদিগের ঘৃণিত ব্যবহারে সতত যেরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন, সাবধান! যেন কখনই আপনাদের সেই উৎকৃষ্ট রুচির কিছুমাত্র অপচয় না হয়। আপনারা সর্ব্বক্ষণ পরিণাম শুভ সুপবিত্র সনাতন ধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান হইয়া সমাজের উন্নতি ও হিত সাধনে যত্ন প্রকাশ করুন।"

সেনাপতি জয়সিংহ মনোমধ্যে এবম্প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন যে, এস্থলে স্বীয় বাহুবল প্রকাশ ব্যতীত উদ্ধার হইবার পথ নাই। আমার আগমন কালে যুবরাজ গোপনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য হইল; তিনি বলিয়াছিলেন, সশস্ত্র গমন কর; সে দুর্ম্মতিকে বিশ্বাস নাই। আমি যাই তাঁহার বাক্যানুসারে গাত্র বস্ত্র মধ্যে গোপনে অসিখানি আনিয়াছিলাম, তাহাতেইত কতক জীবনের আশা আছে; নচেৎ প্রাণরক্ষার কোন আশাই ছিল না। আরও দেখিতেছি, সামান্য দূত না পাঠাইয়া আমাকে পাঠানই উচিৎ হইয়াছে; অন্য কেহ আসিলে, বোধ করি, তাহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিতে হইত। আসিবার সময় সভাপণ্ডিত মহাশয় এই দুষ্টকে ধর্ম্মমূলক নীতিবাক্যে বশীভূত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবার যে উপদেশ

দিয়াছিলেন, তাহারত বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। যে নরাধম ধর্ম্ম মানেনা ও আপনাকে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহার নিকট ধর্ম্মমূলক উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করা মৃত তরুর ফল প্রসবের ন্যায় নিষ্ফল। যাহা হউক, এক্ষণে একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষা করিবার উপায় দেখা কর্ত্তব্য হইতেছে;” মনমধ্যে এই প্রকার ভাবনা করিতেছেন, এইকালে চারিজন সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। তখন জয়সিংহ সদর্পে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে গমন করতঃ বস্ত্রমধ্য হইতে কোষাবদ্ধ অসিখানি বহিষ্কৃত করণানন্তর নিষ্কাসণ পূর্ব্বক তৎপ্রহারে প্রহরীগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দ্রুতপদে সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাহার এই রূপ অসীম সাহসিকতা অবলোকন করিয়া অন্যান্য প্রহরীগণ রাজ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঘোররবে চীৎকার পূর্ব্বক তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল এবং ধর ধর শব্দে দ্বাররক্ষক প্রহরীগণকে সতর্ক করিতে লাগিল।

সেনাপতি জয়সিংহ দুর্গদ্বারে সমাগত হইলে সৈন্যগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক প্রহার করিতে উদ্যত হইল। মহাবীর্য্যবান সেনাপতি জীবন আশা পরিহার এবং কৃত্রিম সাহসে নির্ভর করিয়া একমাত্র অসির আঘাতে বহুব্যক্তির জীবন বিনাশ করতঃ দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

অনন্তর দুর্গস্থ বহুসংখ্যক বীরপুরুষ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তৎপ্রতি ধাবিত হইল। জয়সিংহ পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত

করিয়া ভাবিলেন, "একাকী এতাধিক সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে; এক্ষণে প্রাণ লইয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃকল্প হইতেছে।" এই রূপ স্থির করিয়া রাজপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গম আরণ্যবর্ত্ম অবলম্বন করতঃ ঘোর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই কালে ভগবান সহস্র রশ্মি অস্তগিরি শিখরাসীন হইলেন; সন্ধ্যা সমাগতা হওয়ায় চতুর্দ্দিক ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন হইল। তদবলোকনে অনুগামী সৈন্যগণ শিকার ভ্রষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায়, নিমগ্ন তরীর কাণ্ডারীর ন্যায় ও অর্থভ্রষ্ট বণিকের ন্যায় হতাশ মনে দুর্গ মধ্যে প্রত্যাগমন করিল।

এ দিকে রাজা শশাঙ্কশেখর জয়সিংহের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া মনমধ্যে নানাবিধ অনিষ্ট চিন্তা করতঃ অমাত্যকে কহিলেন, "হে সচিবশ্রেষ্ঠ! আমি জয়সিংহের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি; পাছে সেই অধর্ম্মী দুরাচার তাহার কোন অনিষ্ট আচরণ করে, এই চিন্তাই বলবতী হইয়াছে। সে দুর্জ্জনের অসাধ্য কিছুই নাই এবং তাহাকে এক তিলের জন্যও বিশ্বাস হয় না।"

নরনাথের বাক্যাবসানে মন্ত্রী ইন্দ্রসেন কহিলেন, "মহারাজ! আমিও ঐ কারণে সম্যক্ প্রকারে চিন্তিত হইয়াছি। তাহার প্রত্যাগমনে এতাধিক বিলম্ব হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই; যাহাহউক, সে যতদিন রাজধানী প্রত্যাগত না হইতেছে, ততদিন সমূহ ভাবনার বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?" এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এই কালে

সেনাপতি জয়সিংহ সভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ নৃপালত্রয়, তদনন্তর সভাগণকে যথাবিহিত অভিবাদন করণানন্তর যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।" তখন রাজা শশাঙ্কশেখর প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে কহিলেন, "জয়সিংহ! তোমার মঙ্গল হউক! তুমি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইয়াছত? বল, সেই স্বার্থসাধক নরাধম কি বলিয়াছে? আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছে কি না? এখান হইতে গমনাবধি প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত সমুদয় বিবরণ আদ্যন্ত বর্ণন কর।"

নৃপতির বাক্যাবসানে সেনাপতি পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যোড়হস্তে বিনীত বচনে কহিলেন, "মহারাজ! শ্রবণ করুন।"

এই বলিয়া আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলে, নৃপগণ এবং সভাস্থ সকলে সবিস্ময় চিত্তে পরস্পার পরস্পারের বদন প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন যুবরাজ চন্দ্রশেখর মত্তহস্তি নিধনকারী সিংহশাবকের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করতঃ মহাকোপে কম্পান্বিত কলেবরে কহিতে লাগিলেন, "আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, যখন আসন্নকালে প্রাণীগণের বিপরীত বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, তখন তাহাদিগকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে, তাহাতে কোন ফল দর্শে না; এক্ষণে সেই দুরাত্মারও কালপূর্ণ হইয়াছে।" এই বলিয়া রণপ্রতাপ উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, "রে চণ্ডাল! রে নারকি! রে মন্দবুদ্ধে! তুই কি এককালে সুবিমল ধর্ম্মপদার্থকে গভীর

বারিধিনীরে নিমগ্ন করিয়াছিস্? কোন রাজা কস্মিন্‌কালে দূতের প্রতি ঐ রূপ ঘৃণিত আদেশ প্রদান করেন নাই; কিন্তু তুই ঈদৃশ পাপ পরায়ণ নরাধম যে, সেই রাজধর্ম্মের চিরবিরুদ্ধাচরণ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলি। রে দুর্জ্জন! রে ক্ষত্রিয়কুলাধম! রে পাপাত্মন্! তীষ্ঠ, তীষ্ঠ!! তীষ্ঠ!!! অচিরাৎ সকল দর্প চূর্ণ হইবেক। হে সেনাপতি জয়সিংহ! বৈরীবিজয়ে উদ্যোগী হইতে বিলম্ব করিতেছ কেন? আমি পূর্ব্বেই ইহা জানিয়াছিলাম যে, সেই দুর্জ্জনের নিকট অনুনয় পত্র প্রেরণ করা বিফল হইবে; নীচব্যক্তির তোষামোদ করিলে, সে আপনাকে গগণ হইতেও উচ্চ মনে করে; নচেৎ দুর্ম্মতির এতদূর আশা বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? মৎপালিত যে সমস্ত সৈন্য আছে, আমি তদ্দারা বিপক্ষ পক্ষের বহুবল পরাজয় করিব। হে সৈন্যগণ! তোমরা অবিলম্বে রণসজ্জায় সুসজ্জিত হও; আমি কেবল মাত্র তোমাদিগের সহায়তা লাভ করিয়া বৈরীদল দলন করণানন্তর স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিব।”

যুবরাজের উৎসাহ পূর্ণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সৈন্য মণ্ডলী ঘোরশব্দে জয়ধ্বনি এবং মহাশঙ্খ ও তূর্য্যনিনাদ করতঃ যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে লাগিল। এই কালে রাজা শশাঙ্কশেখর বিনয় বচনে নরপতি জীমূতবাহনকে কহিলেন, “আর্য্য! এক্ষণে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করুন।” জামাতৃ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণপুরাধিপ তৎক্ষণাৎ স্বীয় সৈন্য আনয়নার্থ রাজধানী সুবর্ণপুরে দূত প্রেরণ করিলেন।

যুবরাজ চন্দ্রশেখর হিরণ্যনগর পতির এবং স্বীয় জনকের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্য সকল সমর সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া সুবর্ণপুরীয় সৈন্যগণের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জীমূতবাহনের সেনাপতি সমরাদিত্যসিংহ সসৈন্যে আগমন পূর্ব্বক হিরণ্যনগরীয় সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইলেন। উভয় সৈন্য একত্রিত হইয়া ঘোরতর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তূর্য্যনিনাদে ও রণঢক্কার ঘোরশব্দে পৃথিবী পূর্ণ হইল। সেনাপতি সমরাদিত্য সভামণ্ডপে সমাগত হইয়া নৃপত্রয় প্রভৃতিকে যথাবিহিত অভিবাদন করতঃ যোড়করে স্বীয় আগমন বার্ত্তা প্রদান করিল। রাজা শশাঙ্কশেখর তাহাকে বিহিত সৎকার করিয়া বসিতে আদেশ করিলে, সেনাপতি যোগ্যাসনে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ঊনবিংশতি লক্ষ সৈন্য সমাবেশ হইল। অনন্তর সভাভঙ্গ হইলে সকলেই স্ব স্ব আলয়ে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ বিষয়িনী কথাবার্ত্তায় সে দিবস অতিবাহিত করিলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে সকলেই সভা মধ্যে সমাগত হইলেন। তখন রাজ আদেশে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ আনীত হইল। তাঁহারা গণনা দ্বারা শুভকাল নির্ণয় করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! অদ্য গোধূলি সময়ে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিবেন। যেহেতু বার তিথি যোগ এবং নক্ষত্র প্রভৃতি সকলই উত্তম; ঐ লগ্নে যাত্রা করিলে সংগ্রাম কর্ত্তা নিশ্চয়ই জয়লাভ করেন।" নৃপত্রয় জ্যোতির্ব্বিদগণের বচন শ্রবণে

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাবতীয় সৈন্য সেনাপতি এবং আত্মীয় স্বগণ সহিত নৃপত্রয় আপনাপন ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক রণসজ্জা করিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ যুবরাজ চন্দ্রশেখর বীরবেশে বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও পঞ্চলক্ষ পদাতিকের অগ্রে উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ বৃহৎ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গমে আরূঢ় হইয়া শাণিত করবাল এবং সুদৃঢ় চর্ম্ম ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে মন্ত্রীতনয় গুণাধার লোহিতবর্ণ ঘোটকোপরি আরোহণ করতঃ বিবিধ প্রহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তৎপশ্চাৎ সেনাপতি জয়সিংহ চারিলক্ষ পদাতি এবং একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত শ্যামলবর্ণ ঘোটকোপরি উপবিষ্ট হইয়া রিপুদল দলন জন্য পরশু অসি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া আনন্দ মনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজা জীমূতবাহন ঐরাবত তুল্য শ্বেতকায় মহাগজে অধিরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া দশসহস্র গজারোহী সৈন্যের সহিত বৃত্রাসুর নিহন্তা দেবরাজের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সব্যভাগে ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী এবং সেনাপতি সমরাদিত্য পঞ্চলক্ষ পদাতি ও দ্বিলক্ষ অশ্বারোহীর সহিত বর্ষা অসি ধারণ করতঃ হৃষ্ট চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা শশাঙ্কশেখর অশ্বারোহী সৈন্যগণ সহিত নীলবর্ণ মাতঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া বল্লম খড়্গ ধারণ করতঃ হৃষ্টমনে মহাশঙ্খ নিনাদ

করিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিতে লাগিলেন। বিবিধ বাদ্যশব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। বীরগণের করস্থিত অসি পরশু ও বর্ষা ফলকের চাকচিক্য দর্শনে দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন হইতে লাগিল। সৈন্যগণের জয়ধ্বনি, অশ্বের হেষারব ও গজের বৃংহিত শব্দে মহাভয়ঙ্কর নিনাদ সমুত্থিত হওয়ায় প্রাণী মাত্রেই মহাত্রাসে কম্পিত হইতে লাগিল। অপিচ স্তাবকগণ উচ্চৈঃস্বরে নৃপদিগের যশঃ বর্ণন এবং বিপ্রগণ দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান হইয়া বেদধ্বনির সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দধি ও মৎস্যের ভূরি ভূরি ভার সকল আনীত হইল। ব্যাধগণ কর্ত্তৃক মৃগ, গোপগণ কর্ত্তৃক সবৎসা গাভী সকল দক্ষিণদিকে অবস্থাপিত হইলে, নৃপত্রয় যাচকগণকে যথোচিত অর্থ দান করিয়া সানন্দ মনে রিপুজয় করণাভিলাষে সসৈন্যে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। হিরণ্যনগরাধিপের দ্বিতীয় সেনাপতি চন্দ্রধ্বজ পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত সতর্কভাবে নগর রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় যোদ্ধৃগণ যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। এই কালে অন্তঃপুর মহিলাগণ প্রাসাদোপরি অবস্থান পূর্ব্বক সৈন্যগণের মস্তকোপরি সুগন্ধি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। নগরের চাতুর্ব্বিধ প্রজাবর্গ বর্ত্মের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বাহুত্তোলন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে জগদীশ্বর সমীপে রণবিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাবসান এবং তমস্বিনী যামিনী সমাগমে ঘোর অন্ধকার প্রাদুর্ভাবে দর্শনশক্তির

হ্রাস হইলে, হিরণ্যবতী নদীতীরে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক নিশা অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতকালে রাজ আজ্ঞায় শিবির ভঙ্গ করিয়া সৈন্যদল ঘোরতর গর্জ্জন এবং মহা আস্ফালন করিতে করিতে বৈজয়ন্তনগরাভিমুখে ধাবিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে বেলা পূর্ব্বাহ্নে রাজা রণপ্রতাপ সভামধ্যে সিংহাসনাসীন হইয়া স্বীয় অমাত্যকে কহিতে লাগিলেন, "মন্ত্রিন্! আজি আমার অকস্মাৎ মনোবিকার উপস্থিত হইবার কারণ কি? এই দেখ, অনবরত বক্ষঃকম্প ও বামচক্ষু স্পান্দিত হইতেছে। শিবাগণ ঘোরশব্দে চীৎকার ও বায়সকুল অনবরত রব করিয়া যেন আমার আসন্ন বিপদের কথা ব্যক্ত করিতেছে। বোধ হইতেছে, আমি যেন রিপুর হস্তগত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিব। যাহাহউক, এই সময় হইতে সতর্ক হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ যে দিবস রাজা শশাঙ্কশেখর প্রেরিত পত্রবাহক আসিয়া অপরিসীম

সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক অস্মদ্ পক্ষের কতকগুলি সৈন্য বিনাশ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তদবধি বিষম মনকষ্টে কালহরণ করিতেছি। ভাল, অমাত্য! আমার বোধ হয়, সে ব্যক্তি প্রকৃত দূত নহে; এতাধিক ক্ষমতা প্রকাশ করা সামান্য দূতের কর্ম্ম নহে। ওঃ! তৎকর্ত্তৃক যেরূপ অপমানিত হইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয় যে, একজন সামান্য বৈদেশিক ব্যক্তির হস্তে চক্ষের উপর বিপুল বল বিনষ্ট হইল। এই সকল দৃষ্টি করিয়াও এ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট আছি। আমাকে ধিক্! আমি এখনও সেই পাপাত্মাদিগের জীবন দণ্ড করিতে পারিলাম না। মন্ত্রিন্! আমি সত্বরেই সসৈন্যে হিরণ্যনগর অবরোধার্থে গমন করিব। দুরাত্মা কমলাকর অহঙ্কারে প্রমুক্ত আমার বিপক্ষকে আশ্রয় দিয়া তাহার স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিয়াছে; দেখিব, এই সংসার মধ্যে তাহাদিগকে কে রক্ষা করে। পাপাশয় হিরণ্যনগরপতি বুঝি সেই পাপিষ্ঠ নরাধমের ধর্ম্মভীরুতা দর্শন এবং মিথ্যা ধর্ম্ম সঙ্গত বাক্য শ্রবণে মতিভ্রম হইয়া আমার সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! নরাধম কি এককালে অজ্ঞান হইয়াছে? ভাল! ভাল!! ভাল!!! সেই দুর্জ্জনের এই গুরুতর অপরাধের প্রতিফল অবিলম্বেই প্রদান করিব। অমাত্য! পাপাত্মা শশাঙ্কশেখরের পূর্ব্বকার্য্য সকল স্মরণ করিয়া দেখ দেখি; পাষণ্ড আমাদিগকে তাহার অধীন করপ্রদরাজা জানিয়া কতই অবজ্ঞা প্রদর্শন, কতই শাসন বাক্য প্রয়োগ ও কতই যে অর্থদণ্ড করিত,

তাহার সীমা নাই। কার্য্যক্রমে নৃশংসের সভায় গমন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি উপহার লইয়া দাসের ন্যায় যোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত; কখন কখন অতি দীর্ঘকাল পরে বসিতে বলিত; এই সকল কারণে অতীব অবমানিত হইতাম। এই কারণেই গোপনে বহুসৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক অতর্কিত রূপে সসৈন্যে গমন করিয়া সেই চণ্ডালের দুর্গ ও রাজ্যাধিকার করিয়াছি; ইহাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই; ক্ষত্রিয়দিগের রীতিই এই। ছলে, বলে, কৌশলে পররাজ্য হস্তগত করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম; অতএব আমি যে সমস্ত কার্য্য ন্যায়ানুসারেই সম্পাদন করিয়াছি।”

অজাযূথ মধ্যে শৃগালের সিংহনাদ পরিত্যাগের ন্যায় দুর্ম্মতি রণপ্রতাপ অনুজীবীগণের নিকট আত্ম প্রশংসা করিতেছেন, এমত সময়ে ঘোরতর সৈন্য কোলাহল ও বিবিধ রণবাদ্যধ্বনি কর্ণগোচর হইতে লাগিল। তখন সবিস্ময়ে ত্রাসিতান্তঃকরণে সভাস্থগণকে কহিলেন, “হে সভ্য সকল! ঐ যে অকস্মাৎ প্রভূত সৈন্য কোলাহল ও অশ্ব গজের ঘোর রব শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহার কারণ কি?” এই বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রহরীকে সংবাদ আনয়ন জন্য আদেশ করিতেছেন, এমত সময় নগর রক্ষক প্রহরীগণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সভাপ্রবেশ পূর্ব্বক যোড়হস্তে নিবেদন করিল, “মহারাজ! রাজা শশাঙ্ক-শেখর বিপুল বল সহিত আগমন করিয়া নগর অবরোধ

করিয়াছে এবং তৎপক্ষীয় কতকগুলি সৈন্য নগর প্রবেশ করতঃ প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও অগ্নি প্রদানে গৃহ সকল ভস্মীভূত করিতেছে ; এক্ষণে যথা কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।"

প্রহরীগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকোপে কম্পান্বিত কলেবর এবং ভ্রূকুটি কুটিলনেত্র হইয়া জলদ নিনাদিত গম্ভীর স্বরে হুহুঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ দশনে দশন নিষ্পেষন পূর্ব্বক শান্তিরক্ষক প্রহরীকে আদেশ করিলেন, "ভো ভীমসিংহ! তুমি অবিলম্বে দুর্গ মধ্যে গমন করিয়া সেনাপতি বীরবল্লভ ও বিজয়বল্লভের নিকট উপস্থিত ঘটনার বিষয় আদ্যন্ত ব্যক্ত কর এবং তাহারা যেন সত্বরে সসৈন্যে রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হয়।" ভীমসিংহ নৃপাদেশে দ্রুতপদে দুর্গাভিমুখে গমন করিল। অনন্তর দ্বিতীয় প্রহরীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, "বীরসিংহ! তুমি ক্ষণাবিলম্ব ব্যতিরেকে মদীয় প্রিয় সহোদর যুবরাজ সমরপ্রতাপের নিকট গমন পূর্ব্বক উপস্থিত বৃত্তান্ত তাঁহার কর্ণগোচর কর ; আর আমিও রণবেশ ধারণার্থ শস্ত্র গৃহে চলিলাম।" এই বলিয়া প্রহরীকে বিদায় প্রদান করতঃ পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এ দিকে সেনাপতিদ্বয় রাজ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সৈন্য সজ্জা করতঃ সমরবেশ ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহী ও গজারোহী বীরগণের সহিত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজানুজ সমরপ্রতাপ সুসজ্জিত শ্বেতবর্ণ ঘোটকোপরি আরূঢ় হইয়া বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া পঞ্চলক্ষ অশ্বারোহী ও দ্বিচত্বারিংশৎ সহস্র পদাতি সহিত মহা

আস্ফালন করিতে করিতে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। রাজা রণপ্রতাপ অষ্টলক্ষ পদাতি, পঞ্চলক্ষ অশ্বারোহী এবং একলক্ষ প্রমত্ত মাতঙ্গারোহী ভীষণ বলীয়ান সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ-ধারী বীরগণে পরিবৃত হইয়া নীলবর্ণ দীর্ঘাকার গজে অধিষ্ঠান এবং বর্ষা ও অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বৈরী বিনাশার্থ মহারোষে গমন করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকোপরি মুক্তাকলাপ পরিশোভিত বিচিত্র ছত্র ধারণ করিল ও তাঁহাকে শ্বেতচামর ব্যজন করিতে লাগিল। বন্দীগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তবপাঠ করতঃ মহীপতির প্রীতি সম্পাদনে যত্নবান হইল। রণভেরী, দামামা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ রণবাদ্যধ্বনি এবং সৈন্যগণের ঘোর জয়ধ্বনি ও অশ্ব করীর ভীষণ রব একত্রিত হইয়া প্রলয়কালের জলনিধি গর্জ্জনের ন্যায় আকাশভেদী শব্দ সমুদ্ভব হইতে লাগিল। এই রূপে রাজা রণপ্রতাপ সসৈন্যে সংগ্রামার্থ পুরী হইতে বহির্গত হইলেন।

অতঃপর উভয় দল পরস্পর একত্রিত ও সম্মুখীন হইলে, অশ্ব গজারোহীর প্রতি অশ্ব গজারোহী, অসি চর্ম্ম ধারীর প্রতি অসি চর্ম্ম ধারী, মল্লযোদ্ধাগণের প্রতি মল্লযোদ্ধাগণ ও পরশু বর্ষা ধারীর প্রতি পরশু বর্ষা ধারীগণ ধাবিত হইল। ঐ সমস্ত রণদুর্ম্মদ শূরগণের সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি এবং তূর্য্যাদি বাদ্য-শব্দে, অশ্বের হ্রেষারবে ও গজের বৃংহিত ধ্বনিতে পৃথিবী কম্পবান হইতে লাগিল। সৈন্যগণের চীৎকার ও দন্তের কড়মড়ি, অসি, খড়্গ, শেল, শূল, পরশু এবং বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ ও ধূলিজালে চতুর্দ্দিক

সমাচ্ছন্ন হইল। পরক্ষণেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের রুধিরে সমরাঙ্গন অলক্তকবর্ণ ধারণ করিল।

যুবরাজ চন্দ্রশেখর বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ও মন্ত্রীতনয় গুণাধারের সহিত অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবিত হইয়া অসি প্রহারে বিপুল সৈন্যের মস্তক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজানুজ সমরপ্রতাপ কোপ লোহিত-লোচনে স্বীয় অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক ধাবিত হইয়া করস্থিত করবাল আঘাতে বৈরীপক্ষীয় দ্বিসহস্র পদাতিক সৈন্যের জীবনান্ত করিয়া নৃপকুমারের বিনাশ বাসনায় শক্তিধারী কুমারের ন্যায় মহাবেগে তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন। তদবলোকনে নৃপসুত ক্রোধিত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার সম্মুখীন হইলেন এবং পরস্পর অস্ত্রযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

সেনাপতি জয়সিংহ এবং সমরাদিত্য বিপক্ষ সেনাপতি বীরবল্লভ ও বিজয়বল্লভের সহিত ঘোর সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহাদের ঘন ঘন হুহুঙ্কার এবং অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ শ্রবণে ও প্লুতগতি অবলোকনে সমরাঙ্গনস্থ ব্যক্তিগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। রাজা রণপ্রতাপের মন্ত্রী ও মন্ত্রীনন্দন, ইন্দ্রসেন ও গুণার্ণব শাস্ত্রীর সহিত এবং রাজা কমলাকর ও জীমূতবাহন বিপক্ষ পক্ষের চতুর্দ্দশ জন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার সহিত অসিযুদ্ধে রত হইলেন। সম্রাট শশাঙ্কশেখর ও রাজা রণপ্রতাপ প্রমত্ত মাতঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়া উভয়ে উভয়ের বিনাশে কৃতসংকল্প

হইলেন এবং ক্রোধ বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ পরশু, অসি প্রভৃতি অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া প্রথমতঃ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৈজয়ন্তপতি রণপ্রতাপ শশাঙ্কশেখরকে সম্বোধন পূর্ব্বক অতি কর্কশস্বরে কহিতে লাগিলেন, "রে হীনবীর্য্য পশু! তুই কি মনমধ্যে নিশ্চয় করিয়াছিস্ যে, উপস্থিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া স্বরাজ্য পুনরুদ্ধারে সমর্থবান হইবি? রে মূর্খ! যদি ঐ রূপ ভাবিয়া থাকিস্, তবে সে বাসনা অন্তরিত কর্। পাপাত্মন্! পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি সমস্তই বিস্মৃত হইলি? রে দুরাশয়! রে ধর্ম্মভীরু! একবার মনে করিয়া দেখ্ দেখি, যখন আমার ভয়ে রাজ্যধন পরিহার পূর্ব্বক শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলি, সে কালে তোর ক্ষত্রিয়কুলোচিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং বাহুবল কোথায় ছিল? রে দুর্জ্জন! তুই ভীরু কমলাকরের ও জীমূতবাহনের দাসত্ব স্বীকার করতঃ ঐ হীন নরাধমদ্বয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিস্ বলিয়াই কি বীর্য্যবান রণপ্রতাপের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিস্? যদি তাহা মনে করিয়া থাকিস্, সে তোর আসন্ন মৃত্যুর বিশেষ লক্ষণ জানিবি। রে পাগল! তুই ক্ষুদ্র তরণী আশ্রয় করিয়া মহাসাগর পার হইতে ইচ্ছা করিয়াছিস্? বিষ্ঠাভোজী শূকর হইয়া মত্ত মাতঙ্গের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? সামান্য কীটভোজী বিড়াল হইয়া বুভুক্ষু সিংহকে উত্তেজনা করিতে আসিয়াছিস্? তোর এই দুরভি-সন্ধি কখনই পূর্ণ হইবেক না। রে দুষ্ট! প্রত্যক্ষ কর্;

মৎকরস্থিত এই তীক্ষ্ণধার তরবারি প্রহারে নিশ্চয় তোকে শমনপুরে প্রেরণ করিব। এখনও বলি, যদি প্রাণধারণের বাসনা করিস্, তবে রণইচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক সসৈন্যে পলায়ন কর ; নচেৎ নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইবি।”

রণপ্রতাপের রসনা বিনির্গত কঠোর কটুক্তি শ্রবণ করিয়া মহাত্মা শশাঙ্কশেখর ক্রোধাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, “রে চণ্ডালাধম! রে তস্কর ধর্ম্মাবলম্বি পামর! রে নাস্তিক! তুই আর বৃথা আত্মশ্লাঘা করিস্ না। রে নরক দৌবারিক! তোর ন্যায় নরাধমগণের জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে পাপাচারী ঈশ্বর মানে না, ধর্ম্মে আস্থা করে না, আমি ঈশ্বর এই কথা নিজমুখে ব্যক্ত করে, সেই পশ্বাচার নারকী জগৎ পিতা পরমেশ্বরের বিদ্রোহী এবং শমন দণ্ডে দণ্ডিত হইবার বিশেষ উপযুক্ত পাত্র। রে ক্ষত্রিয় কুলকলঙ্কি কীট! রে ক্ষুদ্রাশয় পতঙ্গ! তোকে ধিক্! তোর বৃথা গর্ব্বেও ধিক্! তুই চৌরধর্ম্মাবলম্বে আমার ধর্ম্মরাজ্য অপহৃত করিয়াছিস্; এক্ষণে বল্ দেখি, সে কি বীরবংশীয় মহাত্মাদিগের পথ? না তস্করের পথ? রে বর্ব্বর! তুই সেই তস্করের পথ অবলম্বন করিয়া পরস্বাপহরণ করতঃ এক্ষণে জনসমাজে আপনাকে বীর বলিয়া প্রচার করিতেছিস্? ইহাতে কি তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? রে নির্লজ্জ! রে রাজবিদ্রোহি! রে বিশ্বাসঘাতক! তুই নরাধম; তুই যথেচ্ছাচারী পশু; তুই ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ড ও জ্ঞান বিহীন কুক্কুর; এক্ষণে আত্মরক্ষা কর্।” এই বলিয়া মহাকোপে

করস্থ খরধার তরবারি প্রহার পূর্ব্বক তাহার হস্তীর শুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। সেই মর্ম্মান্তিক প্রহারে ব্যথিত হইয়া গজবর ঘোরতর চীৎকার করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন মদগর্ব্বী রণপ্রতাপ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অন্য হস্তীপৃষ্ঠে অধিরোহণ করতঃ শশাঙ্কশেখরের প্রতি ধাবিত হইলেন ও তৎসহিত অস্ত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধে বহুতর সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। উভয় পক্ষের বহুতর যোদ্ধা এবং অশ্ব গজ প্রভৃতি বাহন সকল নিধন প্রাপ্ত হইলে, রণস্থল শোণিত-কর্দ্দমময় হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন, পাদপ সমাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে লোহিতবর্ণ আস্তরণ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এবম্প্রকারে যুদ্ধানল বীরগণের ক্রোধ বায়ু সহায়ে প্রবলবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সৈন্যরূপ আহুতি সকল ভস্মসাৎ করিতে করিতে ভীষণ দর্শন হইয়া উঠিল। তখন যুবরাজ চন্দ্রশেখর মত্তগজের ন্যায় ঘোরনাদ করিয়া পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক রিপুসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ সহোদর সমরপ্রতাপের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং মহাকোপে অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদান করতঃ ভূতলে নিপতিত হইয়া বাহুবল সহকারে তৎপ্রতি তরবারি প্রহার করিলেন। সেই বিষম আঘাতে সমরপ্রতাপ ঘোটকসহ দ্বিখণ্ড হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

সমরপ্রতাপ হত হইলে, তৎপক্ষীয় সৈন্যগণ মহাত্রাসে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চারিদিকে পলাইতে লাগিল।

নৃপনন্দন এবং মন্ত্রীকুমার উভয়েই অসি প্রহারে বহুসৈন্য বিনাশ করিয়া নিজ নিজ তুরঙ্গম আরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রিয় সহোদর বিনাশ ও সৈন্য ভঙ্গ অবলোকন করিয়া দুষ্ট বৈজয়ন্তপতি এককালে বিপুল শোক ও দুঃখে বিমোহিত হইলেন। অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ কথঞ্চিৎ সুস্থ চিত্ত হইয়া বৈরনির্যাতন বাসনায় হুহুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাতঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বহু সহস্র অশ্বারোহীর সহিত যুবরাজ চন্দ্রশেখরের বিনাশার্থ ধাবিত হইলেন। মহাবাহুবলশালী চন্দ্রশেখর একলক্ষ পদাতিক ও অশীতি সহস্র অশ্বারোহীর সহিত তাহার প্রতিগমন করিতে লাগিলেন।

সেনাপতি জয়সিংহ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করতঃ নিশিত অসি প্রহারে বিপক্ষ সেনাপতি বীরবল্লভের মস্তক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণপ্রতাপের বিনাশ বাসনায় তৎপ্রতি এক সুদীর্ঘ বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন। সুশিক্ষিত রণপ্রতাপ বামকরস্থিত চর্ম্ম দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া তৎপ্রতি স্বীয় তীক্ষ্ণ বর্ষা প্রহার করিলেন। তদাঘাতে ঘোটকের গ্রীবাদেশ ভেদ হইলে, তুরঙ্গম অবশাঙ্গ হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে সেই স্থলে নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। সেনাপতি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। সেনাপতিকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া নৃপাল শশাঙ্কশেখর মহাকোপে সুশাণিত বল্লম প্রহারে বৈজয়ন্তপতির বারণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, মাতঙ্গবর দারুণ

আঘাতে ঘোরতর চীৎকার করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবল রণপ্রতাপ হস্তী হইতে লম্ফপ্রদান করতঃ ভূতলে পতিত হইয়া করবাল প্রহারে শশাঙ্কশেখরের হস্তীর শুণ্ডচ্ছেদন করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সুসজ্জিত অশ্বে আরূঢ় হইলেন। তখন যুবরাজ চন্দ্রশেখর অসি চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে তাহার সম্মুখীন হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদবলোকনে মহাবল বৈজয়ন্তপতি কোপকম্পান্বিত কলেবরে শশাঙ্কশেখরকে পরিত্যাগ ও অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া অসি চর্ম্ম গ্রহণ করতঃ নৃপনন্দনের সহিত ঘোরতর অসি যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। তাহাদের পরস্পরের দন্তের কড়্মড়ি ও অসির ঝন্ঝনা শব্দে রণস্থল পূর্ণ হইল এবং উভয়ে উভয়ের ছিদ্রান্বেষণ করিতে করিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বহুক্ষণ সংগ্রামের পর উভয়েই স্ব স্ব ঘোটকারূঢ় হইয়া বিবিধ অস্ত্র প্রহার করতঃ পরস্পর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করায় সর্ব্বাঙ্গে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সুবর্ণপুরাধিপতি জীমূতবাহন ও নৃপতি কমলাকর উভয়ে বিবিধ অস্ত্র প্রহার করিয়া বিপক্ষ পক্ষীয় চতুর্দ্দশজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার জীবন বিনাশ পূর্ব্বক প্রভূত সৈন্য নিপাতিত করিলেন! সেই দিবসের সংগ্রামে সম্রাট শশাঙ্কশেখরের অশ্ব এবং গজারোহী ষষ্ঠী সহস্র সৈন্য ও একলক্ষ পদাতিক, বৈজয়ন্তপতির দুইলক্ষ অশ্বারোহী, একলক্ষ গজারূঢ় ও দ্বিলক্ষ পদাতিক সৈন্য কালকবলে কবলিত হইল। এই কালে ভগবান ভাস্কর অস্তাচল শিখরাসীন হইলেন। প্রদোষ

সমাগত অবলোকন করতঃ উভয় পক্ষীয় সেনাপতিগণ রণনিবৃত্তি জন্য তূর্য্যধ্বনি করিলে, যোদ্ধৃগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজা রণপ্রতাপ সসৈন্যে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফুল্লারবিন্দুনগরাধীশ্বর নিকটবর্ত্তী সমতলক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক ত্রিযামা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজা রণপ্রতাপ শিবিরে সমাগত হইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করতঃ দুঃসহ ভ্রাতৃশোকে মগ্ন হইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া সেনাপতি বিজয়বল্লভকে কহিলেন, "সেনাপতে! আজিকার যুদ্ধে মৎপক্ষীয় বহুসেনা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ প্রাণসম সহোদর সমরপ্রতাপ ও সেনাপতি বীরবল্লভের মৃত্যু জন্য এককালে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। দুরাচার শশাঙ্কশেখর যে, এতাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবে ইহা একবার ভ্রম ক্রমেও ভাবনা করি নাই; এক্ষণে তাহাকে জয় করা সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, যখন প্রতিজ্ঞা অনুসারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন জীবন সত্ত্বে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইব না। হে সেনানায়ক! বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তুমি অগ্রে, তৎপশ্চাৎ পদাতিকগণের সহিত অমাত্য ও তৎপশ্চাৎ গজারোহী সৈন্যসহ স্বয়ং যুদ্ধার্থে গমন করিব।" অনন্তর মন্ত্রীকে কহিলেন, "হে সচিব শ্রেষ্ঠ! তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া পুরবাসিনী মহিলাগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইস; আমি তাহাদিগকে দুর্গ

মধ্যে নিভৃত স্থানে রক্ষা করিয়া একলক্ষ মহাবলশালী সৈন্য প্রহরীত্বে নিযুক্ত রাখিব; কারণ শত্রু কর্ত্তৃক অমঙ্গল ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; যেহেতু তৎপক্ষীয় অনেক সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং সতর্ক হইয়া চলা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।” মন্ত্রীবর রাজ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই পুরন্ধ্রীবর্গ ও পরিচারিকাগণসহ প্রত্যাগত হইলেন। তদনন্তর নৃপতির আদেশ মত দুর্গস্থ নিভৃত কক্ষে রাজমহিষী প্রভৃতি রমণীগণ স্থাপিত হইল এবং সেনাপতি বিজয়বল্লভ মহীপালের নিদেশানুসারে সশস্ত্র একলক্ষ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শিবির রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন।

এই রূপে সেই যামবতী বিভাত হইলে, ক্ষিতিপ রণপ্রতাপ বিবিধ বাদ্যধ্বনির সহিত সসৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। রাজা শশাঙ্কশেখর বিপক্ষগণকে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া স্বপক্ষীয় বীরগণকে সংগ্রামার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। যোদ্ধৃবর্গ রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ সৈন্যগণ প্রতি ধাবিত হইল। যুবরাজ চন্দ্রশেখর সুসজ্জিত দিব্য ঘোটকোপরি সশস্ত্র আরোহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর উভয় দলের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং চতুর্দ্দিকে তুমূল কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল। অনবরত অশ্বের হেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত, বীরবর্গের ভীষণ জয়ধ্বনি ও

অসির ঝন্‌ঝনা এবং "প্রহার কর, সত্বর হও" প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দে নগরবাসীদিগের হৃদয়গ্রন্থি সকল শিথিল হইতে লাগিল। প্রজাগণ ভয়কম্পান্বিত কলেবরে ঘোর আর্ত্তনাদের সহিত "আজি আর বৈজয়ন্তনগরের রক্ষা নাই; বৈজয়ন্তনগরের অন্তকাল উপস্থিত; নগরবাসীদিগের আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে জীবন রক্ষার উপায় নাই; দুরাচার রাজার ঘোর অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হেতু নগরবাসীদিগের ধন প্রাণ ধ্বংস হইল" অনবরত এই রূপ কাতোরুক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল। বীরগণের চীৎকার, মুমূর্ষু সৈন্যগণের "বাপ রে! গেলাম রে! ধর্ রে! ওরে তুই কোথায়? আমি এই স্থানে পড়িয়াছি; আমার উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছে; অস্ত্রাঘাতে আমার এক হস্ত ছেদন হইয়াছে; মত্ত করীর কর প্রহারে আমার বক্ষঃস্থল ভগ্ন হইয়াছে; অশ্ব পদাঘাতে আমার কটিদেশ ভগ্ন হইয়াছে; আমি নয়ন বিহীন হইয়াছি; উঃ! পিপাসায় প্রাণ যায়!" এবম্প্রকার হৃদয় ভেদী রোদন ধ্বনি অবিরত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। নৃপনন্দন চন্দ্রশেখর অশ্বসহ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য মধ্যে নিপতিত হইয়া তীক্ষ্ণধার তরবারি প্রহারে শত শত ব্যক্তিকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার করস্থিত অসি চর্ম্ম অনবরত ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া স্পষ্টই অনুভব হইল যেন, মূর্ত্তিমান বৈশ্বানর প্রচণ্ডবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কাননস্থ পাদপ সকলকে ভস্মসাৎ করিতেছেন। মন্ত্রীকুমার গুণাধার ও সেনাপতি

জয়সিংহ উভয়ে ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া রাজকুমারের উভয় পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক অস্ত্র প্রহারে বিপক্ষের বিপুল সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। রাজা শশাঙ্কশেখর এবং হিরণ্যনগরাধিপ কমলাকর ও সুবর্ণপুরাধিপতি জীমূতবাহন সেনাপতি সমরাদিত্যের সহিত অসি, চর্ম্ম, পরশু, শূল, খড়্গ ও বল্লম প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া স্ব স্ব বাহনোপরি আরূঢ় হইয়া রিপুকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন।

বৈজয়ন্ত নগরাধীশ্বরের সৈন্য সকল সেনাপতি বিজয়-বল্লভের সহিত নানাবিধ প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক বিজয় বাসনায় প্রাণ উপেক্ষা করিয়া ঘোরতর সংগ্রামে ব্যাপৃত হইলেন। রাজা রণপ্রতাপ বিপুল করী সৈন্য ও অশ্বারোহীর সহিত অগ্রগামী হইয়া রাজকুমার চন্দ্রশেখরের সহিত যুদ্ধ করণাভিলাষে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। নৃপকুমারও অসি চর্ম্ম গ্রহণ করতঃ তাঁহার সহিত ঘোরতর অসি যুদ্ধে ব্যাপৃত হওনানন্তর উভয়ে উভয়ের বিনাশ বাসনায় পরস্পর ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকার বহুক্ষণ সংগ্রাম হইলে, বৈজয়ন্ত পতির বিপুল সৈন্য বিনষ্ট হইল। অবশিষ্ট বীরগণ অস্ত্রাঘাতে কাতর হইয়া নিজ নিজ জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করিবার মানসে বারম্বার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে অস্ত্র প্রহার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কতক সৈন্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; সেনাপতি বিজয়বল্লভ কোন ক্রমেই তাহাদিগকে সংগ্রামে স্থির রাখিতে পারিলেন না। এবম্প্রকার সৈন্য ভঙ্গ, অবশিষ্ট সৈন্যগণের কাতর ভাব ও

বিপুল বলক্ষয় অবলোকন করিয়া সেনানায়কের হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল।

স্বপক্ষ সৈন্য রণপরাঙ্মুখ অবলোকনে রাজা রণপ্রতাপ ক্রোধাকুলিত চিত্তে পঞ্চাশৎ সহস্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী এবং একলক্ষ পদাতিক ও দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গারোহী বীরগণের সহিত শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সমরক্ষেত্রে সমাগত দেখিয়া যুবরাজ চন্দ্রশেখর কোপ কম্পান্বিত কলেবরে শিকারোন্মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করতঃ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রণপ্রতাপের সম্মুখে পতিত হইয়া তৎপ্রতি সবেগে খড়্গাঘাত করিলেন। এই সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাতে মদগর্ব্বিত রণপ্রতাপ বিনষ্টতেজ হইয়া অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে স্বীয় দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। শিকারোন্মুখ সিংহের সম্মুখ হইতে লক্ষিত জন্তু পলায়ন করিলে, হরি যেমন মনস্তাপিত হইয়া ক্রোধভরে তদনুবর্ত্তী হয়, দেব সেনাপতি ষড়ানন শক্তি ধারণ পূর্ব্বক যেরূপ দানবপতি তারকের বিনাশ বাসনায় তৎপ্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ নৃপকুমার সুতীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে বিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, “রে দুর্জ্জন! কোথায় পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবি? আজি তোর মৃত্যুকাল উপস্থিত! রে নরশৃগাল! রে দুশ্চরিত্র নরাধম! শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইবি না। যদি সমীরণ শীঘ্রগামীতা বিরহিত, হিমাচল

ইতস্ততঃ সঞ্চারিত ও সাগরবারি সমুদয় শুষ্ক হইয়া যায়, যদি সমুদায় ভূমি বিদীর্ণ ও নভোমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হয়, যদি দিবাকর প্রখর প্রভা, চন্দ্রমা হিমাংশুতা ও হুতাশন উত্তাপ পরিত্যাগ করেন, তথাপি তোর দুষ্কার্য্যোচিত প্রতিফল প্রদান না করিয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত থাকিব না।" এই বলিতে বলিতে সদর্পে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

কুমার একাকী বৈরীর অনুসরণ করিলে, রাজা শশাঙ্কশেখর স্বগণ সহিত তাঁহার সাহার্য্যার্থে অনুগমন করিতে লাগিলেন। রণপ্রতাপ বিগতপ্রতাপ হইয়া প্রাণভয়ে দুর্গস্থ নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত হইলে, অসীম বলশালী চন্দ্রশেখর ও নৃপ শশাঙ্কশেখর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক মহাশয়! পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, বৈজয়ন্ত পতির নিদেশানুসারে একলক্ষ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সশস্ত্র শিবির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এক্ষণে বিপক্ষগণ সমাগত দেখিয়া উপরোক্ত বীরগণ মহাক্রোধে হিরণ্যনগরীয় সৈন্যগণের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। রাজনন্দন চন্দ্রশেখর ও সেনাপতি জয়সিংহ উভয়েই তরবারি প্রহারে বহুসৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। উভয় পক্ষীয় বীরগণের ঘোর চীৎকার, অস্ত্রের ভীষণ শব্দ ও আহত সৈন্য সকলের হৃদয় বিদারক রোদন-ধ্বনিতে দুর্গ পরিপূর্ণ হইল। এই রূপ ক্ষণকাল ঘোরতর সংগ্রামের পর ধার্ম্মিক শশাঙ্কশেখর পাপাত্মা রণপ্রতাপকে পরাজিত করিলেন।

এই প্রকার রণকার্য্য সমাপ্ত হইলে, যুবরাজ চন্দ্রশেখর অমাত্যনন্দনের সহিত প্রত্যেক কক্ষে বৈজয়ন্তপতির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন কক্ষেই তাঁহার অবস্থানের চিহ্নমাত্রও প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহারা যে গৃহে প্রবেশ করেন, সেই গৃহেই যুদ্ধ সংক্রান্ত দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষ্য করেন না। কোন গৃহ শূল, কোন গৃহ চর্ম্ম, কোন গৃহ অসি, কোন গৃহ খড়্গে পরিপূর্ণ। ইহা ব্যতীত নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য, বিবিধ বস্ত্র, উষ্ণীষ ও বর্ম্ম প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ অনেকানেক কক্ষ দৃষ্টিগোচর করিতে লাগিলেন। পরে অনেক অনুসন্ধানের পর একটী অর্গল বদ্ধ কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক দ্বারভঙ্গ করতঃ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক মৃতপ্রায় হর্ম্ম্যতলে নিপতিত রহিয়াছে; সকলেই বাক্যব্যয় রহিত ও তাহাদিগের সকলেরই একদশা। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে "স্ত্রীলোক রে স্ত্রীলোক" এই শব্দ করিয়া গৃহ প্রবেশের উপক্রম করিলে, কুমার চন্দ্রশেখর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "সাবধান! কেহ যেন রমণীগণকে স্পর্শ করিও না।" প্রভুআজ্ঞা শ্রবণ মাত্রেই বীরগণ অপরদিকে গমন করতঃ বৈজয়ন্তপতির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল এবং বারম্বার তাহাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল।

গর্ব্বিত রণপ্রতাপ নিভৃত স্থানে একটী অন্ধকারময় সংকীর্ণ কক্ষে লুক্কায়িত ছিল। বিপক্ষ পক্ষের কটুবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া মহাকোপে অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া অসি

হস্তে কৃতান্তের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইল এবং তৎপ্রহারে অনুমান বিংশতিজন সৈন্যের জীবন বিনাশ করতঃ তরবারি ঘূর্ণিত করিতে করিতে ধাবিত হইল। তখন সৈন্যগণ, "এই দুরাচার রণপ্রতাপ! এই দুরাচার রণপ্রতাপ!" চীৎকার পূর্ব্বক তাহাকে বেষ্টন করিল। নৃপনন্দন চন্দ্রশেখর সৈন্যগণের বচন শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া মত্তগজ বিনাশোন্মুখ মৃগপতির ন্যায় অসি হস্তে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক শত্রু সম্মুখীন হইয়া তৎপ্রতি দৃঢ়রূপে তরবারি আঘাত করিলেন। এই ভীষণ আঘাতে দুরাত্মা রণপ্রতাপ হীনবল এবং শিথিল হস্ত হইলে তাহার করস্থ দারুণ অসি ঝন্‌ঝন শব্দে ভূতলে নিপতিত হইল। এই কালে সৈনিক পুরুষগণ তাহাকে ধৃত ও তদীয় হস্তদ্বয় লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তৎসহিত সকলেই দুর্গ হইতে নির্গত হইলেন।

রাজা শশাঙ্কশেখর সংগ্রাম জয় করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোদ্দেশে অগণ্য প্রণাম করণানন্তর মহানন্দে স্বগণ সহিত জয়ধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করতঃ দুর্গ স্তম্ভোপরি স্বনামাঙ্কিত জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্য সকলকে দুর্গ ও নগর রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। সহস্র সহস্র মহাশঙ্খ এবং বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সমগ্র নগর মধ্যে রাজা শশাঙ্কশেখরের জয় ঘোষণা হইলে, নগর-বাসী প্রজাবর্গ মহানন্দে মগ্ন হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক জগৎনিয়ন্তা পরমেশ্বরোদ্দেশে বিনীত বচনে কহিতে লাগিল, "হে জগদীশ্বর! আমরা নিয়ত আপনার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে

যাহা প্রার্থনা করিতেছিলাম, কৃপা করিয়া অদ্য আপনি আমাদিগের সেই চির মনোরথ পূর্ণ করিলেন। হে বিভো! আমরা প্রজাদ্রোহী দুর্বৃত্ত রাজার শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সত্যব্রত, অশেষ গুণশালী, প্রজাবৎসল মহীপতির অধীন হইলাম; অতএব আমাদিগের পরম সৌভাগ্য।” এই বলিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিল।

এ দিকে অমাত্য, সেনাপতি ও হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বৈজয়ন্তপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া সম্রাট শশাঙ্কশেখর স্বগণ সহিত ফুল্লারবিন্দুনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দুষ্টবুদ্ধি রণপ্রতাপের নিয়োজিত প্রতিনিধিগণ ফুল্লারবিন্দু-নগরে আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক প্রজা নিষ্পীড়ন, আত্মস্বার্থ সাধন ও অন্যায় বিচারে প্রজাবর্গের অনিষ্ট আচরণ ভিন্ন ইষ্ট সাধনে তিলার্দ্ধ চেষ্টিত ছিল না। প্রজাগণ নূতন রাজার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া মহাক্লেশে কালহরণ করিতেছিল। আহা! রাজা শশাঙ্কশেখরের অধিকার সময়ে এই সুখ সমৃদ্ধি-শালিনী ফুল্লারবিন্দুনগরী কি রমণীয় শোভায় সুশোভিত ছিল। তখন প্রজামণ্ডলী কেবল মহোৎসবে দিবা যামিনী অতিবাহিত করিত; অধুনা সেই অসীম আনন্দময়ী নগরী দুরাত্মা রাজার হস্তগত হওয়ায় দীনভাব ধারণ করিয়া মৃত বৎসা রমণীর ন্যায় বিমর্ষ এবং মলিনা হইয়াছে। না হইবারই বা কারণ কি? দুর্জ্জনের অসাধ্য কি আছে? দুর্জ্জন চক্রে নিপতিত হইলে, অমরত্ব প্রদায়িনী পবিত্র কারিণী সুধা

হলাহলে ও পরম হিতকারী বন্ধু শত্রুত্বে পরিণত হয়। দুর্জ্জন ব্যক্তি অশেষ গুণসম্পন্ন জনের সামান্য মাত্র দোষ প্রাপ্ত হইলে, তদ্দারা বিন্দুমাত্র গোমূত্র প্রদানে অপরিমিত দুগ্ধ বিনষ্টের ন্যায় তাহার সাগরপ্রমাণ গুণকে সম্যক্ রূপে ধ্বংস করিয়া থাকে। আর যেমন ভবারাধ্যা ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভস্থ সলিলোপরি শত সহস্র কলস কূপোদক প্রদান করিলে, সেই পতিতপাবনী জাহ্নবীর পবিত্রতা গুণে তাহা গঙ্গাজলেই পরিণত ও পবিত্রতা প্রাপ্ত হয় এবং অমৃতোপম সুপবিত্র হরিণাম রূপ মহামন্ত্র দ্বারা পাপরূপ হলাহলে জর্জ্জরিত পাতকীর যেমন সেই অসীম কলুষ বিষ ধ্বংস হয়, তদ্রূপ সজ্জন মহাত্মা কর্ত্তৃক অশেষ দোষও বিনষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পাপাত্মা রণপ্রতাপ যে দুর্জ্জনের শিরোমণি, পাঠক মহাশয়! তাহা বিলক্ষণ রূপেই অবগত আছেন; অতএব সেই বিধর্ম্মী নরাধম কর্ত্তৃক যে ধর্ম্ম বৎসল রাজা শশাঙ্কশেখর পালিত ধর্ম্মাত্মা প্রজাগণকে অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

রাজা শশাঙ্কশেখর সসৈন্যে স্বীয় রাজধানী ফুল্লারবিন্দু-নগরে উপস্থিত হইয়া নগররক্ষক প্রহরী এবং দুর্গস্থ সৈন্য-গণকে যুদ্ধে পরাজয় করিলেন। তখন বৈজয়ন্তপতির নিয়োজিত প্রতিনিধিগণ রণপরাঙ্মুখ এবং প্রাণভয়ে ব্যাকুল চিত্ত হইয়া জীবন রক্ষার্থ মহারাজ শশাঙ্কশেখরের শরণ-গ্রহণার্থ আগমন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় প্রভু স্বপক্ষীয়গণ সহিত বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে বন্দি হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য নেত্রগোচর করিয়া মুমূর্ষ পাতকীর যমদূত দর্শনের ন্যায় এককালে প্রবল আতঙ্ক সাগরে নিমগ্ন এবং সংজ্ঞা রহিত হইয়া থর থর কম্পান্বিত কলেবরে সম্রাটের পদতলে নিপতিত হইল। মহীপতি তাহাদিগকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে অভয় প্রদান করিলেন।

অনন্তর নগরস্থ প্রজাবর্গ তাঁহাদিগের প্রজাবৎসল মহীপতি শত্রু জয় করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিলেন, দেখিয়া অপার আনন্দসিন্ধুনীরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "হে পরম করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর! আপনার মহিমার সীমা নাই; যেহেতু আপনি এই অনাথ প্রজাগণের প্রতি কৃপানেত্রে অবলোকন করিয়া দস্যুরাজের ভীষণ শাসন হইতে বিমুক্ত করিলেন। হে ফুল্লারবিন্দুনগরাধীশ্বর! আপনি স্বীয় ভুজবলে স্বরাজ্যের উদ্ধারসাধন পূর্ব্বক মহতীয় যশঃ স্থাপন ও আমাদিগের চির মনোরথ পূর্ণ করতঃ পুনর্ব্বার এই ধরাধামে ধরণীপতিগণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন। হে প্রজাবৎসল মহারাজ! অধুনা সিংহাসনাসীন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় এই অনুগত প্রজাগণের পালন করুন। আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আপনার প্রাপ্য কর প্রদান করিয়া ভবদীয় ভুজাশ্রয়ে নিরন্তর নিরাপদে কালহরণ করিব।" এই বলিয়া সোৎসুক চিত্তে রাজদর্শন মানসে হিরণ্য, রজত, এবং বিবিধ পট্টবস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অশ্ব, সবৎসা পয়স্বিনী গাভী প্রভৃতি নানা উপঢৌকন সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নৃপাল শশাঙ্কশেখর আত্মীয় স্বগণ সহিত দুর্গ

মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, এই কালে প্রজাগণ পার্থিবের যশোবর্ণন করিতে করিতে তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত অভিবাদন করণানন্তর ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। পৃথিপতি সানন্দমনে তাহাদিগের বিহিত সম্মান ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

পাঠক মহাশয়! অদ্য একবার রাজধানীর প্রতি নেত্রপাত করুন; ঐ দেখুন, ফুল্লারবিন্দুনগরবাসী প্রজাগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মগ্ন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদে দিনাতিবাহিত করিতেছেন। রমণীগণ নানাবিধ বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া গৃহ বাতায়নে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজের দর্শন লালসায় রাজপথ প্রতি নেত্রপাত করিতেছেন এবং বহুদিনের পর ধর্ম্মাত্মা মহীনাথকে অবলোকন করিবেন বলিয়া রমণীদিগের বদনমণ্ডলে পরম কৌতুকাবিষ্ট হাস্যচ্ছটা প্রকটিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, শত শত শ্বেতোৎপল প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

এই সময়ে অধিরাজ বাহাদুর স্বগণ সহিত মহাসমারোহে পুরদ্বারে সমুপস্থিত হইলে, বাদকগণ বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। বেদপাঠক ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ ও স্তাবকগণ স্তুতি পাঠ করিয়া মহীনাথের সন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সম্রাট স্বজন সমভিব্যাহারে সভাপুরে সমাগত হইয়া দ্বিজগণকে অভিবাদন ও অন্যান্য সকলের সৎকার করিলেন। তৎপরে মন্ত্রী ও আত্মীয়গণের অভিমতে শুভক্ষণে রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া স্বপক্ষের আনন্দ এবং বিপক্ষের নিরানন্দ

বিধান করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকোপরি মুক্তাকলাপ-পরিশোভিত কারুকার্য্য খচিত সুবিচিত্র পরম রমণীয় স্বর্ণছত্র ধারণ করিল ও শুক্ল চামর ব্যজন করিতে লাগিল। মেদিনী-শ্বরের উভয় পার্শ্বে পৃথক পৃথক সিংহাসনে রাজা কমলাকর ও ভূপাল জীমূতবাহন উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের দক্ষিণ ভাগে মহার্ঘ আসনে যুবরাজ চন্দ্রশেখর অমাত্য ও অমাত্য নন্দনের সহিত এবং অপর বিস্তীর্ণ আসনে সভ্যগণ ও সেনাপতি প্রভৃতি রাজপুরুষগণ উপবেশন করিলেন। চাতুর্বিধ প্রজা সকল বিবিধ প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক পরস্পর যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলে, সেই মহাসভা ভগবান আখণ্ডলের সভার ন্যায় শোভা সম্পাদন করিল।

তদনন্তর রাজ আদেশে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্যগণ দ্বারা হিরণ্যনগরে রণজয় সংবাদ প্রদান করা হইল এবং রাজা রণপ্রতাপ সসৈন্যে কারাগারে নীত হইয়া অধর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে লাগিল। অনন্তর সভাভঙ্গ হইল।

ধরাধীশ্বর শশাঙ্কশেখর অপহৃত পৈতৃক রাজ্য পুনর্হস্তগত করিয়া পৌরজন সহিত মহামহোৎসবে সে দিবসাতিবাহিত করিলেন। তিনি প্রভাত সময়ে সভ্যগণ সহিত সভাসীন হইয়া বিনয়াবনত বচনে নৃপ কমলাকরকে কহিলেন, “মিত্র! আমি কেবল আপনার কৃপাবলেই স্বরাজ্য পুনরুদ্ধারে কৃতকার্য্য হইলাম; যাবজ্জীবন আপনার এই সুমহৎ কৃতজ্ঞতা গুণে বদ্ধ রহিলাম।” অপিচ নৃপ জীমূতবাহনকে কহিলেন, “রাজন্! আপনি অসময়ে আমার যতদূর উপকার করিয়াছেন,

প্রাণদান করিলেও তাহার প্রতিশোধ করা হয় না; আমি কেবল আপনাদিগের কৃপাবলেই শত্রু বিজয় করিয়া দুঃখ সাগরের পার প্রাপ্ত হইয়াছি।” এই বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক গুণার্ণব শাস্ত্রী ও সেনাপতি সমরাদিত্যের যথোচিত সম্মাননা করিলেন।

অতঃপর ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী ও সেনাপতি জয়সিংহ নিজ নিজ আলয়ে গমন পূর্ব্বক পুত্র, কলত্র, তনয়া এবং আত্মীয় স্বগণের সহিত মিলিত হইয়া মনবেদনা নিবারণ করিলেন। ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী স্বীয় দুহিতা রত্ন, রত্নমঞ্জরীর বদনাম্বুজ অবলোকন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। রত্নমঞ্জরীও পিতার পদতলে পতিত হইয়া নয়ন জলে পদযুগল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবর স্নেহ বিকশিত সজললোচন হইয়া স্বকরে দুহিতার ভুজমৃণাল ধারণ করতঃ ভূতল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রত্নমঞ্জরীও পিতার দৈহিক মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, পরস্পর আপনাপন ক্লেশের বিষয় আদ্যন্ত বর্ণন করিয়া মনদুঃখ নিবারণ করতঃ হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মন্ত্রী-পত্নী বহুদিনের পর প্রিয়পতির দর্শন লাভে মনবেদনা নিবারণ করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে অগণ্য প্রণিপাত করিলেন।

এবম্প্রকারে একাদশ দিবস অতীত হইলে, সম্রাট স্বগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে মহোদয়গণ! আমি মনমধ্যে স্থির করিয়াছি যে, সেনাপতি জয়সিংহকে

হিরণ্যনগর প্রেরণ করিয়া পুরমহিলাগণকে আনয়ন করি; তৎপক্ষে আপনাদিগের অভিপ্রায় কি ব্যক্ত করুন।”

প্রজ্ঞানাথের বাক্যাবসানে রাজা কমলাকর কহিলেন, “ভূপাল! যদ্যপি আমাকে উপকারক বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া উপকারের প্রতিশোধ প্রদান করুন।” সম্রাট কহিলেন, “রাজন্! আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই; এমন কি, আপনার প্রীতি সম্পাদনার্থে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহি; এক্ষণে অভিলাষ কি ব্যক্ত করুন।” হিরণ্যনগরপতি কহিলেন, “আমি বহুদিন হইতে মনমধ্যে নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি যে, মদীয় প্রিয়তমা তনয়া রমণীকুলকমলিনী কমলমঞ্জরীর সহিত শ্রীমান চন্দ্রশেখরের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করতঃ আত্মা ও মনের চরিতার্থতা লাভ করিব। এক্ষণে মদীয় বাসনা পূর্ণ হওয়া না হওয়া ভবদীয় ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে; কিন্তু ভরসা করি যে, আপনি কৃপা করিয়া মদীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।” নৃপ কমলাকরের বাক্যাবসানে সম্রাট প্রসন্ন বদনে কহিলেন, “সখে! আমিত ঐ বিষয়ে পূর্ব্বেই অঙ্গীকৃত হইয়াছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে, স্বচ্ছন্দে অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনোপযোগী আয়োজনার্থ লোক সকলকে নিযুক্ত করুন।”

অনন্তর ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “হে সভাসীন মহোদয়গণ! আমার বাক্যে কর্ণপাত

করুন। আমি মনমধ্যে কৃতসংকল্প হইয়াছি যে, হিরণ্য নগরাধিপের সচিব মহাত্মা গুণার্ণব শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রিয়কুমার অশেষ গুণাধর্র গুণাধারের সহিত রূপগুণ সম্পন্না মদীয় জীবনকুমারী রত্নমঞ্জরীর শুভ বিবাহ দিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিব; এক্ষণে মৎপ্রস্তাবে মান্যবর মন্ত্রী মহাশয় সম্মত কি না, তাহা শুনিতে বাসনা করি এবং ভরসা করি, অমাত্যপুঙ্গব অনুকম্পা পুরঃসর মৎপ্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করিবেন না।"

বৃদ্ধ মন্ত্রী ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীর বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া গুণার্ণব শাস্ত্রী কহিলেন, "মহাত্মন! আপনার প্রস্তাবিত বিষয়ে হৃষ্টচিত্তে মত প্রদান করিলাম; সে পক্ষে নিশ্চিন্ত হউন।" মন্ত্রীর বচন শ্রবণে ভূপতিগণসহ সভাস্থ সকলে মহানন্দে নিমগ্ন হইলেন। সম্রাট শশাঙ্কশেখর সভ্যগণ প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে সুবর্ণপুরীয় দুইলক্ষ সৈন্য অত্র রাজধানীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সেনাগণ সহিত সেনানায়ক সমরাদিত্য সুবর্ণপুরে গমন করুন। আর হিরণ্য নগরীয় সেনাগণ সহিত আমরা সকলেই মহারাজ কমলাকরের রাজধানী যাত্রা করিব। কেবল মাত্র সেনাপতি জয়সিংহ প্রাগুক্ত দুই লক্ষ সৈন্যের সহিত নগর রক্ষায় নিযুক্ত হউন। উপস্থিত শুভ পরিণয় কার্য্য হিরণ্যনগরেই সুসম্পন্ন হইবেক।" এই বলিয়া ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীকে কহিলেন, "অমাত্য! তুমি কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সপরিবারে আমাদিগের সহিত হিরণ্যনগর গমন কর; সেই স্থানেই কন্যা সম্প্রদান করিবে।" মন্ত্রী ইন্দ্রসেন রাজ আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

সেনাপতি জয়সিংহ দুইলক্ষ সৈন্যের সহিত নগর রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সেনাপতি সমরাদিত্য স্বীয় প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সুবর্ণপুরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

অপিচ সৈন্য সকল হিরণ্যনগর গমনোপযোগী সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইলে, নৃপত্রয় এবং মন্ত্রীদ্বয় ও অমাত্যকুমারের সহিত যুবরাজ চন্দ্রশেখর অশ্ব, গজ, শিবিকা ও শকটোপরি আরোহণ করিয়া হিরণ্যনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে কতিপয় দিবস গমন করতঃ রাজধানী হিরণ্যনগর প্রাপ্ত হইয়া নগরপ্রান্তে অবস্থান পূর্ব্বক পুরীমধ্যে আগমন বার্ত্তা প্রদান করিলেন। সেনাপতি চন্দ্রধ্বজ মহীনাথের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নগররক্ষক পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্রসর হইলেন। দুই সৈন্য একত্রিত হইয়া ঘোর শব্দে জয়ধ্বনি ও আনন্দ জনক সিংহনাদ করিতে লাগিল। নৃপত্রয় স্বগণ সহিত নগর প্রবেশ করিলে নগর-বাসীগণ বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়া তাঁহাদিগের যশোবর্ণন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শুভাগমন কারণ আনন্দ জনক সহস্র তোপধ্বনি হইল।

অতঃপর তাঁহারা পুরীদ্বারে সমাগত হইলে, অন্তঃপুর-বাসিনী কামিনীগণ আনন্দমনে প্রাসাদ হইতে তাঁহাদের মস্তকোপরি সুগন্ধ কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিরামগৃহে যথাযোগ্য

আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইন্দ্রসেনজায়া স্বীয় কন্যা রত্নমঞ্জরীর সহিত রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুরন্ধ্রীগণের সহিত মিলিত হইলে, তাঁহারা তৎপ্রমুখাৎ সবিশেষ অবগত হইয়া অপার আনন্দানুভব করতঃ তাঁহার বিহিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গুণার্ণব শাস্ত্রীর বনিতা দাসী মুখে এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যাপ্যযানে আরোহণ পূর্ব্বক রাজঅন্তঃপুরে গমন করিয়া ভাবী পুত্রবধূ রত্নমঞ্জরীর রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধাপ্রায় হইয়া তাঁহাকে সস্নেহে অঙ্কে ধারণ করতঃ অতীব সুখানুভব করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রসেনজায়ার সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর কুশল প্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করণানন্তর এককালে প্রবল আনন্দনীরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। এই কালে কমলমঞ্জরী সানন্দমনে হংস-বিনিন্দিত পদবিক্ষেপে আগমন পূর্ব্বক সহাস্য আস্যে রত্নমঞ্জরীর করপল্লব ধারণ করতঃ সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং আপন সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

আহা! অদ্য কি আনন্দের দিন! রাজা শশাঙ্কশেখর শত্রুজয় করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ কমলনয়না কমলমঞ্জরীর সহিত যুবরাজ চন্দ্রশেখরের ও রত্নোপমা রত্নমঞ্জরীর সহিত গুণাধারের শুভ পরিণয় অবশ্যম্ভাবী অবগত হইয়া পৌরজনের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। হিরণ্যনগরবাসী স্ত্রী পুরুষগণ পরমোৎসাহে দিবসাতিবাহিত করিলেন।

যামিনী প্রভাতে নৃপত্রয় সভাসীন হইয়া সভ্যগণ সহিত যুক্তিস্থির করিয়া ভাবী বিবাহের দিনস্থির করণার্থ গ্রহাচার্য্যগণকে আদেশ করিলেন। জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ পঞ্জিকা ধারণ করিয়া লগ্ন স্থির পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! কল্য যামবতী দ্বিতীয় প্রহরের সময় শুভ বিবাহ লগ্ন স্থির করা হইল; অদ্য অধিবাসাদি মাঙ্গলিক কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করুন।" নৃপত্রয় গণকগণের বচন শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রভূত অর্থ প্রদান পূর্ব্বক সন্তোষ করিয়া বিদায় করিলেন। রাজা কমলাকর সানন্দমনে সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় মহিষীর নিকট আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শুভ বিবাহ উপযোগী আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহিষী এবং পুরমহিলাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা প্রতিবেশিনী রমণীগণের সহিত সানন্দমনে মঙ্গলাচরণ করিয়া যথারীতি বৈবাহিক কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। স্বর্ণ পীঠোপরি কন্যাদ্বয়কে উপবিষ্ট করাইয়া সুগন্ধ তৈল ও হরিদ্রা এবং বিবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের অঙ্গ সংস্কার করিতে লাগিলেন। কামিনীগণের কমনীয় কণ্ঠের আনন্দ ধ্বনি ও শঙ্খশব্দে অন্তর্ম্মহল পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে কন্যাদ্বয়কে স্নান করাইয়া মহামূল্য পট্টবাস এবং বিবিধ প্রকার মহার্ঘ অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া কারুকার্য্য খচিত বিচিত্র আসনে উপবেশন করাইলেন। উভয়ে একত্রে উপবিষ্ট হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, ভগবান মীনকেতু মোহিনী মায়াবতী

কৌমারীদেবীর সহিত ত্রিদশনগর পরিত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডলে আগমন করতঃ এই রাজঅন্তঃপুরে অবস্থান করিতেছেন।

এই শুভ পরিণয় সংবাদ রাজ্য মধ্যে প্রচার হইলে, নগরবাসী প্রজাবর্গ ও নানা জনপদবাসী সকলে হৃষ্টচিত্তে বিবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও মহার্হ রত্ন সকল উপঢৌকন লইয়া রাজপুরে আগমন করিতে লাগিলেন। নগরের তোরণ চতুষ্টয়ে ও রাজপ্রাসাদোপরি নানাবর্ণের পতাকা সকল উড্ডীন হইল এবং কুসুমমালায় সুশোভিত প্রাসাদ সকল পরম রমণীয় ভাব ধারণ করিল। প্রজাগণের দ্বারদেশে কদলীবৃক্ষ রোপিত ও বারিপূর্ণ মঙ্গল কলস সংস্থাপিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে রবাহুত, দীন, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, মূক ও অনাথ প্রভৃতি যাচকগণ যাচ্ঞার্থে সমাগত হইতে লাগিল। নানাস্থান হইতে মহামান্য বৈষয়িক ও কুলীন কুটুম্বকগণ আমন্ত্রণ পত্র পাইয়া বিবিধ যানারোহণে মহাসমারোহে হিরণ্যনগরে আগমন করিলেন। হিরণ্যনগরপতি ঐ সমস্ত সমাগত জনের যথাবিহিত সম্মান করিয়া বাসার্থে রমণীয় গৃহ সকল প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আহারীয় দানে সন্তুষ্ট করিলেন।

ক্রমে দিবাবসান ও সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় প্রদোষতিমির সদর্পে ধরামণ্ডল অধিকার করিল। তদ্দর্শনে দিগঙ্গনাগণ ভয়ার্ত্তচিত্তে অন্তর্হিত হইলেন। পরক্ষণেই সেই নৈশঅন্ধকার বিদূরিত করিয়া নগরবর্ত্মের উভয়পার্শ্বে এবং নাগরিকগণের প্রাসাদোপরি অসংখ্য আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইল, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নগরবাসীগণের আনন্দোৎসবে

উৎসবান্বিত হইয়া প্রকৃতি সতী অট্টালিকা সকলের সহিত হাস্য করিতেছেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট বিবাহ কাল সমাগত হইলে, নৃপ কমলাকর উৎকৃষ্ট রূপে সভাসজ্জা করিয়া স্বগণ সহিত সভাসীন হইলেন। রাজা শশাঙ্কশেখর ও ভূপাল জীমূতবাহন আত্মীয় গণের সহিত পরস্পর যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। সভাস্থলে বিবিধ বাদ্যধ্বনি, সিংহদ্বারে তূর্য্যনিনাদ এবং দুর্গ মধ্যে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। এইকালে কুমারদ্বয় বৈবাহিক বেশভূষায় ভূষিত ও পৌরজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুসজ্জিত হেমচতুর্দ্দোলে আরোহণ পূর্ব্বক নগর ভ্রমণ করিয়া রাজপুরে সমাগত হইলেন। ভৃত্যগণ তাঁহাদিগের মস্তকে মুক্তাকলাপ শোভিত ছত্র ধারণ করিল ও শ্বেতচামর ব্যজন করিতে লাগিল। ভট্টগণ তাঁহাদিগের বংশাবলি কীর্ত্তন, বন্দীগণ স্তবপাঠ ও সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। রমণীগণ সৌধশিখর হইতে তাঁহাদিগের মস্তকোপরি সুগন্ধ মাঙ্গলিক দ্রব্য নিক্ষেপ করতঃ মহানন্দে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কুমারযুগল সভাস্থলে সমাগত হইয়া চতুর্দ্দোল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক স্বর্ণ পীঠোপরি উপবিষ্ট হইলে, বোধ হইল যেন, কমলমঞ্জরী ও রত্নমঞ্জরীর পাণিগ্রহণার্থ ভগবান কন্দর্পদেবের সহিত শিখিবাহন যড়ানন নরলোকে আগমন করতঃ এই সভামধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রাজা কমলাকর ও ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী উভয়ে কন্যা আনয়ন পূর্ব্বক শুভক্ষণে মহাসমারোহে কমলমঞ্জরীর সহিত

চন্দ্রশেখরের এবং গুণাধারের সহিত রত্নমঞ্জরীর শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সফল মনোরথ ও হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। সভামধ্যে নৃত্য গীত ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। বৈতালিকেরা বিশুদ্ধ রাগে তাল মান মিলাইয়া সপ্তস্বরে বীণাবাদন ও বংশীধ্বনি করিয়া সভ্যগণের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিল। এই কালে নবদম্পতিদ্বয় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলে, পুরবাসিনী মহিলাগণ যথাবিধি মঙ্গলাচরণ করিয়া সুসজ্জিত কক্ষে অপূর্ব্ব শয্যোপরি উভয় পাত্রকে সস্ত্রীক উপবিষ্ট করাইলেন এবং নানা কৌতুকে ও হাস্য পরিহাসে সেই সুখময়ী যামিনী অতিবাহিত করিলেন। নৃপতনয়া কমলমঞ্জরী বহুদিবসের অভিলষিত এবং প্রার্থিত পতির দেহার্দ্ধভাগিনী হইয়া আপনাকে রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন। সচিবতনয়া রত্নমঞ্জরীও মনোমত পতিলাভে এককালে অপার সুখপয়োধিতে নিমগ্না হইলেন। কমলমঞ্জরীর সহচরী হেমলতা ও স্বর্ণলতা প্রিয়সখীর অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ায় যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিলেন। ফুল্লারবিন্দুনগরাধীশ্বরের মহিষীদ্বয় এবং মন্ত্রীপত্নী স্ব স্ব পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লইয়া হর্ষ সলিলে ভাসমান হইলেন।

উদ্বাহ কার্য্য সমাপ্ত হইলে হিরণ্যনগরপতি প্রীতি প্রফুল্ল মনে যাচকদিগকে অকাতরে অর্থ, পট্টবাস ও সবৎসা ধেনু প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক পরম সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। নানা দিগদেশাগত আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মহামহোৎসবে বৈবাহিক কার্য্য সমাধা করিয়া নিজ নিজ আবাসে গমন করিতে

মানস করিলে, ভূপাল কমলাকর বিনয়াবনত বচনে তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

রাজা শশাঙ্কশেখর স্বগণ সহিত হিরণ্যনগরে একপক্ষ অবস্থান করিয়া স্বীয় রাজধানী গমন মানসে রাজা কমলাকরের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। হিরণ্যনগরপতি সম্রাটের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সাশ্রুলোচন ও গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন "অরিন্দম! আপনি নিজরাজ্যে গমন করিবেন, তাহাতে নিষেধ করিতে পারি না; যেমন নিষাদপতির ভবনে সূর্য্যকুলপূজ্য রাজীবলোচন রামচন্দ্রের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তদ্রূপ আপনি আমার গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। গুহক ত স্বীয় ভক্তিগুণে ভক্তবৎসল ভগবানকে বাধ্য করিয়াছিলেন; আমি কোন্ গুণে আপনাকে বাধ্য করিব? যাঁহার পাদতলে সপ্তদ্বীপা মেদিনীর মহীপালগণ কর প্রদান করেন, ধরণীতলে এমন কি দ্রব্য আছে যে, তাহা দিয়া সেই মহাত্মার সন্তোষ সাধনে সমর্থ হইব? মৎস্যদেশে বিরাটরাজগৃহে অজ্ঞাত রূপী পাণ্ডবগণের অবস্থানের ন্যায় শত্রুচক্রে পতিত হইয়া আপনি যে কিছুকাল মদীয় ভবনে বাস করিলেন, ইহাই মাদৃশ ব্যক্তির পরম সৌভাগ্যকর, তাহার আর সন্দেহ কি? যেমন কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ কুরূপা কুব্জাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঈষৎ করুণাকণা বিতরণ করিয়া আপনিও আমাকে কৃতার্থ করিলেন। যদি দরিদ্র ব্যক্তি বিনা ক্লেশে অমূল্য রত্ন লাভ করে, সে কি প্রাণ থাকিতে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? অতএব আপনাকে কোন্ প্রাণে

বিদায় দিব ?" এই বলিতে বলিতে নয়ন জলে হৃদপদ্ম ভাসাইতে লাগিলেন।

সম্রাট কহিলেন, "মিত্র! শোক সম্বরণ করুন: আপনি আমার অসময়ে সহায়তা করিয়া যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবন সত্ত্বে কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। এই উর্ব্বীতলে আপনার ন্যায় উপকারী বন্ধু কখন পাই নাই এবং পাইব না। যাবজ্জীবন আপনার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিলেও সেই মহৎ উপকারের প্রতিশোধ করা হয় না। যেমন শরণাগত কপোতের প্রাণ রক্ষার্থ কাশীরাজ্যের অধীশ্বর মহাত্মা শিবি শ্যেনপক্ষীকে স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিয়া জগন্মধ্যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনি এই বিপন্ন শরণাগতকে আশ্রয় দিয়া অবনী মধ্যে অক্ষয় কীর্ত্তিতরু রোপণ করিলেন। আমি কেবল একমাত্র ভবদীয় মহদ্‌গুণেই হারাননিধি পুত্ররত্ন ও অপহৃত সাম্রাজ্য পুনর্লাভে সমর্থ হইয়াছি। আর আপনার কমলালয়াস্বরূপিণী প্রিয়কুমারীকে বধূরূপে লাভ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমাদিগের এই অকপট সৌহার্দ্দ্য এবং বিধিকৃত সম্বন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।"

সম্রাটের ঈদৃশ বিনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপ কমলাকর পরম প্রীতিলাভ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে কহিলেন, "হে পার্থিব শ্রেষ্ঠ! আপনার ঐ রূপ বিনীত বাক্য প্রয়োগ কেবল ভবদীয় মহৎ গুণগরিমার পরিচায়ক।" এই বলিয়া

অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সজললোচন ও গদগদ বচনে স্বীয় মহিষীকে কহিলেন, "প্রিয়ে! রাজাধিরাজ শশাঙ্কশেখর সপরিবারে নিজরাজ্যে গমন জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; অতএব প্রাণাধিকা কমলমঞ্জরীর শ্বশুরালয়ে গমনোপযোগী আয়োজন কর।" পতিমুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপজায়া জ্ঞানহীন উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুতপদে মহিষী প্রভাবতী ও শশিকলার নিকট গমন করিয়া রাজ্ঞী প্রভাবতীর গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক সরোদনে কহিতে লাগিলেন, "সহৃদয়ে! আপনি কি এই অনুগতাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিবেন? আমি আপনার চিরবিচ্ছেদ হুতাশনে অহরহ দগ্ধ হইয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব? হায়! আজি কি আমার সংহার-রূপিণী কালরাত্রি বিভাত হইয়াছিল? তাহা না হইলে, কেনই বা ফুল্লারবিন্দুনাথ মদীয় নাথের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন? হে পার্থিব রমণি! এক্ষণে বিধিকৃত নূতন সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া নহে, চিরদরিদ্র ব্যক্তির হঠাৎ অমূল্য রত্ন লাভের ন্যায় যে পর্য্যন্ত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সময় হইতেই আপনাকে স্বীয় সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি। হে রাজেশ্বরি! আমি জীবন থাকিতে আপনার স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতা গুণের কথা কখনই ভুলিতে পারিব না; আবার যে আপনাকে দর্শন করিয়া মনক্লেশ নিবারণ করিতে পারিব, সে আশাও বিফল।" এই বলিয়া শশিকলার মৃণালবিনিন্দিত বাহুযুগল ধারণ পূর্ব্বক করুণবচনে কহিলেন, "হে প্রাণোপমা প্রিয়ভাষিণি! হে স্নেহাস্পদে! বল, তোমাদিগের চিরবিরহে

কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব? রে নিদারুণবিধে! তুই কি জন্যই বা অকারণে দ্বেষ করিয়া আমাকে বান্ধববিচ্ছেদ হুতাশনে নিক্ষেপ করিলি?” অনন্তর উভয়ের করধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরীদ্বয়! যদি আপনাদিগের নিকটে জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। হে রমণী-কুলসিংহীদ্বয়! এই অনুগতা আপনাদিগের নিকট কিছু ভিক্ষা করিতেছে; ভরসা করি, আপনারা এই অধীনীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। মদীয় একমাত্র তনয়া কমলমঞ্জরী যে আপনাদের স্নেহের পাত্রী হইল, তাহার আর সংশয় কি? তথাপি অপত্য স্নেহ বশতঃ ও মনের ব্যাকুলতা প্রযুক্ত কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমার কমল যদিও অশেষ গুণের গুণবতী এবং প্রিয়ভাষিণী, তথাচ একাল পর্য্যন্ত কেবল পিতৃভবনেই পালিতা হইয়াছে; আমি তাহাকে এক দিনের জন্যও নয়নাতীত করি নাই; অদ্য আমার সেই যত্নের নিধি, হৃদয়ের ধন কন্যাটীকে আপনাদিগের করে সমর্পণ করিলাম; এক্ষণে আপনারাই তাহার জননী হইলেন। সে যদি বালস্বভাব বশতঃ আপনাদিগের নিকট কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বীয় তনয়া জ্ঞানে ক্ষমা করিবেন। সৌভাগ্য বলে শুভক্ষণে জীবনাধিক চন্দ্রশেখরকে লাভ করিয়াছিলাম বলিয়াই স্বর্গগত মহাত্মা বীরেন্দ্রশেখরের বংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ভারত মধ্যে যশস্বিনী হইলাম।”

নৃপজায়ার করুণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে

সান্ত্বনা করণার্থ রাজ্ঞী প্রভাবতী কহিলেন, "সহৃদয়ে! শোক পরিত্যাগ করুন। আমরা যাবজ্জীবন আপনার সুমহদ্‌গুণে আবদ্ধ রহিলাম; জীবনসত্ত্বে কখনই আপনার কৃতোপকার বিস্মৃত হইতে পারিব না; আপনার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিব; সে জন্য চিন্তা কি? আরও দেখুন, প্রাণাধিক চন্দ্রশেখর হইতে এই পৃথিবীতে আমার আর প্রিয়বস্তু কিছুই নাই; যখন আপনার গুণেই সেই পুত্ররধনে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আপনার ন্যায় হিতৈষিণী প্রিয়বান্ধবা আর আমার কে আছে?" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিলেন।

অনন্তর কমলাকরজায়া ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় তনয়ার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বারম্বার মুখচুম্বন করতঃ চক্ষের জলে দুহিতার কলেবর ভাসাইতে লাগিলেন। কমলমঞ্জরীও জননীর গ্রীবা ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সন্তানবৎসলা নৃপজায়া সস্নেহে তনয়াকে কহিলেন, "বৎসে! তোমাকে পতিভবনে বিদায় দিয়া কি লইয়া এই শূন্য ভবনে অবস্থান করিব? তুমি আমার প্রাণের প্রাণ ও সর্ব্বস্ব; আমি তোমাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পতিসহ দীর্ঘজীবী হইয়া পরম সুখে কালহরণ কর। কেবল এক একবার এই দুঃখিনী জননীকে স্মরণ করিও। যদি জীবনান্তকালে তোমার বদনশশী দেখিতে অভিলাষিণী হইয়া আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করি, তৎকালে প্রাণাধিক চন্দ্রশেখরের সহিত আগমন করিয়া এই তাপিতা

কন্যাগত-প্রাণা জননীকে দর্শন দিও। আমি অন্য সন্তান সন্ততি বিহীনা; সুতরাং তোমরাই আমার সেই অন্তিমকালে ত্রিপথগাসলিলে, কর্ণমূলে দুস্তর ভবসাগর পার তরণী তারক-ব্রহ্ম রাম নাম শুনাইয়া কন্যা পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিও।” এই বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। আহা! মাতৃস্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! সন্তান প্রতি জননীর যে কত যত্ন ও কত মমতা, তাহা সেই স্নেহময়ী জননী ব্যতীত অন্যে বলিতে অক্ষম।

রে ভ্রান্তমন! কি চিন্তা করিতেছ? বৃথা কুচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দুশ্চিন্তাপহারিণী জগদারাধ্যা করুণাময়ী জননীর শ্রীচরণ চিন্তা কর। যে চরণ সাধন করিলে সেই সাধককে শমনও স্পর্শ করিতে অসমর্থ, যে পাদপদ্ম সেবায় গৃহে বসিয়া অনায়াসে গয়া, গঙ্গা, বারাণসী ও কুরুক্ষেত্রাদি যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ পদচিন্তায় ক্ষণকালের জন্যও অবহেলা করিও না। দেখ দেখি! যাঁহার স্নেহগুণে সুরক্ষিত হইয়া প্রথমতঃ আসন্ন বিপদান্তর্গত বাল্য, তদনন্তরে যৌবন এবং প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া অবনী মধ্যে অনন্ত সুখোপভোগে কালাতিপাত হইয়া থাকে; যিনি অশেষ কষ্টে নিপতিত হইয়াও অহরহ সন্তানের সুমঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন; আহা! এমন করুণাময়ী জননীর স্নেহঋণ পরিশোধ করিতে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিমধ্যে কোন দ্রব্যই সৃষ্ট হয় নাই। চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-বরুণাদি দেবতাগণ যে স্নেহময়ী জননীর পদসেবা করিয়া

কৃতার্থ এবং শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছেন ও যাঁহার কৃপাগুণে ত্রিদশাধিপতি ভগবান শতক্রতু দুরন্ত বলি দৈত্যের ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ;* যিনি দশমাস দশদিন অসীম কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক গর্ভে স্থান দান করিয়া ভূমিষ্ঠ কাল হইতে বাল্যসীমা অতিক্রম পর্য্যন্ত এতাবৎকাল পরম যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালন করেন এবং যিনি সর্ব্বক্ষণ সন্তানের মঙ্গল কামনা ব্যতীত ভ্রমক্রমেও অকুশল কামনা করেন না ; ঈদৃশী পরমারাধ্যা পূজনীয়া মাতৃচরণ সেবা ভিন্ন এই অসার সংসার মধ্যে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে করুণাময়ী জননীর পদচিন্তা বলে বলবান মার্ত্তণ্ডসুতের শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, সেই ত্রিলোকসার সুদুর্লভ পদার্থ মাতৃচরণ সেবায় নিযুক্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর। যে কুলপাংশুল এই কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া জননীর শ্রীচরণ সেবায় বঞ্চিত হইয়া বৃথা-কর্ম্মে রতহয় সেই নরপিশাচ তজ্জননীর জীবনান্তে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে।

---

* "দেবগণ বলি ভয়ে ভীত হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ ও মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন ; তদ্দর্শনে দেবজননী অদিতি পুত্রস্নেহের বশীভূত হইয়া অকূল ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন ত্রিদশগণের উদ্ধারার্থ ক্ষীরোদসাগর কূলে ভগবানোদ্দেশে ঘোরতর তপস্যা করেন। জগৎপতি তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া "আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বলির গর্ব্ব খর্ব্ব করিব ;" এইরূপ বর প্রদান করেন এবং তদগন্তে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিকে ছলনা পূর্ব্বক রসাতলে নীত ও সুরগণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধ ; সপ্তদশ অধ্যায়।

হিরণ্যনগরপতি মহিষী শোক ও দুঃখে বিমুগ্ধা হইয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া বিবিধ নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন এবং শ্বশুরালয়ে অবস্থানের নিয়ম সকল জ্ঞাত করিতে লাগিলেন। জগজ্জননী গিরিরাজ-নন্দিনী কাত্যায়নীর হিমাচল হইতে কৈলাসশিখরে গমন কালে যেমন ভূধরপুরবাসীগণ শোকসিন্ধুসলিলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কল্য প্রভাতে রাজনন্দিনী কমলমঞ্জরীর ভর্ত্তৃভবনে গমন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রাজপুরবাসী সকলে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ক্রমে দিবাবসান হইল; কিন্তু পুরবাসীগণ ও সস্ত্রীক রাজা কমলাকরের দুঃখের অবসান হইল না।

অনন্তর সন্ধ্যা সমীরণ এই উপস্থিত দুঃখবার্ত্তা প্রচার করণাভিলাষেই যেন, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎপ্রমুখাৎ এই দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইয়াই যেন, বিহগকুল কল কল ধ্বনিতে রোদন করিতে করিতে আপন আপন কুলায়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং কমলিনী সরসীর সুনির্ম্মল ও সুখাস্বাদ সলিলে থাকিয়াও ম্লানবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইকালে ভগবান সুধাকর অসংখ্য নক্ষত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশ পথে উদয় হইলেন এবং স্বীয় সুধাভিষিক্ত কর দ্বারা জগৎকে স্নিগ্ধ করিতে লাগিলেন। বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিতা কুমুদিনী সতী সমস্ত দিবস ম্রিয়মাণা ছিলেন; এক্ষণে প্রিয়পতির সমাগমে সানন্দমনে প্রস্ফুটিত হইয়া স্বনাথের বদন ক্ষরিত সুধাপান

করিতে লাগিলেন এবং এক এক বার মৃদুল পবন হিল্লোলে ঈষৎ দোদুল্যমানা হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন, স্বীয় সৌভাগ্য গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া আনন্দ ভরে নৃত্য করিতে করিতে পতিবিরহ কাতরা নলিনী সরোজিনীকে ব্যঙ্গ করিতেছেন।

সরোজিনী কুমুদনীর ঈদৃশ সুখ সৌভাগ্য সন্দর্শনে ঈর্ষান্বিতা এবং তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে দেখিয়া দুঃখিতা ও কুপিতা হইয়া স্বীয় মনোদুঃখ নিবারণ ও তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার বাসনায় নম্রবদনে যেন মনে মনে স্বীয় প্রাণপতি গ্রহপতিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরস্পর বহুযোজন অন্তরে থাকিলেও পবিত্র প্রণয়ের আকর্ষণ বলেই যেন, ভগবান নলিনীনায়ক প্রিয়নায়িকাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য ত্রিযামা শেষে স্বীয় নবীন কলেবরে রক্তচন্দন লিপ্ত করিয়া সহাস্য আস্যে অল্পে অল্পে উদয়াচলে অধিরোহণ করিলেন। বিরহকাতরা কমলিনী প্রাণবল্লভের সমাগম লাভে মনোদুঃখ দূর করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। তদবলোকনে পুরবাসীগণ ও কুমুদিনী ভিন্ন সকলেরই মন পদ্মিনীর ন্যায় আনন্দ রসে উচ্ছলিত হইতে লাগিল।

রাজা শশাঙ্কশেখর প্রাভাতিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া নৃপাল জীমূতবাহনের সহিত সপরিবারে গমনোপযোগী আয়োজন ও বেশভূষা করিতে লাগিলেন। গমন সময় সমাগত হইলে, বৈবাহিকের সহিত প্রিয়সম্ভাষণাদি ও তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। রাজা কমলাকরও তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন

প্রদান ও বিহিত সম্মানের সহিত বিদায় করিলেন। যুবরাজ চন্দ্রশেখর অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর চরণে প্রণত হইলেন। নৃপজায়া স্নেহবাষ্পাকুল লোচনে জামাতার বদনচন্দ্র অবলোকন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া পরমসুখে কালহরণ কর। আমি তোমাকে পরম যত্নে সন্তানবৎ স্নেহে লালন পালন করিয়াছি এবং এক্ষণেও স্বীয় তনয় বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি; অতএব যদি তুমি আমাকে মাতৃজ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে ভরসা করি, এই দুঃখিতা জননীর একটী বাক্য রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। বৎস! আমার হৃদয় পুত্তলিকা স্নেহময়ী প্রতিমা কমলমঞ্জরী তোমার দেহার্দ্ধ-ভাগিনী হওয়ায় আমি আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী জ্ঞান করিয়াছি। বাছা! তোমার বনিতা স্ত্রী স্বভাব বশতঃ যদি কখন তোমার নিকট অপরাধ করে, তৎকালে আমার এই অনুরোধ বাক্য স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমরা দীর্ঘজীবী এবং শত্রুভয় রহিত হইয়া রোহিণী সুধাকরের ন্যায় নিরন্তর আনন্দ মনে সাম্রাজ্য ভোগ কর।" এই বলিয়া চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন।

নৃপতনয় বিবিধ প্রবোধ বাক্যে নৃপপত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রীতনয় গুণাধারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ ও

গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিয়া ফুল্লারবিন্দুনগরে গমন জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন অমাত্যনন্দন সহাস্য বদনে কহিলেন, "সখে! আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভবদীয় সন্তোষ সাধনার্থে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না; যদি আপনার সহিত গমন করিলে আনন্দিত হন, অবশ্যই যাইব; তাহার আর অন্যথা হইবেক না।" এই বলিয়া গমনোপযোগী আয়োজনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এ দিকে রাজা কমলাকর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, কমলমঞ্জরী তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ সকরুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আপনাকে না দেখিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব?" আহা! স্নেহের কি মহীয়সী শক্তি! রাজা কমলাকর পুরুষ হইয়াও তনয়ার কাতর ভাব অবলোকনে গলিতাশ্রুলোচনে স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! শোক পরিত্যাগ কর। স্ত্রীলোকের পতিই গতি; পতিই মুক্তি এবং পতিই ঐহিক ও পারত্রিকের একমাত্র বন্ধু; পতির পদসেবা ও পতিকে সন্তুষ্ট রাখা ব্যতীত রমণীর গত্যন্তর নাই। বিবাহিতা নারীর পতিগৃহে বাস অপরিহার্য্য এবং ইহাই বিধাতার নিয়ম; এক্ষণে শান্তমনে পতিভবনে গমন কর। আমি সর্ব্বদাই তোমার তত্ত্বাবধারণ করিব; সে জন্য চিন্তা কি?" এই প্রকার বিবিধ প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া সভামণ্ডপে গমন করিলেন।

যুবরাজ চন্দ্রশেখর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে হিরণ্যনগরপতির নিকট গমনপূর্ব্বক নয়নাম্বু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া সরোদনে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! যে হতভাগ্য অতি শৈশবে রিপুকর্ত্তৃক শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর কানন-মধ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসন্ন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া জীবন আশা পরিহার পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ মৃত্যুরূপ পিশাচের বিভীষিকাময় বিকটমূর্ত্তি অবলোকন করিতেছিল; যাহাকে জনক জননী ও আত্মীয় বন্ধু সকলে পরিত্যাগ করিলেও আপনি একমাত্র কৃপার বশীভূত হইয়া সেই আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিপ্রদান করতঃ এতাবৎকাল পুত্রবৎ লালন পালনে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন; যে নরাধম আপনারই কৃপাবলে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে ও অস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া অদ্বিতীয় বীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; সেই কৃতঘ্ন চণ্ডাল, সেই বিশ্বাসঘাতক, অনিত্য বিষয়ভোগ বাসনায় মত্ত হইয়া আপন জীবনদাতা ও প্রতিপালনকর্ত্তা প্রভুকে এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে; অধুনা কৃপা করিয়া এই পাপাত্মার কৃত অপরাধ সকল মার্জ্জনা করুন।" এই বলিয়া মহীনাথের চরণধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজা কমলাকর সস্নেহে তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক ভূতল হইতে উত্তোলন করিলেন এবং স্বীয় উত্তরীয় বসনে নয়ন-জল মোচন করিয়া আলিঙ্গন প্রদান করতঃ অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও গদগদ বচনে কহিলেন, "বৎস! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। তুমি

আমার প্রাণের প্রাণ ও সর্ব্বস্ব ; আমি কখনও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট নহি। তোমাকে পুত্রবৎ পরিগ্রহ করিয়া এতাবৎকাল অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলাম বলিয়াই অদ্য আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিতেছি এবং তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বাপ্! আশীর্ব্বাদ করি ; তুমি পত্নীসহ সুখ স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ কর ; আর আমি যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকি, এক একবার দর্শন দিও ; তাহা হইলেই পরম সুখী হইব।” এই রূপ প্রবোধ বাক্যে জামাতাকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর তাঁহাকে যৌতুকস্বরূপ গো, অশ্ব গজ, ছাগ, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি পশু এবং সুবর্ণ, রজত, পট্টবস্ত্র, দাস, দাসী, পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী ও দুইলক্ষ পদাতিক সৈন্য প্রদান করিলেন। বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ফুল্লারবিন্দু-নগরাধিপতি সানন্দমনে সাঙ্কেতিক তূর্য্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। রাজ আজ্ঞায় তূর্য্যধ্বনি হইবামাত্র কয়েকখানি সুসজ্জিত শিবিকা অন্তঃপুর দ্বারে সমানীত হইল। গমন সময় সমুপস্থিত জানিয়া অবনীশ্বরী প্রভাবতী, স্বীয় সপত্নী মহিষী শশিকলা এবং জীমূতবাহনের মহিষী ও ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীর বনিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরস্পর পৃথক পৃথক শিবিকায় আরোহণ করিলেন। নৃপকুমারী কমলমঞ্জরী রত্নমঞ্জরী ও স্বীয় সহচরীদ্বয় হেমলতা ও স্বর্ণলতার সহিত পৃথক পৃথক যানারোহণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননীর বদনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মহিষীও রোদন করিতে

করিতে শাবক পরিভ্রষ্ট কুরঙ্গিনীর ন্যায় স্বীয় তনয়ার বদনাম্বুজ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইকালে বাহকগণ শিবিকা সকল বহন করতঃ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে পুরবাসিনী মহিলাগণ সজললোচনে রোরুদ্যমানা মহিষীর করধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজা শশাঙ্কশেখর নৃপাল জীমূতবাহনের সহিত সুসজ্জিত মাতঙ্গোপরি অধিরোহণ করতঃ স্বগণ সহিত রাজধানী ফুল্লার-বিন্দুনগর যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে যুবরাজ চন্দ্রশেখর মন্ত্রীনন্দন গুণাধারের সহিত শ্বেতবর্ণ ঘোটকদ্বয়ে অধিরূঢ় হইয়া মস্তকে মণিমানিক্য খচিত বিচিত্র উষ্ণীষ এবং কটিদেশে কোসাবদ্ধ দীর্ঘ অসি ও করে সুদীর্ঘ বর্ষা ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া জয়শব্দে ধরণী পরিপূর্ণ করতঃ মহাবেগে গমন করায়, তাহাদিগের পদভরে যেন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। সর্ব্ব পশ্চাৎ মন্ত্রী ইন্দ্রসেন অপূর্ব্ব ঘোটকারূঢ় হইয়া আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক মহিলা শিবিকার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। দৃঢ় অস্ত্রধারী চারি সহস্র সৈন্য শিবিকা-রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া সতর্ক ভাবে গমন করিতে লাগিল। বিবিধ বাদ্যশব্দে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। সৈন্যগণের ঘোররবে প্রাণীমাত্রেরই হৃৎকম্প হইতে লাগিল। এবম্প্রকার গমন করিয়া সপ্তম দিবসের মধ্যাহ্নকালে অধিরাজ বাহাদুর স্বগণ সহিত স্বীয় রাজধানী প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্য-কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিয়া নগরবাসী এবং রাজপুরুষগণ

স্পষ্ট অনুভব করিলেন যে, তাঁহাদিগের প্রজাবৎসল ও পালনকর্ত্তা মহীপতি আগমন করিতেছেন। মেঘোদয়ে চাতকের ন্যায় আনন্দচিত্তে তাঁহারা সকলেই সৈন্যরূপ ঘনাবলি হইতে মহীনাথের দর্শনবারি প্রাপ্ত জন্য ঘন ঘন বর্ত্ম আকাশ প্রতি নয়নপাত করিতে লাগিলেন। সেনাপতি জয়সিংহ নগর রক্ষক দুইলক্ষ সৈন্য সহিত সানন্দ মনে সম্রাটকে আনয়ন জন্য অগ্রসর হইলেন। নগর মধ্যে মঙ্গল সূচক শঙ্খধ্বনি ও জয়শব্দ হইতে লাগিল। সম্রাট সসৈন্যে নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ক্ষিতিপতি শশাঙ্কশেখর নগর প্রবেশ করিলে প্রজাবর্গ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত ও বিবিধ স্তুতি বাক্য প্রয়োগ করিয়া নৃপনাথের সন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

প্রজানাথ স্বগণ সহিত সৌধদ্বারে সমাগত হইলেন। দ্বিজগণ বেদোচ্চারণ করিয়া নৃপালের কল্যাণ প্রার্থনা করিলে, মহীপতি সানন্দমনে করেণু হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে রাজপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় তনয় ও রাজা জীমূতবাহন প্রভৃতির সহিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহিষীদ্বয় ও পুত্রবধূ এবং সুবর্ণপুরাধীশ্বরীর সহিত শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বহুকালের পর মহিষী প্রভাবতী নিজালয়ে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। প্রতিবেশবাসিনী কামিনীগণ রাজ অন্তঃপুরে গমন করিয়া অনেকদিনের পর রাজ্ঞী প্রভাবতীকে নেত্রগোচর

করতঃ আত্মা ও মনের চরিতার্থতা সম্পাদন ও তৎসহিত প্রণয় সম্ভাষণাদি মিষ্ট আলাপে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অভিনব রাজপুত্রবধূর রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সকলেই কহিতে লাগিলেন, "আহা! না হইবেই বা কেন? বিধাতা উত্তমে উত্তম ও অধমে অধম সংযোজন করিয়া থাকেন; আমাদিগের মহারাজ এবং মহিষীর যেমন পবিত্র মন, তদনুরূপ অশেষ গুণাকর নন্দন এবং রূপ লাবণ্য যুক্তা কামিনীকুল-গৌরব গুণবতী বধূ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরিদ্বরা বিষ্ণু তনয়ার ভরতকুলগৌরব যশস্বী শান্তনুর আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় এই সুরসুন্দরীসমা রূপবতী পার্থিব বধূ নরকুল হরিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। গৌরবান্বিত রাজোদ্যান সম্ভূত সুগন্ধযুক্ত গোলাপপুষ্প উপযুক্ত অঙ্গেরই ভূষণ হইয়াছে।" রাজ্ঞী তাহাদিগের এবম্বিধ বচন শ্রবণে পরম পরিতুষ্টা হইয়া প্রিয় সম্ভাষণাদি দ্বারা সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। রমণীগণ মহারাণীর গুণগান করিতে করিতে নিজালয়ে গমন করিল।

এ দিকে অপরাপর ব্যক্তি সকল মহীনাথের সংবর্দ্ধনা করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন জন্য প্রস্তুত হইলে, সম্রাট বিবিধ মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করতঃ তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। তদনন্তর তিনি স্বজন সহিত আনন্দ মনে স্নানাহার সমাধান করিয়া বিরামগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অধীনস্থ নৃপতিগণ সার্ব্বভৌম শশাঙ্কশেখরের

সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে সসৈন্যে রাজধানী ফুল্লারবিন্দু-নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীপ্রবর ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী দ্বারদেশে অবস্থান করতঃ তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সংবর্দ্ধনা করিয়া সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। সেনাপতি জয়সিংহ সমাগত নৃপগণের বাসার্থে উৎকৃষ্ট গৃহ সকল প্রদান পূর্ব্বক বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষবিধান করিলেন। অমাত্যবর রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নৃপালগণের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন সম্রাট কহিলেন, "মন্ত্রিন্! অদ্য রণপ্রতাপের বিচার-কার্য্য সমাধা করিব; তুমি সভ্যগণকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া মদীয় আসনসজ্জা করণার্থ দাসগণকে নিয়োজন কর এবং বিচার দর্শন জন্য নগরবাসীগণকে সভায় সমাগত হইতে ঘোষণা দাও। সমস্ত ব্যক্তি সভাস্থ হইলে, আমি পুত্রসহ সভাসীন হইয়া সেই দুরাচারের বিপরীত পাপের বিহিত দণ্ড প্রদান করিব।" ভূপালের অনুমতি প্রাপ্তমাত্র মন্ত্রী-শ্রেষ্ঠ সভামধ্যে প্রত্যাগত হইয়া আদেশানুরূপ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

নগর মধ্যে রণপ্রতাপের বিচার হইবার ঘোষণা দেওয়া হইলে, ধর্ম্মাত্মা মহীনাথের ক্লেশদাতা বৈজয়ন্তপতির কিরূপ দণ্ড হয়, তাহা দেখিবার ইচ্ছায় প্রজাগণ দলে দলে সভাস্থলে সমাগত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে দর্শকবৃন্দে রাজসভা পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা রণপ্রতাপের দুষ্কার্য্য সকল পরস্পর বর্ণন করিয়া তাহার বিবিধ দণ্ড অনুমান করিতে লাগিলেন।

সকলের মুখেই এই বাক্য; "অদ্য আমাদের কি আনন্দের দিন! আহা! সার্ব্বভৌম নরপতি সৌভাগ্যক্রমে রিপু জয় করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধারসাধন করতঃ আমাদিগের সকলকে দুর্ম্মতির দুঃসহ দণ্ড হইতে মুক্ত করিলেন। আজি আমরা দুরাত্মা রণপ্রতাপের প্রাণদণ্ড অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই আনন্দিত হইব।" এই বলিয়া সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সভায় সমাগত হইবার সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সম্রাট শশাঙ্কশেখর সুবর্ণপুরাধিপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য! সভায় গমন জন্য প্রস্তুত হউন। *বৎস চন্দ্রশেখর! চল, আমরা উপযুক্ত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সভামধ্যে সমাগত হই।" এই বাক্য বলিবামাত্রেই কঞ্চুকিগণ অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ হস্তে লইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। তাঁহারা সেই মহার্হ রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, শিরোপরি মণিরত্ন খচিত উষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে, ভৃত্যগণ তাঁহাদিগের মস্তকোপরি পরম রমণীয় আতপত্র ধারণ করিল। এই কালে দুর্গদ্বারে সাঙ্কেতিক তূর্য্য ও ভেরীধ্বনি এবং সভাদ্বারে বংশীধ্বনি হইতে লাগিল। বৈতালিকেরা রাগমান মিলাইয়া সুমধুর স্বরে মহীপতির যশঃসূচক মঙ্গল গীত বাদ্য আরম্ভ করিল। ভূমিপতি পুত্র এবং রাজা জীমূতবাহন ও অমাত্যের সহিত ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করতঃ সভামণ্ডপে গমন করিতে লাগিলেন। শান্তিরক্ষকগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল। সম্রাট

সভামধ্যে সমাগত হইয়া হেমনির্ম্মিত মণিরত্ন খচিত সুসজ্জিত সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সভামণ্ডলী জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কার ও স্তুতিবাদ করিতে করিতে অবনীনাথের বিমল সৌম্য মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। নৃপাল স্মিতবদনে সভাস্থগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করতঃ তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিলেন। রাজা জীমূতবাহন এবং যুবরাজ চন্দ্রশেখর মহারাজের উভয় পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন সিংহাসনে ও ইন্দ্রসেন মন্ত্রী স্বীয় জামাতা গুণাধারের সহিত পৃথক পৃথক আসনে উপবিষ্ট হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, অমরগণ অবনীতলে আগমন করিয়া অত্র সভায় সমাসীন হইয়াছেন।

অতঃপর সেনাপতি জয়সিংহ রাজরাজের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কএকজন শস্ত্রধারী সৈন্যে পরিবেষ্টিত স্বগণ সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ রণপ্রতাপকে সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। দুরাত্মা বৈজয়ন্তপতির সেই বিদ্‌টবেশ ও ভ্রূকুটিকটাক্ষ অবলোকন করিয়া সভ্যগণসহিত সমস্ত দর্শকবৃন্দ এককালে নিস্তব্ধ হইয়া তাহার বদনপ্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। এই কালে যুবরাজ চন্দ্রশেখর রোষকষায়িত লোচনে মেঘ-নিনাদিত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বৈজয়ন্তেশ্বর! তোমাকে হীনবেশে এই সভামধ্যে কি জন্য আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা কি তুমি জ্ঞাত আছ?" রণপ্রতাপ নির্ভয় অন্তঃকরণে কহিল, "হাঁ, তাহা আপনাদিগের চরগণের ঘোষণাতেই অবগত হইয়াছি।" এতচ্ছ্রবণে ফুল্লারবিন্দুনগরাধিপতি সভ্য-গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন,

"হে সভ্যগণ! হে রাজন্যবর্গ! আপনারা আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন। আমি পিতৃদেবের মরণান্তে সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধীনস্থ নৃপতিদিগের সহিত মিত্রতা আচরণ, পুত্রবৎ প্রজাপালন এবং অবশ্য পোষ্যগণের ভরণপোষণাদি কর্ত্তব্য কার্য্য সকল যথারীতি সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলাম; কস্মিন্‌কালে কাহারও সহিত অপ্রণয় করি নাই। এই দুষ্ট বৈজয়ন্তপতি তস্কর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক গোপনে বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক অতর্কিতরূপে অস্মদপক্ষীয় সৈন্য সকল বিনষ্ট করিয়া মদীয় ধর্ম্মরাজ্য অপহৃত করিয়াছিল। আমি তৎকালে স্ত্রী, পুত্র, সহায় ও সম্পদ হারা হইয়া শোক দুঃখে বিমোহিত হওনানন্তর অশেষ ক্লেশে ব্যাধের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর বিধিকৃত নিয়মানুসারে কান্তার মধ্যে সুবর্ণপুরাধিপতির কন্যার সহিত মিলিত হইলাম এবং দৈত্যের জীবন বিনাশ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলাম। তৎপরে সস্ত্রীক মহারাজ জীমূতবাহনের ভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম। একদা রজনীযোগে স্বপ্ন দর্শন করিয়া ব্যাকুলচিত্তে একাকী পুত্র কলত্রের অন্বেষণে নির্গত হইয়া অসীম কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক বহুদিগ্দেশ ভ্রমণ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ত্রী, পুত্র মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া সফল মনোরথ হইলাম। তৎপরে সপরিবারে হিরণ্যনগরাধীশ্বরের আলয়ে অবস্থিতি করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি-গণের যুক্তিক্রমে মদীয় ধর্ম্মরাজ্য প্রত্যর্পণ জন্য বিনীতভাবে

পত্র লিখিয়া সেনাপতি জয়সিংহ দ্বারা এই দুর্জ্জনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই দুরাশয় তৎকালে তাহার প্রতি যেরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেও ঘৃণা বোধ হইতেছে। পাষণ্ড দুরাচার রাজধর্ম্ম পরিহার ও দস্যুধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত জয়সিংহকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিবার আদেশ করিয়াছিল। সে কেবল একমাত্র ধর্ম্মবল প্রভাবেই তৎকালে জীবন রক্ষা করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনে সক্ষম হইয়াছিল। হে সভাসীন মহোদয়গণ! আপনারা সকলে এই দুষ্টের আরও দুষ্টতার কথা সকল শ্রবণ করুন। নরপিশাচ ছলে বলে ও কৌশলে প্রজাগণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া সকলকেই নিঃস্ব করিয়াছে এবং বলপূর্ব্বক কত শত পতিপ্রাণা কুলবতী সাধ্বী রমণীর ধর্ম্মনাশ ও নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণের প্রাণদণ্ড করিতেও ত্রুটি করে নাই। এই পাপপরায়ণ পামরের নিয়োজিত প্রতিনিধিগণ প্রভুস্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া অনেক প্রজার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করতঃ তাহাদিগের প্রাণনষ্ট করিয়াছে। অনাথ প্রজাগণ প্রতিনিধিগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া নিষ্কৃতি প্রাপ্ত জন্য এই নরাধমের নিকট আবেদন করিলে, পাপাত্মা নরশৃগাল সেই অভিযোগকারীকেই দোষী স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনাশ করিত। হে সমাগত-মণ্ডলি! আরও ইহার গুরুতর গর্ব্বের কথা শ্রবণ করুন। নিচাশয় অর্থবলে মত্ত হইয়া স্বীয় অধিকার মধ্যে যাবতীয় প্রজাগণের প্রতি "আমি ঈশ্বর তোমরা আমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে

ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা কর; যে ব্যক্তি আমার এই আজ্ঞার বহির্ভূত আচরণ করিবে, তাহার জীবন দণ্ড করিব;” এই আদেশ প্রচার করিলে, ভীরু প্রজাগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইহার সেই ঘৃণিত আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! এই পাপাশয় নরাধম ঈশ্বর মানেনা! বহুবল, বাহুবল এবং ধনবলশালী হইয়া অহঙ্কার বশতঃ এককালেই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছে।” এই কথা বলিতে বলিতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় ক্রোধিত কালসর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আরক্ত নেত্রে ভর্ৎসনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “রে পাষণ্ড! এক্ষণে তোর সেই মিথ্যা গর্ব্ব কোথায় গেল? রে বিধর্ম্মি! রে দুর্ব্বুদ্ধে! রে চণ্ডাল! তুই যদি ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছিলি, তবে কি জন্য এই সভাতলে উচ্ছিষ্ট ভোজী সারমেয়বৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিস্? এখন তোর দুর্জ্জনোচিত সমস্ত গর্ব্ব কি জন্যই বা খর্ব্ব হইল? রে ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল! তোকে ধিক্! তোর ঘৃণিত জীবনধারণেও ধিক্! আমি নিশ্চয় অনুমান করিতেছি, তুই দুর্ব্বৃত্ততা কুঠারে মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের সুদীর্ঘ যশঃ-পাদপকে ছেদন করিয়া কলঙ্কাগ্নিতে সমর্পণ পূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়াছিস্।”

রাজা শশাঙ্কশেখর এবম্বিধ কটুবাক্য সকল প্রয়োগ করিলে, দুরাত্মা রণপ্রতাপ তাহা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল এবং মনদুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ নিশাবসান সময়ে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়

মলিনবদন ও শোক দুঃখ পরিপ্লুত হইয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। তাহার তৎকালের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া অনুমান হইতে লাগিল যেন, মদমত্ত কুঞ্জর কেশরী পদাঘাতে হীনবীর্য্য ও ভগ্নগ্রীব হইয়া অভিমানে আরক্তনয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

অনন্তর যুবরাজ চন্দ্রশেখর কহিলেন, "বৈজয়ন্তপতে! তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ভ্রমান্ধ হইয়া আপনাকে ঈশ্বরত্বে পরিণত করিয়াছিলে; এটী কি তোমার স্বভাবসিদ্ধ দাম্ভিকতা দোষে ঘটিয়াছে? কি বাহুবল প্রভাবে বা দুষ্ট সংসর্গে ঘটিয়াছে বল? যদি তোমার স্বভাব দোষে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে কিছুতেই অপনীত হইবে না। যদি কুসংসর্গ দোষে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার বিশেষ চিকিৎসা করিয়া তোমার ঐ রোগ শান্তির চেষ্টা করিব। যদি বল, বলবান বা ধনবান হইলেই ঈশ্বরত্ব লাভ করে; তাহা হইলে বলবান দস্যু ও তস্করদিগকেও ঈশ্বর এবং ধনবতী বারযোষিৎগণকেও ঈশ্বরী বলিতে পারা যায়, তোমার মতে ইহাই সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। তুমি রাজবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা প্রযুক্ত আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলে। হে ভ্রমান্ধ! তবে কেনই বা এক্ষণে তৃণ হইতেও লঘুত্ব প্রাপ্ত হইলে? যিনি প্রকৃত ঈশ্বর, তিনি কি মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তোমার ন্যায় হীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন? কখনই না। যদি এই জগন্মণ্ডলে ঈশ্বর বলিয়া একজন পরম পুরুষ না থাকিতেন, তবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কীট হইতে

মানব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী, লতা গুল্ম হইতে মহামহীরূহ আদি, ক্ষুদ্র কঙ্কর হইতে ধরাধর প্রভৃতি ও ক্ষুদ্র নদী হইতে মহার্ণব ইত্যাদি কোন্ ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইত? রে পাপাত্মন্! তুমি যে কতদূর ভ্রমান্ধ, তাহা জ্ঞাত করিতেছি শুন। ভাল, তুমি যদি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া স্থির করিয়া থাক, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে একটী মাত্র ক্ষুদ্র কীটের সৃষ্টি কর দেখি। তুমি আরও বলিয়া থাক, স্বভাব বশতঃ সমুদয় উৎপত্তি এবং নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বভাব তাহা কাহার কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে? আরও মনে বুঝিয়া দেখ দেখি, যে কোন পদার্থ হউক না কেন, স্রষ্টা ব্যতীত কখনই তাহার সৃষ্টি হয় না। এমন স্থলে যিনি স্বভাবপদার্থকে সৃজন করিয়াছেন, তাহাকেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর জানিয়া মান্য করা উচিত।

আরও তুমি দুর্ম্মোচ দাম্ভিক্য জালে জড়িত হইয়া সংসারের সারভূত সনাতন ধর্ম্মকে একবারে গভীর সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছ; যেহেতু ধর্ম্ম মান না। ভাল; যদি তোমার মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই, তবে তোমার ন্যায় বিধর্ম্মী পাষণ্ডগণ কখনই আত্মকৃত অধর্ম্মের ফলভোগ করিত না। তাহার আর অন্য দৃষ্টান্তের আবশ্যক কি? একবার আপনার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অবলোকন কর; তাহা হইলে সম্যক্‌-রূপেই বিদিত হইবে। বহুবল ও ধনবলে এই ধরণীমধ্যে তোমার সমকক্ষ কেহই ছিল না; কিন্তু তাহার অধিকাংশই

অধর্ম্ম রূপে সংগ্রহ করিয়াছিলে। বিশেষতঃ তুমি সম্পূর্ণ অধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের ধর্ম্মরাজ্য অপহরণ করিয়া এই সসাগরা ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইয়াছিলে। কিন্তু আমরা একমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহুকাল ব্যাধের ন্যায় দুরন্ত হিংস্রজন্তু সঙ্কুল দুর্গম বনে ভ্রমণ করতঃ পরিশেষে ধর্ম্মবল সহায়েই তোমার অধর্ম্ম বলকে পদদলিত করিয়া স্বরাজ্য পুনরুদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছি। অতএব বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ দেখি, এই পৃথিবী মণ্ডলে পবিত্র স্তম্ভস্বরূপ অদ্বিতীয় পদার্থ ধর্ম্মদেব আছেন কি না? আরও যদি তুমি অদৃষ্টবাদীদিগের পথাবলম্বী হও, তবে যাহার ভাগ্যফল সেই ভোগ করে; তোমার সৌভাগ্যে আমি সুখী বা আমার অসৌভাগ্যে তুমি অসুখী, এরূপ হইতে পারে না। কেহ কাহারও শুভাশুভ ফল প্রদানের কর্ত্তা বা কারণ নহে; প্রাণীগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল আপনা আপনিই ভোগ করিয়া থাকে; জনক, জননী, সোদর, বন্ধু, স্ত্রী ও পুত্রাদি স্বজন সকল উপলক্ষ মাত্র। কেহ কাহাকেও প্রতিপালন করেন না; একমাত্র ঈশ্বর সকলকেই পালন করিয়া থাকেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ঈশ্বর যদি জনক জননীর হৃদয়ক্ষেত্রে পুত্রস্নেহ নিহিত না করিতেন, তবে কি মাতা স্তন্যপানে ও পিতা অন্নদানে অপত্যদিগকে পালন করিতে সমর্থ হইতেন? যদ্যপি করুণাময় ঈশ্বর মানবগণের হৃদ-পুণ্ডরিকে ত্রিলোক জননী দয়াদেবীর পবিত্র আসন সংস্থাপন না করিতেন, তবে কি মানবমণ্ডলী সর্ব্বপ্রকার

জীবে দয়া করিতে ক্ষমবান হইত? এই সকল সম্যক্‌প্রকার আলোচনা করিলে অনুমান হয়, পরম কৃপালু জগৎপিতা অচিন্ত্যরূপ দীননাথ ইচ্ছামত একজনের দ্বারা অন্য এক জনের হিতসাধন করিয়া থাকেন। আমরা যে সমস্ত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের শুভাশুভ ফলভোগ করিতেছি, ঈশ্বরই এই সকলের বিধাতা। দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বচ্ছন্দে নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে না। দেখ, মদগর্ব্বিত হইয়া তোমার কি দশা ঘটিয়াছে? তুমি মোহাবিষ্ট হইয়া এইরূপ অন্যায্য ও গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে বলিয়া এক্ষণে বিষমসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ। যদি কোন ব্যক্তি পরিণামশুভ পবিত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরেরও উপাসনা করে, তাহার সেই উপাসনাও মৃততরুর ফল প্রসবের ন্যায় মিথ্যা হয়। জগৎ-পিতা জগদীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান; সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা ও নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। অতএব হে বৈজয়ন্তনগরাধি-পতে! আমি যে সমস্ত ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলাম, ইহা আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া মতিভ্রম দূরীকরণ পূর্ব্বক ত্রিতাপহারী জগৎপিতা জগন্নাথের চরণ চিন্তায় অনুরক্ত হও। তুমি বহুজনপদের অধীশ্বর ও বিজ্ঞ রাজা; অতএব তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান কর। বল দেখি, তুমি আমাদিগের প্রতি যেরূপ দুষ্ট ব্যবহার করিয়াছ, যদি তোমার প্রতি অন্য কোন মহীপাল তদ্রূপ আচরণ করিয়া পরিশেষে আত্মকৃত দুষ্কার্য্যের ফলে

বন্দি হইয়া তোমার নিকট আনীত হইত, তাহা হইলে তুমি তাহাকে কিরূপ দণ্ড প্রদান করিতে?” আহা! ধর্ম্মোপদেশ কি অমূল্য রত্ন! যেমন স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, তদ্রূপ পবিত্র ধর্ম্ম সঙ্গত উপদেশ বাক্যে মূঢ়ের মনও গলিত হইয়া থাকে; যেহেতু দুর্ব্বৃত্ত রণপ্রতাপ যুবরাজের ধর্ম্মসঙ্গত হিতকর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া “হায়! কি দুষ্কার্য্য করিয়াছি” মনমধ্যে এই প্রকার অনুশোচনা করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, “যুবরাজ! আমি আপনার প্রমুখাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হিতকর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া অজ্ঞান অন্ধকূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কৌমুদীময় ধর্ম্মক্ষেত্রে উত্থিত হইলাম। হে রাজবংশধর! আমি নিরন্তর অজ্ঞান-জালে আচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মপথাবলম্বন করতঃ কতই যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। হায়! আমি কি দুর্ব্বৃত্ত! আমি নিত্যবস্তু নিখিল ভুবনের সার পদার্থ ধর্ম্মের প্রতি কখনই আস্থা করি নাই। মৎকৃত দুর্ব্বৃত্ততার ফল দূরীকৃত হইবার কোন উপায় দেখিতেছি না; অবশ্যই আমাকে চিরকাল ঘোর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হইবেক। যাহাহউক, গত কার্য্যের অনুশোচনা বৃথা মাত্র; এক্ষণে জীবিতকাল পর্য্যন্ত কখনই আর অধর্ম্মের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিব না; মনমধ্যে ইহাই স্থির করিয়া রাখিলাম।” এই বলিয়া পুনর্ব্বার নৃপনন্দনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে নৃপাত্মজ! আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথার্থ উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদি কেহ আমার ন্যায় অপরাধী

হইয়া আমার নিকট আনীত হইত, আমি তাহার জীবন দণ্ড করিতাম।”

সভাস্থ সকলে প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলেন, যে, রণপ্রতাপ কখনই ধর্ম্মপথাবলম্বন করিবেক না। কিন্তু, যুবরাজের ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে ধর্ম্ম-পথাবলম্বন করিতে দেখিয়া সকলে এককালে বিস্ময়চিত্ত হইয়া তৎপ্রতি নয়ন নিপাতিত করিয়া রহিলেন। তিনি পুনর্ব্বার আত্ম দুষ্কার্য্য সকল স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ ব্যথিত হৃদয়ে আকাশপ্রতি নেত্রপাত করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে যোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন, “হে বিশ্বপতে! বিরিঞ্চি আদি দেবতাগণ বিনয়সহকারে সতত আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন এবং বিনায়ক পিতা বৃষধ্বজ যে চরণ ভাবনা করিয়া ত্রিলোকঘাতী কালকে পরাজয় পূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই যোগেন্দ্রাদি সেব্যপদ বিস্মৃত হইয়া মিথ্যা অহংকারে মত্ততা প্রযুক্ত এককালে দুরূহ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি; এক্ষণে আপনার করুণা রজ্জুর আশ্রয় ব্যতীত আর উদ্ধার হইবার উপায় দেখিতেছি না। হে বিভো! এই পাপাত্মার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ পূর্ব্বক ভীষণ পাপানলের শান্তিবিধান করুন।

এই বলিয়া অধিরাজ শশাঙ্কশেখরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ কহিতে লাগিলেন, “হে অবনীপতে! যদি আমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন, তবে অবিলম্বেই তীক্ষ্ণধার পরশু আঘাতে মদীয় পাপ মস্তক ছেদন করিয়া

ধরাতলে নিপাতিত করিতে আদেশ করুন। যেহেতু যথা-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত হইলেই স্বোপার্জ্জিত পাপরূপ পিশাচের কঠোর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জন্মান্তরে পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইব।”

সম্রাট রণপ্রতাপের স্বভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীকে কহিলেন, “অমাত্য! দুষ্ট বৈজয়ন্ত-পতির বাক্য সকল শ্রবণ এবং তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলে; এক্ষণে বল, ন্যায় অনুসারে উহার প্রতি কিরূপ দণ্ড প্রদান করা উচিত।”

বৃদ্ধ মন্ত্রী ইন্দ্রসেন শাস্ত্রী ভূপালের বচনাবসানে বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ! যদি দোষীব্যক্তি স্বীয় দোষ স্বীকার পূর্ব্বক অনুতাপিত হইয়া গত দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হয় এবং পুনর্ব্বার আর দুষ্কার্য্যে রত হইব না বলিয়া শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করে, আমার মতে সে ব্যক্তি অশেষ দোষের দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে উহার নিকট হইতে একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া লউন; যদি আর কখন দুষ্কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিনা আপত্তিতে উপযুক্ত রাজদণ্ড গ্রহণ করিবেক। মদীয় অভিপ্রায় এই; কিন্তু, মহারাজের অভিপ্রায়ই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়।”

মহীপাল শশাঙ্কশেখর সচিবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসেন শাস্ত্রীর বচন শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যুবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস চন্দ্রশেখর! তোমার ধর্ম্মমূলক উপদেশ

বাক্যে ধর্ম্মজ্ঞান পরিশূন্য বৈজয়ন্তপতির মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; ইহাতে আমি যারপর নাই অপরিসীম আনন্দানুভব করিলাম। বৎস! অমাত্যের বাক্য সকলত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি ব্যক্ত কর।”

তখন রাজনন্দন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীত বচনে কহিলেন, “পিতঃ! আপনি উপস্থিত থাকিতে আমি কি বিধান করিব? তবে কৃপা করিয়া যখন এই ক্ষুদ্রাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় জানিয়া স্বীয় বুদ্ধিমত নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই যথেচ্ছাচারী পাপ পরায়ণ নাস্তিক রণপ্রতাপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও নানাপ্রকার যন্ত্রণায় ব্যথিত করিয়া প্রজাগণকে অকারণ নিষ্পীড়ন করিয়াছে; বলপূর্ব্বক তাহাদিগের অর্থ অপহরণ দ্বারা আপনার ধনকোষ পরিপূর্ণ করিয়াছে এবং কুলকামিনীগণের সতীত্ব নাশ করিয়া আপনার ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। পাপাত্মা ক্ষণকালের জন্য ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করে নাই। এই সমস্ত ঘৃণিত কার্য্য মহীপালদিগের পক্ষে যে গুরুতর দোষাবহ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ এই নির্দ্দয় নরপিশাচ বৈজয়ন্তপতি রাজবিদ্রোহী; অতএব ইহার দোষোপযুক্ত দণ্ড এই ধরাধামে সৃষ্টি হয় নাই। যদি বলেন মৃত্যু, তাহা হইতে ত পাপাত্মার অসীম পুণ্য বলিয়াই স্থির করিতে হইবেক; যেহেতু মৃত্যুই পাপীদিগের শান্তি স্বরূপ। অতএব আমার বিবেচনায় এই দুরাত্মাকে মৃত্যু বা অন্য কোন দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া ইহাকে

ইহার স্বরাজ্য প্রত্যার্পণ করুন এবং যাবজ্জীবন দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখুন।"

মহীপতি প্রিয়পুত্রের এবম্বিধ যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্মিতবদনে কহিলেন, "বৎস! বৈজয়ন্তপতির দণ্ড সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, আমি তাহাতেই সম্পূর্ণ মত প্রদান করিলাম।" এই বলিয়া রণপ্রতাপের বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "বৈজয়ন্ত-পতে! তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যে সমস্ত দোষাবহ কার্য্য করিয়াছিলে, যদি বৎস চন্দ্রশেখরের ধর্ম্মসঙ্গত হিতোপদেশে মোহতিমির নিরাকৃত করিয়া জ্ঞান সূর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিতে, যদি পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্য সকলের জন্য অনুতাপিত হইয়া সম্যক্‌রূপে দোষ স্বীকার বা ধর্ম্মপথ অবলম্বন না করিতে, তাহা হইলে, তোমার দোষোচিত দণ্ড প্রদান না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইতাম না; এক্ষণে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে স্থির করিয়াছ বলিয়াই তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। সাবধান! যেন কখন তোমার এই অভিনব স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হয়। এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, আত্মীয় স্বজন সহিত মুক্ত হইয়া নিজরাজ্যে গমন কর। দেখিও যেন মদীয় উপদেশ বাক্য বিস্মৃত হইয়া অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিও না। পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পূর্ব্বমত রাজ্যভোগ করিতে থাক। তোমার যে সকল সৈন্য সেনাপতিগণ বন্দিরূপে মদীয় কারাগারে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকেও মুক্ত করিলাম। এক্ষণে

কেবল পঞ্চসহস্র পদাতিক ও একসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যমাত্র তোমাকে প্রত্যার্পণ করিব; অবশিষ্ট সৈন্য সকল আমার অধীনে থাকিবে। কি জানি, যদি তুমি অধিক সৈন্য হস্তগত করিয়া পূর্ব্ববৎ দুরভিসন্ধি সম্পাদনে উদ্যত হও, এই কারণে তোমাকে সমস্ত সৈন্য প্রদান করিলাম না। যেহেতু দস্যু পরম সাধু হইলেও কস্মিন্‌কালে তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা উচিত নহে।" এই বলিয়া সম্রাট মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাজআজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বৈজয়ন্তপতি রণপ্রতাপ এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কারণ, তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, স্বকৃত অপরাধের প্রাণনাশ ব্যতীত অন্য কোন দণ্ড হইবার সম্ভাবনা নাই; এই কারণেই একবারে জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সম্রাটের অপরিসীম মহত্ত্বের পরিচয় পাইলেন। প্রাণরক্ষা এবং রাজ্যলাভ এই গুরুতর মঙ্গলকর আদেশ শ্রবণ মাত্রেই হর্ষবিষাদের অন্তর্গত হইয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "হে ধরণীকান্ত! হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! হে মহাপুরুষবর! আপনার ঔদার্য্যগুণে ও যশঃপ্রভা প্রভাবে পৃথিবী প্রদীপ্ত হইল। আজি জানিলাম, আপনার তুল্য ক্ষমাশীল ও ধর্ম্মাত্মা পার্থিব এই ধরাধামে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমি ক্ষত্রকুলাধম ও দুর্ম্মতি পরতন্ত্র পামর! আপনি এই দুর্জ্জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া জনসমাজে মহতীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন।

যেমন নিষধাধিপতি পুণ্যশ্লোক নলনরপতি অশেষ যন্ত্রণাদায়ী স্বীয় সহোদর পুষ্করের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ করিয়া এই পৃথিবী মণ্ডলে শান্তিগুণের আধার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও মৎপ্রতি ক্ষমা প্রকাশ করিয়া এই জগতীতলে ক্ষমাগুণের আদর্শ স্বরূপ হইলেন। অধুনা ভবদীয় আজ্ঞা মত পঞ্চসহস্র পদাতিক এবং একসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ও আত্মীয় স্বজন সহিত স্বরাজ্যে গমন করিয়া ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন এবং পুত্রবৎ প্রজাপালন করিব। চিরকাল ভবদাশ্রিত থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান পূর্ব্বক যথানিয়মে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও ধর্ম্ম যাজন করিতে ত্রুটি করিব না। সংসারের সার পদার্থ ও পরিণাম মঙ্গলকর পবিত্র ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ঈশ্বর আরাধনা ব্যতীত এ জীবনে অধর্ম্মের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিব না।” এই বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি জয়সিংহ স্বজন সহিত বৈজয়ন্তপতির বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন এবং ষট সহস্র সৈন্য প্রদান করিলেন। রাজা রণপ্রতাপ মহীনাথকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মীয় স্বগণ সমভিব্যাহারে সানন্দমনে নিজরাজ্যে গমন করিলেন।

সভাস্থ সকলে মহারাজের অসীম ক্ষমাগুণ অবলোকন করিয়া বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এই কালে সভাভঙ্গ সূচক মধ্যাহ্নকালীন তূর্য্যধ্বনি হইল। সম্রাট সভাভঙ্গ করিবার মানসে সভাসীন নৃপগণ ও অন্যান্য

ব্যক্তিগণকে বিধি পূর্ব্বক সম্মান করিয়া বিদায় প্রদান করিলে, সমাগত ব্যক্তি সকল সানন্দ মনে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন। মহীপালও স্বয়ং স্বগণ সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

পর দিবস প্রভাত সময়ে রাজা জীমূতবাহন স্বীয় জামাতা ও কন্যার নিকট বিদায় লইয়া সস্ত্রীক ও সসৈন্যে স্বরাজ্যে গমন করিলেন। মন্ত্রীনন্দন গুণাধার প্রিয়মিত্র রাজনন্দন চন্দ্রশেখরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্বশুর ও শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করণানন্তর সস্ত্রীক হিরণ্যনগর গমনোদ্যোগী হইলে, ইন্দ্রসেনমন্ত্রী তনয়া ও জামাতাকে প্রভূত অর্থ ও দাস দাসী প্রদান করিয়া দুঃখিত মনে বিদায় করিলেন।

তদনন্তর রাজা শশাঙ্কশেখর মহিষী শশিকলার নিদেশানুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত লৌহচাবী গ্রহণ পূর্ব্বক অনুচরগণসহ দৈত্য আবাসে গমন করিলেন এবং দানবসঞ্চিত সমগ্র অর্থ আত্মসাৎ করিয়া রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য রাজ্ঞী শশিকলাকেই প্রদান করিলেন।

এই রূপে রাজা শশাঙ্কশেখর মহিষীদ্বয়, পুত্র, পুত্রবধূ, আত্মীয়, বান্ধব ও পাত্র মিত্রগণ সহিত মহানন্দে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় সঙ্গত সুবিচার গুণে প্রজাগণ বশীভূত হইয়া তাঁহাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিতে লাগিল এবং তাঁহার যশঃসৌরভে সমুদয় পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল।

এই প্রকার কিছুকাল গত হইলে, অবনীপতি প্রিয়পুত্র চন্দ্রশেখরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক মহিষীদ্বয়ের সহিত জগদীশ্বরের আরাধনায় বন প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রশেখর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কমলমঞ্জরীও রাজ্ঞীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া অতীব ভক্তি সহকারে পতিপদ সেবায় রত হইলেন।

সম্পূর্ণ